পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 23 Monday, 23 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা ✱ ৭ পৌষ ১৪৩১, সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

অজানা রোগে কাঁপছে পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলি

২২ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব আফ্রিকার দেশ উগান্ডার বাসিন্দারা বর্তমানে এক অজানা আতঙ্কে রয়েছেন। সম্প্রতি, উগান্ডার বুন্ডিবুগিও জেলা থেকে এক রহস্যময় সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে, যা দেশটির অনেক নারী ও কিশোরীকে আক্রান্ত করছে। সোয়াহিলি ভাষায় এই রোগের নাম ডিঙ্গা ডিঙ্গা। এর উপসর্গগুলি এখনও পুরোপুরি বোঝা যায়নি, তবে এতে আক্রান্তদের শরীরে প্রচণ্ড জ্বর, শরীরে ফুসকুড়ি, মাথাব্যথা, এবং এক ধরনের দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে, এই রোগটি নারী ও কিশোরীদের মধ্যে বেশি ছড়াচ্ছে, যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এক বড় ধরনের শঙ্কায় রয়েছেন বলে খবর মিলেছে। ডিঙ্গা ডিঙ্গা সংক্রমণের উপত্তি এবং তার প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনো কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। কিছু বিজ্ঞানী এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি হযতো কোনো নতুন ধরনের ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা প্রথমে বুন্ডিবুগিও অঞ্চলে ছড়াতে শুরু করে। স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী কর্মীরা জানান, রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে এবং আক্রান্তরা মূলত ১৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে রয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং উগান্ডার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে এবং তারা একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বর্তমানে এটি একটি অস্থির পরিস্থিতি, কারণ রোগটির কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও এর সংক্রমণ দ্রুত ছড়াচ্ছে। কর্তৃপক্ষ এখন সক্রিয়ভাবে গবেষণা এবং পর্যালোচনা করছে, যাতে রোগটি কীভাবে ছড়াচ্ছে এবং এর প্রতিকার কী হতে পারে তা জানা যায়। এই রোগটি কিভাবে সংক্রমিত হয়, তার সম্পর্কে আরও গবেষণা চলছে। উগান্ডার স্বাস্থ্য বিভাগের পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাগুলোও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। করোনা অতিমারির পর থেকে নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব সাধারণ মানুষের জন্য আরো উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রস্তুত থাকলেও, অজানা রোগের প্রকোপ সব দেশের জন্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উগান্ডায় ডিঙ্গা ডিঙ্গার কারণে স্থানীয় জনগণ নানা আতঙ্কে ভুগছেন এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে।

সিপিএমের অন্দরে স্বৈরাচার!

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২২ ডিসেম্বর ঃশোনা গেল লাল পার্টির অন্দরেও বিদ্রোহের ইঙ্গিততের কথা। সিপিএমে স্বৈরতন্ত্র চলছে, নয়ছয় হচ্ছে কোষাগারের টাকাও! এই অভিযোগ তুলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা কমিটি থেকে নাম তুলে নিল দলেরই এক তৃতীয়াংশ সদস্য। বৃহত্তম বাম শরিকের অন্দরে এই ' কার্যত নজিরবিহীন বলছেন দলেরই প্রবীণ নেতৃত্বের একাংশ। আমতলার সোনাঝুরিতে সিপিএমের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২৬তম জেলা সম্মেলন চলছে। শনিবার, সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন জেলা কমিটিতে পেশ হওয়া প্রস্তাবিত সদস্য প্যানেল থেকে এক তৃতীয়াংশ সদস্য তাঁদের নাম প্রত্যাহার করে নেন। বিদায়ী কমিটির সম্পাদক রতন বাগচী নতুন কমিটির প্রস্তাব দিতেই উত্তেজনা ছড়ায়। দলীয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, বিদায়ী সম্পাদক ৬৫ জনের নাম প্রস্তাব করেন। তাঁদের মধ্যে ১৬ জন নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সেই তালিকায় নাম রয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত নেত্রী চন্দনা ঘোষ দস্তিদার। এমনকি, সুজন চক্রবর্তী ' হিসেবে পরিচিত রাহুল ঘোষও নাম তুলে নিয়েছেন। সূত্রের দাবি,তাঁরা পার্টি সম্মেলনে জানান,অনেকেই দলের গঠনতন্ত্র মেনে চলছেন না। নিজেদের খেয়ালখুশি মতো দল চালাচ্ছেন। তাঁদের আরও বিস্ফোরক দাবি, দলীয় কোষাগারের অর্থ আত্মসাতের মনোভাব নিয়েও বর্তমানে দল চালাচ্ছেন কেউ কেউ। তাছাড়াও প্রয়োজনে পার্টি কর্মীদের পাশে দলীয় নেতাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরই প্রতিবাদ স্বরূপ রাহুল ঘোষ, চন্দনা ঘোষ দস্তিদার-সহ এদিনের কমিটিতে পেশ হওয়া সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ তাদের নাম প্রত্যাহার করে নেন।

'নথি গোপন' নিয়ে মোদী সরকারকে বিঁধলেন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং শুদ্ধতা নষ্টের জন্য পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। নির্বাচনী নথি গোপনে নয়া আইন নিয়ে কেন্দ্রকে তুলোধোনা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কংগ্রেস সভাপতি বলছেন, এই নয়া নিয়মেই স্পষ্ট নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে না। গতকালই ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থায় বড়সড় বদল এনে নয়া আইন ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। ১৯৬১ সালের নির্বাচনী বিধির ৯৩(২) ধারা অনুযায়ী, এতদিন ভোট সংক্রান্ত সব নথি জনসমক্ষে আনতে বাধ্য থাকত নির্বাচন কমিশন। সেই আইন বদলে শনিবার কেন্দ্র জানায়, শুধুমাত্র নির্বাচনী আচরণবিধি নিয়ম সংক্রান্ত নথিগুলিই এবার থেকে প্রকাশ্যে আনা হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সব নথি আর প্রকাশ্যে আনা হবে না। আদালতও চাইলে নির্বাচন কমিশনকে ভোট সংক্রান্ত সব নথি প্রকাশ্যে আনার নির্দেশ দিতে পারবে না। খাড়গের দাবি, কেন্দ্র তথা নির্বাচন কমিশন ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ্বতা চাইছে না। সেকারণেই ভোট সংক্রান্ত সব তথ্য প্রকাশ্যে আনতে আপত্তি। তিনি বলছেন, ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে যে পরিকল্পিত ষ।যন্ত্র করা হচ্ছে মোদি সরকারের এই সংশোধনী সেটার আরও একটা প্রমাণ। আসলে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতেই চায় না মোদি সরকার। এটা সরাসরি সংবিধান এবং গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। সংবিধান বাঁচানোর সবরকম চেষ্টা আমরা করব। এর আগে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রেও আইনে বদল এনেছিল কেন্দ্র। অর্ডিন্যান্স এনে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল প্রধান বিচারপতিকে। সেই প্রসঙ্গও এদিন মনে করালেন কংগ্রেস সভাপতি। এই আইন কেন আনা হল, বিজেপির মুখে এখনও কুলুপ। নির্বাচন কমিশনের সূত্র অবশ্য বলছে, হরিয়ানা নির্বাচনের পর ভোট তথ্য চেয়ে হাজার হাজার আর্জি জমা পড়ছে। সব আর্জির উত্তর দেওয়া পদ্ধতিগত ভাবেও ভীষণ কঠিন। সেকারণেই নিয়ম বদল বলে মনে করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ি করিডোরে হামলার ছক বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় উপমহাদেশে আল-কায়েদার সহযোগী সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিম জঙ্গি গোষ্ঠীর কয়েকজন সদস্য শিলিগুড়ি করিডোর বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করেছিল বলে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের। দার্জিলিং জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সঙ্কীর্ণ স্থানটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিকে দেশের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করেছে। পুলিশের দাবি, নাশকতার ছক বানচাল হয়েছে। এবিটি জঙ্গি গোষ্ঠী বাংলাদেশে আনসার আল ইসলাম নামে পরিচিত। এই সংগঠন বাংলাদেশে একাধিক নাস্তিক-যুক্তিবাদী লেখক ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখকদের খুনে জড়িত। শিলিগুড়ি করিডোর যেটিয়ে 'চিকেনস নেক' নামেও সুপরিচিত। প্রায় ২০ কিলোমিটার প্রস্থ এবং ৬০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য সহ এই অঞ্চলটি নেপাল, ভুটান, চিন ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের অতি নিকটে অবস্থিত।

৮ রাজ্যে সতর্কতা

শিলিগুড়ি করিডোরের কৌশলগত গুরুত্বের কারণে আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির কর্তৃপক্ষগুলি উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নাশকতা ঘটিয়ে শিলিগুড়ি করিডোর বিচ্ছিন্ন করে অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ ও সিকিমে নাশকতা ছড়ানোর বার্তা ছড়ানো হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলা দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে চলছে বিশেষ নজরদারি। কেরল, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলে অভিযান। বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনটির আট সদস্যকে গ্রেফতার করে অসম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এই সংগঠনটি ভারত, বাংলাদেশ, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এর যৌথ অভিযানে গত ১৮ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে গ্রেফতার হয় দুজন সন্দেহভাজন। সেই সূত্র ধরে বাকিরা ধৃত। এই চক্রের জঙ্গি ফারহান ইশরাতের নির্দেশে সাদ রাদি নামে আরও এক জঙ্গি বাংলাদেশ থেকে ভারতে নান্নার জাল ছড়ায়। এই ব্যক্তি কেরল, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে নাশকতার পরিকল্পনা করেছিল। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থেকে মিনারুল শেখ (৪৮) এবং মহম্মদ আব্বাস আলি (২৯) নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মিনারুল শেখ একজন পাম্প মেকানিক ও আব্বাসের বিরুদ্ধে পসকো আইনের অধীনে অপহরণ এবং যৌন নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে।

অসম পুলিশের দাবি, ধৃতদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা একাধিক মোবাইল ফোন, নথি এবং একটি ১৬ডিবি পেনড্রাইভ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফ-এর ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজি) গৌরব শর্মা বলেছেন স্লিপার সেলের লক্ষ্য স্থানীয় যুবকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা তথা অতিরিক্ত মহাপরিচালক, দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার বলেছেন এদের উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার ছিল শিলিগুড়ি করিডোরকে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের ঘাঁটি হিসাবে সক্রিয় করা। বাংলাদেশের নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার আল ইসলাম (পূর্বতন আহসারুল্লাহ বাংলা টিম) নেটওয়ার্কের একাধিক সদস্য ধৃত বাংলাদেশ ও ভারতে। দুই দেশেই তদন্তে উঠে এসেছে, জঙ্গি সংগঠনটির 'আস-শাহাদাত' গ্রুপ বিশেষ সক্রিয়। এই জঙ্গি গ্রুপ তৈরি করে নতুন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই গ্রুপটি পার্শ্ববর্তী একটি দেশ হতে পরিচালিত হচ্ছে এবং এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা আনুমানিক ৮৫ থেকে ১০০ জন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার মানকর কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র হারেজ শেখ জঙ্গি সংযোগ অভিযোগে ধরা পড়ে। ধৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে আনসার আল ইসলাম সংগঠনের সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফের তদন্তে উঠে আসে ওই ছাত্র 'শাহাদাত' সংশ্লিষ্ট। সামরিক ঘাঁটি পানাগড়েই জঙ্গি জাল ছড়ায় বাংলাদেশের আল ইসলাম। এই জঙ্গি সংগঠনটি বাংলাদেশে একাধিক মুক্তমনা লেখক খুনে জড়িত। সংঠনটির বেশ কিছু সদস্য আগেও পশ্চিমবঙ্গে ধরা পড়ে।

মোদীর মুকুটে নয়া পালক!

এবার কুয়েতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে

২২ ডিসেম্বর ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে নতুন পালক! এবার কুয়েতের সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন নরেন্দ্র মোদী। 'দ্য অর্ডার অফ মুবারক আল কবীর' সম্মান দেওয়া হল তাঁকে। বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রদত্ত ২০তম আন্তর্জাতিক সম্মান পেলেন মোদী। কুটনৈতিক বন্ধুত্বের বার্তাবহ ওই সম্মান সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধানদের দেওয়া হয়। এর আগে বিল ক্লিন্টন, জর্জ বুশের মতো রাষ্ট্রপ্রধানদের কুয়েতের এই রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া হয়েছে। দুদিনের সফরে শনিবার কুয়েতে পৌঁছান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে রাজকীয় অভ্যর্থনা পান নরেন্দ্র মোদী। কুয়েতের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠকের আগে বায়ান প্রাসাদে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। এইসঙ্গে ভারতকে বন্ধুত্বের বার্তা দিয়ে 'দ্য অর্ডার অফ মুবারক আল কবীর' সম্মানে ভূষিত করা হল মোদিকে। কুয়েত সফরে গিয়ে বিশ্ব উন্নয়নের দৌড়ে ভারতের সাফল্যের জয়গান গাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানালেন, ' বদলেছে, ভারতও নয়া মেজাজে এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের দৌড়ে। বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে উঠে এসেছে আমাদের দেশ।' শুধু তাই নয়, কুয়েতকে অতীত স্মরণ করিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত সেই সব দেশের মধ্যে একটি যে কুয়েতের স্বাধীনতার পর একে স্বতন্ত্র দেশের স্বীকৃতি দিয়েছিল। শনিবার কুয়েতের মাটিতে পা রেখে সেখানে উপস্থিত ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী এর পর 'হালা মোদি' অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত হয়ে মোদি বলেন, মাত্র দুই ঘণ্টা হল আমি এখানে এসেছি। এখানে আসার পর আমায় যেভাবে অভ্যর্থনা জানানো হল তাতে আমি অভিভূত। আপনজনের ছোঁয়া পাচ্ছি এখানে। মনে হচ্ছে ছোট ভারতবর্ষ নেমে এসেছে এই দেশে। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত থেকে কুয়েত আসতে ৪ ঘণ্টা মতো সময় লাগে। অথচ প্রধানমন্ত্রীর এখানে আসতে ৪ দশক সময় লেগে গেল।প্রসঙ্গত, শনিবার কুয়েতের মাটিতে পা রেখে সেখানে উপস্থিত ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। এর পর 'হালা মোদি' অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত হয়ে মোদি বলেন, মাত্র দুই ঘণ্টা হল আমি এখানে এসেছি। এখানে আসার পর আমায় যেভাবে অভ্যর্থনা জানানো হল তাতে আমি অভিভূত। আপনজনের ছোঁয়া পাচ্ছি এখানে। মনে হচ্ছে ছোট ভারতবর্ষ এসেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত থেকে কুয়েত আসতে ৪ ঘণ্টা মতো সময় লাগে। অথচ প্রধানমন্ত্রীর এখানে আসতে চার দশক

সময় লেগে গেল। উল্লেখ্য, ৪৩ বছর পর কুয়েতে পা রেখেছেন কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। শেষবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কুয়েত সফর করেন ইন্দিরা গান্ধী। গত শনিবার দুদিনের সফরে কুয়েতে পৌঁছেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার নরেন্দ্র মোদীকে সেদেশে 'গার্ড অব অনার' দেওয়া হলো। সেখানে এদিন আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনাও জানানো হয় তাঁকে। উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কুয়েত সফরে গিয়েছিলেন। তারপর আর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী সে দেশে যাননি। ৪৩ বছর পর কুয়েতের যুবরাজ আমির শেখ মেশাল আল-আহমেদ আল-জাবের-আল-সাবাহের আমন্ত্রণে মোদী শনিবার কুয়েত যান।

বাংলার ধাঁচে এবার দিল্লিতেও 'দুয়ারে সরকার' কেজরির চমক

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরাট চমক দিতে প্রস্তুত আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই রাজ্যের মতো ধাঁচে এবার দিল্লিতেও দুয়ারে সরকারের ঘোষণা করে দিলেন আপ প্রধান তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণ মানুষকে যাতে সরকারি দপ্তরের দরজায় ঠোকর খেতে না হয়, সে কথা মাথায় রেখেই এই প্রকল্পের ঘোষণা। আগামী বছর দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে বাংলার ধাঁচে দুটি প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন কেজরিওয়াল। প্রথমটি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে মহিলা সম্মান যোজনা, বয়স্কদের জন্য সঞ্জীবনী যোজনা। এই প্রকল্পে মহিলাদের এক হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। নির্বাচনে ক্ষমতায় এলে টাকার অঙ্ক বা।য়ে করা হবে ২১০০ টাকা। এছাড়াও সঞ্জীবনী যোজনার মাধ্যমে ৬০ বছরের উর্ধ্বে নাগরিকরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। এই দুই প্রকল্পের নাম নথিভুক্ত করতেও বাংলার পথে হেঁটে দুয়ারে সরকার শুরু করতে চলেছে দিল্লির আপ সরকার। এ প্রসঙ্গে রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দিয়ে আপ প্রধান কেজরিওয়াল জানান, ' দিল্লির মানুষের স্বার্থে আমরা দুটি বিরাট প্রকল্পের ঘোষণা করেছি। যেগুলি হল মহিলা সম্মান ও সঞ্জীবনী যোজনা। আগামিকাল থেকে এই দুই প্রকল্পের জন্য নাম নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হবে। তবে নাম নথিভুক্ত করতে আপনাদের অফিসে যেতে হবে না। সরকারি কর্মীরাই আপনাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাম নথিভুক্ত করবে। তবে নাম নথিভুক্ত করতে দিল্লির ভোটার কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক।'উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলায় দুয়ারে সরকার প্রকল্প চালু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সরকারের তরফে ক্যাম্প বসিয়ে সমস্ত রকম সরকারি সুবিধা দেওয়া হয় সাধারণ মানুষকে। সরকারি দপ্তরে মানুষকে যাতে হেনস্থার শিকার হতে না হয় সে কথা মাথায় রেখেই আনা হয়েছিল প্রকল্প। রাজ্যে প্রকল্পটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই হিসেবে পরিচিত অরবিন্দ কেজরিওয়ালও এবার দিল্লিতে চালু করতে চলেছেন দুয়ারে সরকার। শুধু তাই নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত প্রকল্প গুলোই একে একে অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লিতে চালু করবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

জেহাদির হদিশ বাংলায়! ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার কাশ্মীরি জঙ্গি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ বাংলায় জেহাদির হদিশ! মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার পর এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার ভিন রাজ্যের সন্দেহভাজন জঙ্গি। জম্মু-কাশ্মীর ও রাজ্য পুলিশের এসটিএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে শ্রীনগরের বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে। আজ, রবিবার তাকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে। ধৃতের নাম জাভেদ মুন্সি। আদপে শ্রীনগরের বাসিন্দা। সে তেহরিক-উল-মুজাহিদিনের সদস্য বলে খবর। জাভেদ ক্যানিং হাসপাতালের মোড়ে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। শনিবার রাতে জম্মু কাশ্মীর পুলিশ, রাজ্য পুলিশের এসটিএফ এবং ক্যানিং থানার পুলিশ অভিযান চালিয়য়ে সেখান থেকে জাভেদরে গ্রেপ্তার করে। সূত্রের খবর, নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তারি। কোন সূত্রে তার হদিশ মিলেছে তা এখনও অজানা। জাভেদ বাংলায় বসে কোনও নাশকতার ছক কষছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি কাশ্মীর থেকে কোনও নাশকতামূলক কার্যকলাপ করে বাংলায় আত্মগোপন করেছিল কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অসম পুলিশ অভিযান চালিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে দুই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে। যারা ইসলামিক স্টেট জেহাদি গোষ্ঠীর মতাদর্শে বিশ্বাসী আনসারুল্লা বাংলা টিমের সদস্য। বাংলায় বসেই বাংলায় জেহাদের ছক কষছিল তারা। বারবার ভিনরাজ্যের পুলিশ যেভাবে বাংলায় অভিযান চালিয়ে একের পর এক জেহাদিকে গ্রেপ্তার করছে, তাতে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মেট্রো তো হল, এবার গঙ্গার নিচ দিয়ে যাবে ট্রাক-বাস-ট্যাক্সি! সলতে পাকানো শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২২ ডিসেম্বর ঃ দেশের মধ্যে প্রথম জলের নিচ দিয়ে ছুটছে মেট্রো। তাও আবার কলকাতাতে। কিছুদিন আগেই মহাসমারোহে চালু হয়ে গিয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। তবে এবার শুধু আর মেট্রো নয়, চলবে অন্যান্য যানবাহনও। শুনতে অবাক লাগলেও সেই কাজের সলতে পাকানো ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সোজা কথায় কলকাতার রাস্তায় যানবাহনের চাপ কমাতে এবার গঙ্গার নিয়ে বিকল্প পথ খোঁজা হচ্ছে। বিশালাকার টানেল তৈরি করতে চাইছে সরকার। সূত্রের খবর, এই কাজের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্যের পরিবহণ দফতর, কলকাতা পৌরসভা, কলকাতা পুলিশের সহযোগিতা চাইছে কেঃদ্র। কথা বলা হয়েছে পুরমন্ত্রীর সঙ্গে। সূত্রের খবর, সালকিয়া থেকে কলকাতা বন্দর পর্যন্ত হবে এই সুড়ঙ্গ পথ। যেখান দিয়ে মূলত ভারী পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে পার করানো হবে বলে খবর। কীভাবে, কোন প্রক্রিয়া, কোন ছকে তৈরি হবে এই টানেল তার কাজও ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে খবর। চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সূত্রের খবর, ২০৩০ সালের মধ্যেই কাজ শেষের লক্ষ মাত্রা নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি কাজ শেষ হয়ে যায় তাহলে আর মাত্র বছর পাঁচেকের মধ্যে হাওড়া ও কলকাতার বড় অংশে ট্র্যাফিকের চাপ অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলা ও বিহারে আর্সেনিকের প্রভাব সবচেয়ে বেশি,রিপোর্ট পেশ কেন্দ্রের

ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার

২২ ডিসেম্বর ঃ আর্সেনিকের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার। দুই রাজ্যের উদ্বেগ বাড়িয়ে পরিবেশ আদালতে চাঞ্চল্যকর এমনই রিপোর্ট পেশ করল কেন্দ্র। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ভূগর্ভস্থ জলের মাধ্যমে চাষের জমিতে প্রবেশ করে আর্সেনিক। যা ফসলের সঙ্গে মিশে ডেকে আনতে পারে বিপদ। আর্সেনিক দূষণের প্রভাব নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। যেখানে দাবি করা হয়, ভূগর্ভস্থ জলে থাকা আর্সেনিক ফসলের সঙ্গে মিশে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। মূলত চালে আর্সেনিকের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। কারণ ধান চাষে সবচেয়ে জলের প্রয়োজন হয়। এবং এই জলের বেশিরভাগটাই ভূগর্ভস্থ জল। এই বিষয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চেয়েছিল আদালত। এর প্রেক্ষিতে আইসিএআর-এর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কৃষি মন্ত্রকের তরফে আদালতে রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্র। সেখানেই দাবি করা হয়, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ভূগর্ভস্থ জলে রয়েছে সবচেয়ে বেশি আর্সেনিক। সেই জল কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য আর্সেনিক মাটিতে প্রবেশ করছে, সেখান থেকে খাদ্যে। কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, চালের মধ্যে আর্সেনিকের মাত্রা সবচেয়ে বেশি হওয়া একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ চাল এমন এক শস্য যা চাষ করতে সবচেয়ে বেশি জলের প্রয়োজন হয়। যেখানে আর্সেনিকের মাত্রা বেশি সেখানে ফলানো চালে আর্সেনিক থাকতে পারে। কীভাবে আর্সেনিক ফসলে ছড়ায় তারও ব্যাখ্যা দিয়েছে

কেন্দ্র। জানানো হয়েছে, গাছের শিক।রে মাধ্যমে আর্সেনিক কান্ড হয়ে প্রবেশ করে পাতায়। ফলে শাক, আলু, মুলো, বিটের মতো ফসলে সবচেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যদিকে বেগুন, টমেটো, ঢ্যাঁ।সের মতো সবজিতে তুলনায় কিছু কম। কেন্দ্রের তরফে আর্সেনিকের মাত্রা কমানোরও উপায় বাতলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যেখানে আর্সেনিক রয়েছে সেখানে বেশি জলের প্রয়োজন প।ে এমন ফসলের তুলনায় কম জলের প্রয়োজন এমন ফসল চাষ করা উচিত। পাশাপাশি আর্সেনিক সহ্য করতে পারে এমন জাতের চাল চাষ করা যেতে পারে। শুষ্ক মরশুমে এমন এলাকায় লেবুজাতীয় ফসল চাষ করা উচিত। জৈবসার ও সিলিকেট সার ব্যবহার করে আর্সেনিক কমানো যায়। এছাড়া পুকুরে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে আর্সেনিকের প্রভাব কমানো যেতে পারে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাটিল সম্প্রতি রাজ্যসভায় জানিয়েছেন, দেশের ২৫টি রাজ্যের ২৩০টি জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু অঞ্চলে আর্সেনিক বেশি মাত্রায় রয়েছে। তালিকায় বাংলা, বিহারের পাশাপাশি রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, অসমের মতো রাজ্য। ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলার কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু অঞ্চলে বেশি মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে।

নয়াদিল্লিতে ১০১ রেল কর্মকর্তাকে ৬৯তম অতি বিশেষ রেল সেবা পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

২২ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ ভারত মণ্ডপম, নয়াদিল্লিতে ১০১ জন রেল কর্মকর্তাকে ৬৯ তম অতি বিশেষ রেল সেবা পুরস্কার এবং বিভিন্ন বিভাগে সেরা পারফরম্যান্সকারী জোনে ২২টি শিল্ড প্রদান করেছেন। অনুষ্ঠানে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও শ্রী সতীশ কুমার, রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যরা এবং বিভিন্ন রেলওয়ে জোন এবং প্রোডাকশন ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজারদের উপস্থিতিতে শোভা পাচ্ছে। পুরস্কার এবং শিল্ড প্রদানের পরে আগস্ট সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সমস্ত পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাদের ব্যতিক্রমী কাজ এবং প্রতিশ্রুতির জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি গত এক দশকে ভারতীয় রেলে অর্জিত পরিবর্তনমূলক অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। তিনি দ্রুত নির্মাণের গতি, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী রেল সংযোগের মতো প্রকল্পগুলি এবং মুলতুবি উত্তর-পূর্ব সংযোগ উদ্যোগগুলির উপর জোর দেন। ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্য নিয়ে বিদ্যুতায়নের প্রচেষ্টা বেড়েছে, যখন বন্দে ভারত, নমো ভারত, এবং মালবাহী করিডোরগুলির মতো প্রকল্পগুলি গতি পেয়েছে। কাভাচ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। শ্রী বৈষ্ণব স্টেশন পুনঃ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, আনুষঙ্গিক দুর্ঘটনায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস (৩৪৫ থেকে ৯০) এবং একটি দক্ষ নিয়োগ প্রক্রিয়া, অভিযোগ মুক্ত, ১.৫ লক্ষ পদ পূরণের কথা তুলে ধরেছেন। পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগগুলি বিরোধী নেতাদের প্রশংসা সহ প্রশংসা পেয়েছে এবং একটি নতুন সুপার অ্যাপ শীঘ্রই যাত্রীদের অভিজ্ঞতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত। শ্রী বৈষ্ণব অবকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং যাত্রীদের বিশ্বমানের অভিজ্ঞতা

প্রদানের জন্য নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, গুণমান এবং প্রশিক্ষণে তিনগুণ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি রক্ষণাবেক্ষণ উদ্ভাবনের উপর একটি উল্লেখযোগ্য ফোকাস ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে শিল্প সহযোগিতা, উন্নত পরিদর্শন ব্যবস্থা এবং কর্মকর্তা ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা। নিরাপত্তা একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার রয়ে গেছে, শূন্য লাইনচ্যুত অঞ্চলের মতো উদ্যোগগুলিকে শিল্ড এবং আর্থিক পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তিনি টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তির একীকরণ, নীতি সংস্কার এবং কাঠামোগত

পরিবর্তনের ওপর জোর দেন। রাষ্ট্র প্রথম, সদাইব প্রথম নীতির প্রতিফলন করে মন্ত্রী রেলওয়েকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরার জন্য অতুলনীয় টিমওয়ার্ক এবং নিরলস প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়েছেন, প্রত্যেক নাগরিককে, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিতদের দক্ষতা ও যত্ন সহকারে সেবা করার জন্য। তিনি আর্থিক পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন। চমৎকার SMQT এর মাধ্যমে রেলওয়ের কর্মসংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব আনার জন্য শিল্ড সহ (নিরাপদ, রক্ষণাবেক্ষণ, গুণমান এবং প্রশিক্ষণ) আগামী বছর থেকে অনুশীলন। তার স্বাগত ভাষণে, রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপারসন এবং সিইও, শ্রী সতীশ কুমার, ভারতের রেল যাত্রীদের বিশ্বমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সহ সাশ্রয়ী মূল্যের রেল পরিষেবা প্রদানের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেন। নয়া দিল্লির প্রগতি মণ্ডপে হিন্দিতে সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে, সিআরবি বলেছে যে গতি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার নীতির শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি আরো বলেন, যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বাড়াতে আমরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন করছি। নিরাপত্তার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি সতর্কতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য রেলওয়ের কর্মকর্তাদের প্রশংসা করেন। অমৃত ভারত স্টেশনের মতো প্রকল্পগুলি লিফট, এসকেলেটর এবং দিব্যাঙ্গজন-বান্ধব অবকাঠামো সহ বিশ্বমানের সুবিধা সহ স্টেশনগুলিকে রূপান্তরিত করছে। শ্রী কুমার রেলওয়ের মধ্যে অতুলনীয় টিমওয়ার্ককে স্বীকার করেছেন, এটিকে এর ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু বলে অভিহিত করেছেন এবং বড় আকারের প্রকল্পগুলি সম্পাদনে সত্যিকারের নেতৃত্বের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। সবাইকে একত্রে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে, তিনি রেলওয়ের আধুনিকীকরণ এবং নিরাপত্তার মিশনকে পুনরায় নিশ্চিত করেছেন যাতে ভবিষ্যতের মানদণ্ড নির্ধারণ করার সময় সমসাময়িক চাহিদা মেটাতে হয়। তিনি বলেন, রেলওয়ে নিরবচ্ছিন্ন গতি, আধুনিকীকরণ এবং ভারতের জনগণের সেবা করার জন্য একটি উৎসর্গের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব এবং অগ্রগতির প্রতীক। ভারতীয় রেল প্রতি বছর তার কর্মীদের ATI বিশেষ রেল পুরস্কার প্রদান করে। এই পুরস্কারগুলি দুটি বিভাগে দেওয়া হয়, ব্যক্তিগত পুরস্কার এবং সেইসাথে সেরা পারফরম্যান্সকারী রেলওয়ে অঞ্চলগুলিতে শিল্ডগুলি দেওয়া হয়। ভারতীয় রেলকে আরও দক্ষ, নিরাপদ, এবং যাত্রী-বান্ধব সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রেলওয়ের কর্মীদের উৎসর্গ, কঠোর পরিশ্রম এবং ব্যতিক্রমী অবদানকে স্বীকৃতি ও উদযাপন করার জন্য ব্যক্তিগত পুরস্কার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। ভারতীয় রেলের সামগ্রিক কর্মক্ষমতায় তাদের অসামান্য কৃতিত্ব এবং অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন বিভাগে শিল্ড পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আজ ৭১ হাজার জনকে নিয়োগপত্র দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরে ন্দ্র মোদী ৭১ হাজারেরও বেশি প্রাপকের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্যও রাখবেন। সারা দেশের ৪৫টি স্থানে এই রোজগার মেলা আয়োজিত হবে। কেঃদ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের চাকরির পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন। কর্মসংস্থান মেলা কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি পূরণের একটি পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ডাক বিভাগ, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ও আর্থিক পরিষেবা বিভাগ ও অন্যান্য দফতর ও মন্ত্রণালয়ে এই সব প্রার্থীদের নিয়োগ হবে।

বান্দিপোরায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ-সহ গ্রেফতার সন্ত্রাসবাদী

জম্মু, ২২ ডিসেম্বর ঃ শনিবার গভীর রাতে কাশ্মীরের বান্দিপোরার নাদিহাল এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের এক সহযোগীকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ-সহ গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, নাদিহালে পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ নাকাতল্লাশি চলাকালীন একজন ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে সেইসময় নিরাপত্তা বাহিনী তাকে ধরে ফেলে। জানা যাচ্ছে, শোযের ওয়াসিম আহমেদ মালিক নামে ওই ব্যক্তি বান্দিপোরার রামপুরার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে একটি পিস্তল, একটি হ্যান্ড গ্রেনেড ও ১৫টি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

দ্রুতগামী লোডারের ধাক্কায় নিহত তিন বাইকারোহী

রায়বরেলি, ২২ ডিসেম্বর ঃ শনিবার গভীর রাতে দ্রুতগামী একটি লোডারের সঙ্গে সংঘর্ষে বাইক আরোহী তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, একটি বাইকে করে এক দম্পতি ও আরও একজন মহিলা যাচ্ছিলেন। সামনে থেকে আসা একটি লোডার তাদের ধাক্কা দেয়। তাতে তিনজনেরই মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। ওই দুর্ঘটনার পর থেকে লোডার চালক পলাতক বলে জানা গেছে। জানা গেছে, উত্তর প্রদেশের গদাগঞ্জ থানা এলাকার লালগঞ্জ-উনছাহার সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

দিন পঞ্জিকা

৬ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজী ২২ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ৭ পৌষ, চান্দ্র ২২ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ৭ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ১ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈ ২২ পোইনু, আসাম ৬ পুহ, মুসলিম ২০-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী সূর্য উদয় সকাল ০৬১৫১৫ এবং অস্ত বিকাল ০৪৫৪৫৩। চন্দ্র উদয় রাত্রি ১১২৭২২(২২) এবং অস্ত সকাল ১১৪২৩৩(২৩)। কৃষ্ণ পক্ষ। তিথি সপ্তমী (ভদ্রা) বিকাল ঘ ০৩০৬১৮ দং ২২৭২৫ পর্যন্ত নক্ষত্র উত্তরফাল্গুনী কাল ঘ ০৯৫৪১০ দং ৯৫৫২.৫ পর্যন্ত পরে হস্তা করণ বব বিকাল ঘ ০৩০৬১৮ দং ২২৭২৫ পর্যন্ত পরে বালব শেষ রাত্রি ঘ ০৪০১৪৫ দং ৫৪২৪৫০ পর্যন্ত পরে কৌলব যোগ আয়ুস্মান রাত্রি ০৮৩৬৪৭ দং ৩৫৫৩৩৭.৫ পর্যন্ত পরে সৌভাগ্য অমৃতযোগ দিন ০৬৫৭৫৯ থেকে - ০৯০৫৫৪ পর্যন্ত, তারপর ১১৫৬৫৯ থেকে - ০২৪৭০৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭৩৫০৩ থেকে - ০৯২১৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২০১৫০ থেকে - ০১৪৮৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০২৪১৫৪ থেকে - ০৬১৫২০ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৩২৯৪১ থেকে - ০৪১২২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৩২৯৪১ থেকে - ০৪১২২০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৩৩৫১৬ থেকে - ০৪২৮৩৭ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১০১৫১২ থেকে - ১১৩৫০৯ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১১৩৫০৯ থেকে - ১২৫৫০৭ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০১১৫১২ থেকে - ০২৫৫১৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৮৭৪১৮ (১৯) ৩ পদ চন্দ্র ৫৭২৮৫৭ (১২) ৪ পদ, মঙ্গল ৩১০১২৭ (৮) ৩ পদ বুধ ৭১৩৫৮৫২ (১৭) ৪ পদ, বৃহস্পতি ১২১৩৩৮ (৪) ৪ পদ শুক্র ৯২২৪৩৫৮ (২২) ৪ পদ শনি ১০১৬৩৫২০ (২৪) ৩ পদ রাহু ১১১০৩৩৬ (২৬) ৩ পদ।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। । মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৭১ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮টায় রাত ১৩ টায়। সূর্য উদয় হবে ঃ ৫.৪৪ মিনিট এবং অস্ত ৬.২৪।

রাশিফল

মেষ-ঃ প্রতিবেশীর পারিবারিক ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না।

বৃষ-ঃ বয়স্কদের উচ্চ-রক্তচাপ ও শর্করাজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। জমিজমায় এখনই কোনও বড় বিনিয়োগ করবেন না।

মিথুন-ঃ সামাজিক ক্ষেত্রে সুফল লাভের আশা করা যায়। দ্বি-চক্রযানের চালকেরা অতি সাবধানে সপ্তাহটি অতিবাহিত করুন।

কর্কট-ঃদ্বিমুখী উপায়ে রোজগারের পথে চললেও অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য সপ্তাহের শেষের দিকে অর্থে টান পড়তে পারে।

সিংহ-ঃ ব্যবসায়ীরা শুল্ক-সংক্রান্ত সমস্যার মুখে পড়তে পারেন। বয়স্করা একটু সাবধানে থাকবেন।

কন্যা-ঃ ঘরে-বাইরে নিজের রাগ সংযত না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা। গুরুপাক ও উত্তেজক পানীয় খাওয়ার ফলে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তুলা-ঃ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ দলে বড় পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জ্বর বা সর্দিকাশিতে কষ্ট পেতে পারেন। সপ্তাহের শেষের দিকে শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না।

বৃশ্চিক-ঃ আমদানি, রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবসায় অভাবনীয় চাঞ্চল্য। নতুন ব্যবসা শুরু করার পক্ষে সময়টি শুভ।

ধনু-ঃ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা না করাই শ্রেয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে মিথ্যা অপবাদের আশঙ্কা।

মকর-ঃ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। পরীক্ষার ফল ভালো করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।

কুম্ভ-ঃ অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই কোষ্ঠী বিচার করে নেবেন।

মীন-ঃ বয়স্ক বাবা-মার একাকীত্বের জন্য কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে কাটাবার চেষ্টা করুন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজের সাফল্যের জন্য বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে।

রাজধানীর পাশাপাশি বাণিজ্যনগরীও আচ্ছন্ন ধোঁয়াশায়

মুম্বই, ২২ ডিসেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লির পর এবার ক্রমে খারাপের দিকে বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের বায়ুর মানও। বা।ছে দূষণ। দূষিত বাতাসেই নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে মুম্বইবাসীকে, যা কার্যত চিন্তা বাড়াচ্ছে। রবিবার সকালে কুয়াশার চাদরে ঢাকলো মুম্বই। এদিন সকাল থেকেই কুয়াশার ঘনঘটা এই শহরজুড়ে। কুয়াশার দাপটে একপ্রকার ঝাপসা হয়ে যায় শহরের একাধিক এলাকা। যার জেরে সকাল থেকেই কিছুটা শ্লথ যান চলাচল। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিস্কার হতে থাকে। জানা গেছে, মুম্বইয়ের বাতাসের গুণমান মান ১৭৬। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, বাতাসের গুণগত মানের সূচক যদি শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকে তা হলে তা ভাল পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। ৫১-১০০ সন্তোষজনক, ১০১-২০০ সামান্য খারাপ, ২০১-৩০০ খারাপ, ৩০১-৪০০ খুব খারাপ, ৪০১-৫০০ অতি ভয়ানক।

গণিতবিদ রামানুজনকে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ২২ ডিসেম্বরঃ জাতীয় গণিত দিবসের দিন প্রয়াত ভারতীয় মহান গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্মবার্ষিকী। ২০১২ সালে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের এই দিনটিকে জাতীয় গণিত দিবস হিসেবে পালিত হবে বলে জানিয়েছিলেন। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে প্রতি বছর ২২ ডিসেম্বর জাতীয় গণিত দিবস হিসেবে পালিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, শ্রদ্ধেয় গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের অবদান আগামী প্রজন্মকে নিজের জীবনে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। ভারত বৈদিক যুগ থেকেই বিশ্বে শিক্ষার আলো প্রজ্বলন করে আসছে। বিখ্যাত গণিতবিশারদ রামানুজন শুধু ভারতীয় গণিতবিদ নয় তিনি তাঁর জ্ঞানের সাথে গোটা বিশ্বকে পরিচয় করিয়ে গণিত বিদ্যাকে পরিমার্জিত করেছেন।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বারাণসী বিভাগের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার রেলওয়ে পরিষেবা পুরস্কারে সম্মানিত

গোরখপুর, ২২ ডিসেম্বরঃ ভারত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের চার কর্মকর্তাকর্মচারীর সাথে ভারত সরকারের মাননীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৪-এ নয়াদিল্লি। ভারতীয় রেলে অসাধারণ অবদানের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের মোট ১০১ জন নিবেদিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সম্মানজনক ৬৯তম আতি বিশেষ রেলওয়ে সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২৪-এ সম্মানিত করা হয়েছে। মাননীয় রেলমন্ত্রী যৌথভাবে গোবিন্দ বল্লভ পন্ত শিল্ড উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে এবং সেন্ট্রাল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিসেস সৌম্য মাথুর এবং অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব দীনেশ কুমার সিংকে সর্বক্ষেত্রে চমকার পারফরম্যান্সের জন্য প্রদান করেছেন। এছাড়াও তিনি জেনারেল ম্যানেজার, নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে, মিসেস সৌম্য মাথুর এবং প্রিন্সিপাল চিফ সেফটি অফিসার, মিঃ মুকেশ মেহরোত্রা এবং জেনারেল ম্যানেজার, মিসেস সৌম্য মাথুর এবং অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, মিঃ দীনেশকে রেল ম্যাদাদ শিল্ড প্রদান করেন। কুমার সিং রেল মাদাদ পোর্টালের মাধ্যমে প্রাপ্ত যাত্রীদের অভিযোগের দ্রুত নিস্পত্তির জন্য। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বারাণসী বিভাগের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার মিঃ এস, খুব বিশেষ রেলওয়ে পরিষেবা পুরস্কারে সম্মানিত। এস. রহমানের বিশেষ প্রচেষ্টার কারণে বারাণসী বোর্ড রুপি

সংগ্রহ করেছে। ১৩.৮২ কোটি টাকা, বিজ্ঞাপন আইটেম থেকে. ১.৫২ কোটি টাকা এবং ক্যাটারিং থেকে ৫.৫ কোটি টাকা আয় রেকর্ড করেছে। সিনিয়র কোচিং ডিপো অফিসার, গোরখপুর শ্রী বলরাম কোচিং ডিপো, গোরখপুরে RDSO নিযুক্ত করেছেন। পরিবর্তনগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, চাকার শেলিং ৩০ শতাংশ এবং স্প্রিং ব্রেকেজ ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আপনি ৫৭০ টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচে ফায়ার স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম ইনস্টল করেছেন, যা খরচ ২ কোটি টাকা কমিয়েছে। জ্ঞানপুর রোড স্টেশনের টেকনিশিয়ান-... পরিদর্শক পদে কর্মরত শ্রী মিঠুন কুমার তার মেয়াদে ১০০ শতাংশ ফিল্ড গিয়ার বজায় রেখে অসাধারণ নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। শ্রী প্রিন্স কুমার কনৌজিয়া, হরদতপুর রেলওয়ে স্টেশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে কর্মরত, বিভাগীয় নিরাপত্তা নিয়ম এবং পদ্ধতি সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন। আপনি একজন সুশৃঙ্খল কর্মচারী এবং একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা পদ্ধতি আছে। রেল মাদাদ পোর্টাল থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের দ্রুত নিস্পত্তির জন্য উত্তর-পূর্ব রেল রেল মাদাদ শিল্ড পেয়েছে। অভিযোগকারীরা অভিযোগের গুণগত মানের নিস্পত্তিতে চমৎকার প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ভালো নিরাপত্তা রেকর্ড এবং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, নিরাপত্তা শিল্ড প্রদান করা হয়। গোবিন্দ বল্লভ পন্ত শিল্ড উত্তর-পূর্ব রেলওয়েকে সমস্ত ক্ষেত্রে চমকার পারফরম্যান্সের জন্য ভূষিত করা হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব রেলের এই সাফল্যে সমগ্র উত্তর-পূর্ব রেল পরিবার গর্বিত।

ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে আগুন, ব্রাজিলে জ্বলন্ত গাড়িতে পুড়ে মৃত ২২

২২ ডিসেম্বর ঃ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা দক্ষিন আফ্রিকার দেশ ব্রাজিলে। শনিবার দক্ষিন ব্রাজিলের মিনাস গেরাইসে অঞ্চলে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুন লাগল বাসে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২২ জনের। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও ১৩ জন। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ।

আন্তর্জাতিক সূত্রের খবর, সাও পাওলো থেকে ৪৫ জন যাত্রী নিয়ে এদিন রওনা দিয়েছিল বাসটি। হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় মিনাস গেরাইসে এলাকায় হঠাৎ বাসটির টায়ার ফেটে যায়। যার জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে উলটো দিক থেকে আসা একটি গা।কে ধাক্কা মারে বাসটি। এর পর ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে সেটির। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায় বাসে। দুর্ঘটনার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২২ জনের। প্রথমে যে গাড়িটির সঙ্গে বাসটির সংঘর্ষ হয় সেই গাড়িতে থাকা তিন জন গুরুতর জখম হয়েছেন। এছা।াও বাসে থাকা বাকি যাত্রীরাও আহত হয়েছেন। সব মিলিয়ে আহতের সংখ্যা ১৩। দুর্ঘটনার খবর দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেড। জ্বলন্ত বাসের আগুন নিভিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী তেওফিলো ওটিনি শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকলের দাবি, বাসের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের জেরে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি আহত যাত্রীরা। যার জেরে হতাহতের পরিমাণ বা।ে। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বা।তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

তারকেশ্বরের চাঁদুর বন্ধু মিলন কল্যাণ কমিটি সংঘের ১৪ তম ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি, ২২ ডিসেম্বর ঃ কাজের সন্ধানে লক্ষ লক্ষ মহিলার ভিড় তারকেশ্বরে! রবিবার তারকেশ্বরের চাঁদুর বন্ধু মিলন কল্যাণ কমিটি সংঘের ১৪ তম ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ মহিলার সমাগম হয় তারকেশ্বরের সাহাপুর ফুটবল ময়দানে।শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় পড়শী রাজ্য থেকেও দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন হাজার হাজার মহিলা। রবিবার ২২ শে ডিসেম্বর ছিল তারকেশ্বরের চাঁদুর বন্ধু মিলন কল্যাণ কমিটি সংঘের ১৪ তম ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা দিবস।পালিত হয় সাহাপুর ফুটবল ময়দানে।উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাঁদুর বন্ধু মিলন সংঘের কর্ম কর্তারা।সেই অনুষ্ঠানেই যোগ দেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মহিলা। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই মহিলাদের ভিড়ে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা তারকেশ্বর শহর,সকাল থেকেই তারকেশ্বর বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশনে ছিল শুধুই মহিলাদের ভিড়।যেমন এরাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকেই এসেছিলেন লক্ষ লক্ষ মহিলা তেমনি পা।শী রাজ্য ঝাড়খন্ড, বিহার উড়িষ্যা থেকেও হাজার হাজার মহিলা যোগ দেন উক্ত অনুষ্ঠানে।অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ মহিলাদের ভিড় দেখে হকচকিয়ে যান তারকেশ্বরের মানুষ।সবার মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন এত মহিলাদের সমাগম কেন ?

অন্যদিকে তারকেশ্বর শহরে যান নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশ কর্মীদের। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তারকেশ্বরের সাহাপুর ফুটবল ময়দানে। ময়দানে গিয়ে দেখা গেল মহিলাদের ভিড়ের কারণে তিল ধারানোর জায়গা ছিল না মাঠে। যদিও ব্যাপার টা কি তা খোলসা করলেন তারকেশ্বরের চাঁদুর বন্ধু মিলন কল্যাণ কমিটি সংঘের প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার বাবলু সামন্ত ও তার স্ত্রী শম্পা সামন্ত।বাবলু সামন্ত বলেন ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে বিগত কয়েক বছর ধরে।বাড়ি থেকেই বিভিন্ন ধরণের কাজ করে মহিলাদের বাড়তি আয়ের পথ খুলে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে।শুকনো খাবার থেকে মশলা যেমন কাজু, কিসমিস,পোস্ত সহ অন্যান্ন দ্রব্য সামগ্রী বাড়ি থেকে প্যাকেজিং করে আয় করছেন মহিলারা।রবিবার যে সব মহিলারা এসেছেন তাদের মধ্যে সত্তর শতাংশ মহিলা কাজের সাথে যুক্ত বাকিরা কাজের বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে আসেন। আগামী দিনে প্রতিটি বাড়ির মহিলা যাতে বাড়তি আয়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বনির্ভর করে সেই দিকেই লক্ষ থাকবে তাদের।

বড়দিন মানেই জলপাইগুড়িবাসীর কাছে সেন্ট মাইকেল এন্ড অল এঞ্জেলস চার্চ

১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চার্চটি ইংরেজদের হাতে তৈরি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর ঃ সামনেই বড়দিন। আর বড়দিন মানেই জলপাইগুড়িবাসীর কাছে সেন্ট মাইকেল এন্ড অল এঞ্জেলস চার্চ। প্রত্যেক বছর বড়দিনের আগে সেজে ওঠে এই চার্চ। আজও তার জানালায় রোদের তাপ পড়লেই ইংরেজ আমলের স্মৃতিগুলো ভেসে উঠে, মনে হয় যেন অতীতের চিহ্নেরা নিজেদের গল্প বলছে। ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই চার্চটি ইংরেজদের হাতে তৈরি, এবং এর মধ্যে রয়েছে দেড়শ বছরের পুরনো এক ঘন্টা, যা এখনও নিয়মিত বেজে চলে। এই ঘন্টা, যে কিনা একসময় ইংল্যান্ডে তৈরি হয়েছিল, আজও জলপাইগুড়ির আকাশে তার শব্দ ছড়াচ্ছে। চার্চের কাঁচের মধ্যে সাজানো নকশাগুলিও এক ধরনের ইতিহাসের সাক্ষী। সূর্যের আলো পড়লেই কাচের মধ্যে ফুটে ওঠে যিশু খ্রীষ্টের ছবি এবং ইংরেজদের বিভিন্ন রানীর ছবি, যা আগের দিনের শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির এক অনবদ্য নিদর্শন। তবে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই স্মৃতি সৌধগুলো কিছুটা অবহেলিত। চার্চের আশেপাশে

রয়েছে বহু ইংরেজ চা বণিকের সমাধি, যাদের নাম আজও ইতিহাসে লেখা রয়েছে। এই সমাধিগুলোর উপর শ্যাওলা জমে গেছে, আর কিছু সমাধির ফলক যতটা সম্ভব তুলে সংরক্ষণ করা হয়েছে চার্চ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। ১৮৭৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, টি প্ল্যান্টার্স ওয়াল্টার আলেকজান্ডার জন থমসনের স্ত্রী শার্লি থমসন মারা যান, তাঁর সমাধি এখানে রয়েছে। যদিও এই স্মৃতিগুলো অতীতের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ঐতিহাসিক এই স্মৃতিচিহ্ন গুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। এমনটাই বক্তব্য জলপাইগুড়িবাসী সহ বিশিষ্ট মহলের একাংশের। ইংরেজ চা বণিকদের ইতিহাস এবং চার্চ প্রতিষ্ঠাতাদের স্মৃতির মূল্যায়ন এবং সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি, যাতে আগামী প্রজন্মও এই ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে।

২৬ জানুয়ারি উদ্বোধন স্যাটেলাইট প্ল্যাটফর্ম, মিডিয়া ফোরামের মঞ্চে ঘোষণা আহ্বায়কের

শান্তিনিকেতন,২২ ডিসেম্বরঃ ছাব্বিশ জানুয়ারি উদ্বোধন হবে স্যাটেলাইট প্ল্যাটফর্ম, মিডিয়া ফোরামের মঞ্চে ঘোষণা করলেন আহ্বায়ক মলয় পীট। তিনি বলেন, একটি স্লটে গণমাধ্যমের পোর্টালগুলো তাদের খবর সম্প্রচারের সুযোগ পাবেন। শুধু তাই নয়, নিজের ভিউয়ার্স যেমন বাড়বে, বিজ্ঞাপনের একটা পথ পাওয়া যাবে। গঠন মূলক খবর করে সামাজিক দায়বদ্ধতা রাখতে পারবে সাংবাদিক কুল। এদিন ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের সিটি অফিসের উদ্বোধন হয় এদিন বোলপুরে। মলয়বাবু বলেন, বাড়ির ছোট ছেলেটি নেগেটিভ খবর দেখতে দেখতে জীবনে পজিটিভ ভাইভ হারিয়ে ফেলতে পারে। সেই ভাবনা থেকে পজিটিভ বার্তা আমি গড়ে তুলি। সমাজের কল্যাণে ভালো কাজ করতে গেলে টাকার অভাব হয় না। ভালো কাজ করার জন্য মানুষ টাকার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু টাকা নেওয়ার লোক নেই। যারা টাকা দেবে তারা জানে কারা কাজের লোক। মলয়বাবু আরও বলেন, সাংবাদিক বন্ধুরা এতদিন নিজের চ্যানেলের জন্য খবর করেছেন। এবার বলবো আপনারা নিজেদের জন্য খবর করুন। প্রত্যেকের হাতে ক্যামেরা আছে, এবার আপনাদের নিজেদের জন্য খবর করতে বলবো। এক সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম ক্রমশই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বহ সাংবাদিক রবিবার শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কনফারেন্স হলে জমায়েত হন। উপস্থিত ছিলেন প্রাইভেট নার্সিংহোম এবং মেডিক্যাল হসপিট্যালের পদাধিকারী ছাড়াও অল ইণ্ডিয়া ইমাম এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহম্মদ বাকি বিল্লাহ মোল্যা সহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ। সাংবাদিকগণ তাঁদের তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য দিয়ে মানুষের কাছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্যই হুগলিতে হারতে হয়েছে লকেটকে, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ মিঠুন চক্রবর্তীর

বনস্পতি দে, হুগলি,২২ ডিসেম্বরঃ বঙ্গ বিজেপিতে ফের প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্যই হুগলিতে হারতে হয়েছে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর। দলের মধ্যে এ ধরনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অত্যন্ত দুঃখজনক, মন্তব্য মিঠুনের। বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে পান্ডুয়ায় এসেছিলেন মিঠুন। যোগ দিয়েছিলেন একটি বৈঠকে। সেখানেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেন গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে। একইসঙ্গে সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়াতেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিঠুন বলেন, ''কিছু কিছু বিধানসভায় লকেট ভোট পায়নি। অল্প ভোটে হারতে হয়েছে। এর কারণ অবশ্যই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কয়েকজনের মধ্যে এই সমস্যা জন্য এই অবস্থা।

এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। মিঠুনের এ মন্তব্য নিয়েই এখন তুমুল শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে। খোঁচা দিতে শুরু করেছে তৃণমূলও। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় বিজেপির বেঁধে দেওয়া সদস্য সংগ্রহের টার্গেট পূরণে ভালই বেগ পেতে হচ্ছে বঙ্গ বিজেপির নেতাদের। এখনও ওঠেনি পাশ মার্কস। যা নিয়ে দলের অন্দরে চাপানউতোর চলছেই। যদিও দেখার ৩১ ডিসেম্বরের ডেডলাইন পর্যন্ত জল কোনদিকে যায়। এদিন এ নিয়ে মুখ খুলতে দেখা যায় হুগলির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। লকেট বলেন, ''আস্তে আস্তে এগোচ্ছে প্রক্রিয়াটা। একটু ধীরে আছে যদিও। সবাইকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিন্তু, সবাইকে তো এগিয়ে আসতে হবে। তবে তাঁর নেপথ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিশেষ উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি তাঁকে। শুধু বলেন, ''ওটা দলের ভিতরের কথা। যদিও এলাকার বিজেপি নেতারা বলছেন, আমাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল না। হয়তো কেউ কাজ কমবেশি করেছে। কিন্তু গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল না।

রাখাইন নিয়ে সংকটে বাংলাদেশ

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ঃ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সাম্প্রতিক সহিংসতার পর গত কয়েক মাসে নতুন করে ৮০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড মুহাম্মদ ইউনূস। ২২ডিসেম্বর রবিবার মিসরের রাজধানী কায়রোতে মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ড. জাম্বরি আবদুল কাদিরের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ কথা জানান। ডি-৮ সম্মেলনে যোগ দিতে ড. ইউনূস এখন কায়রোতে অবস্থান করছেন। বৈঠকে তারা মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিদের নিয়োগ, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পর্ক সম্প্রসারণ, রোহিঙ্গা সংকট নিরসন এবং আসিয়ানে বাংলাদেশের যোগদানের সম্ভাবনাসহ দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। জাম্বরি আবদুল কাদির বলেন, আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছি। রাখাইন নিয়ে ভূ-রাজনৈতিক সংকটে বাংলাদেশবাংলাদেশের প্রতিবেশি দেশ মিয়ানমারের পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সম্প্রতি জান্তা বাহিনীকে হটিয়ে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সশস্ত্র সংগঠন আরাকান আর্মি। রাখাইন রাজ্যের ৮০ শতাংশ নিজেদের দখলে রয়েছে বলে দাবি করছে সংগঠনটি। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকগন ধারণা করছে শীগ্রই একটি স্বাধীন সর্বভৌম আরাকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা নিয়ে আসতে পারে আরাকান আর্মি। রাখাইনে আরাকান আর্মির এই ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ ওনতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাংলাদেশের জন্য বহুমাত্রিক ভূ-রাজনৈতিক সংকট তৈরি করতে পারে। এই ধরনের ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের ভূমিকা কেমন হবে তা এখন বড় প্রশ্ন।ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বাংলাদেশের সঙ্গে রাখাইন রাজ্যের সম্পর্ক অনেক পুরোনো। ১৯৮৪ সালে বার্মিজ রাজাদের অধীনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বর্তমান রাখাইন আরাকান নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিলো। বর্তমানে রাখাইনের জনসংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ যার প্রায়৬০ শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মাম্বলী ও৩৫ শতাংশ রোহিঙ্গা মুসলিম। মিয়ানমারের স্বাধীনতার পর থেকেই রাখাইনে সংঘাতপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। স্বাধীন আরাকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে বহুদিন ধরেই আন্দোলন করছে স্থানীয় জনগণ। তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন আরাকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সালের১০এপ্রিল রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড লীগ অফ আরাকানের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি যাত্রা শুরু করে। আরাকানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এই সংগঠনটি নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন নিয়ে বেশ কিছু বছর ধরে সরকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। ২০২১সালে জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণ অভ্যুত্থান ঘোষণা করলে আরাকান আর্মি থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের অংশ হিসেবে জান্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মূলত মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলের রাখাইন রাজ্যজুড়ে যুদ্ধ করছে আরাকান আর্মি। বাহিনীটিতে প্রায় ৩০থেকে ৩৮ হাজার যোদ্ধা রয়েছে বলে দাবি করেছে সংগঠনটি। গত ৮ ডিসেম্বর মংডু দখলের মাধ্যমে স্বাধীন সর্বভৌম আরাকান প্রতিষ্ঠার পথে আরো একধাপ এগিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। রাখাইন রাজ্যে তাদের এই নতুন দেশ প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশকে নতুন ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণে ফেলে দিয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক কখনোই সুখকর ছিলোনা। পাশাপাশি,বর্তমানে দুদেশের মধ্যকার বাণজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত সীমিত। এছাড়াও, স্পর্শকাতর রোহিঙ্গা ইস্যু,সমুদ্রসীমা বিরোধ,আকাশ সীমা লঙ্ঘন, বাংলাদেশের ভূখণ্ড নিজেদের বলে দাবি করা সহ আরো নানা ইস্যুতে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের অত্যন্ত শীতল সম্পর্ক বিরাজ করছে। এরই মাঝে বাংলাদেশের সীমান্তজুড়ে আরাকান আর্মির ক্ষমতা গ্রহন বাংলাদেশের জন্য বহুমুখী সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যার মধ্যে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হতে পারে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন। প্রায় ১২লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর ভারে নুয়ে আছে বাংলাদেশ। ইতোপূর্বে রাখাইনের রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে ২০১৭ সালেই মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেছিল বাংলাদেশ সরকার। কিন্তু নানা কারণে প্রত্যাবাসন শুরু করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান উদ্ভুত পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রায় অনিশ্চিত।

রাখাইন রাজ্যে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন হলে, এই সংকট আরো জটিল আকার ধারণ করবে। আরাকান আর্মি রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দিবে কিনা বা তাদের অবস্থান কি হবে, তা এখনো সুস্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে,রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আরাকান আর্মির জাতিগত বিরোধ রয়েছে। ইতোপূর্বে মানবাধিকার সংগঠনগুলো আরাকান আর্মির উপর রোহিঙ্গা গনহত্যায় যুক্ত থাকা ও রোহিঙ্গাদের ঘরবাড়ি লুটের অভিযোগ জানিয়েছে। এই অবস্থায় আরাকান আর্মি রাখাইনের ক্ষমতায় গেলে বর্তমানে রাখাইনে বসবাসরত ৩৫ শতাংশ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ কি হবে কিনা তা পরিষ্কার নয়। আরাকান আর্মি জান্তা বাহিনীর পথ অনুসরণ করে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালালে তা যে বাংলাদেশ সীমান্তে অতিরিক্ত রোহিঙ্গা শরনার্থীর চাপ সৃষ্টি করবে তা অনুমেয়। পাশাপাশি,এই পরিস্থিতি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন আরও কঠিন করে তুলবে।

অপহরণ নাবালিকা কন্যার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন মন্ত্রী

তনুজ জৈন, মালদা, ২২ ডিসেম্বরঃ অপহরণ থেকে উদ্ধার হওয়া সাত বছরের ব্যবসায়ী কন্যার বাড়িতে গিয়ে ওই নাবালিকা এবং তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী। সেখানে পরিবারের সামনেই তদন্ত নিয়ে সটান ফোন করলেন আইসিকে। দিলেন পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সালালপুর গ্রামের চুল ব্যবসায়ী শেখ রাজুর সাত বছরের নাবালিকা কন্যাকে বাড়ির সামনে থেকে ফিল্মি কায়দায় অপহরণ করা হয়। অপহরণের ছয় ঘণ্টার মধ্যে পার্শ্ববর্তী উত্তর দিনাজপুর জেলার টুনিদিঘী থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হয় দুই অপহরণকারী। যারা পার্শ্ববর্তী গাংনদিয়া এলাকার। জানা যায় অপহরণকারীরা ওই নাবালিকার বাবার বন্ধু। টাকার জন্য তারা অপহরণ করেছিল। যেদিন ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজিমুল হোসেন। নাবালিকার সঙ্গেও কথা বলেন। পরিবারকে অভয় দেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। নাবালিকার বাবা মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেন তদন্তে যাতে কোন ভাবে রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত না হয়।দোষীরা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পাই। এই বিষয়েও পরিবারকে আশ্বস্ত করেন বিধায়ক। তিনি সাথে সাথে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি কে ফোন করেন। বলেন যাতে তদন্ত একদম সঠিক ভাবে হয় এবং দোষীরা সাজা পায়। মন্ত্রীর আশ্বাসে আশ্বস্ত পরিবারের লোকেরাও।

শ্রুতি মঞ্জরীর উদ্যোগে কবিতাস্কোপ, প্রাপ্য অর্থ পাহাড়ের শিশুদের জন্য শীতপোশাকে

কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ কবিতার মাধ্যমেই থেরাপি। জড়তা কাটাতে অভিনব ফর্মুলায় সুফল। এতে হাতেনাতে ফলও মিলেছে এই দাবি মঞ্জরী রায়ের।

শ্রুতি মঞ্জরী নামে এক বাঙালিদের ঠিকানা। প্রধানত কবিতা পাঠ, শ্রুতি নাটক ও কন্ঠস্বরের এক প্রতিষ্ঠান নিজের হাতে গড়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি মুম্বইয়ের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে মালাড পশ্চিমেই থাকেন। মুম্বই শহর থেকে তাদের কাজ চলে। তাঁর সঙ্গী এই শহরের বাসিন্দা আপাতত মুম্বইয়ে বসবাস - অমিতাভ গিরি, পাপিয়া দাস, জয়দীপ রায়, স্বাতী ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ তাদের নাড়ির টান যেহেতু কলকাতায় সেইসূত্রে প্রতি বছরে দুইবার এ শহরে ফিরে আসেন তাদের সকলেই এবং এমনতর নানা আয়োজন বিভিন্ন সময়েই। এবছর কবিতাস্কোপ এর আয়োজন। অনলাইনে ক্লাস চলে। শতাধিক পড়ুয়াদের নিয়ে চলছে তাদের বিরাট কর্মযজ্ঞ বিদেশেও। সুদূর আমেরিকার বুকেও তাদের উপস্থিতি - ডালা, ফিলাডেলফিয়া, টেক্সাস, অস্টিন, মিচিগান, কানেক্টিকাট, ওটোয়া, কানাডা, রাশিয়া, বাংলা অস্ট্রেলিয়াতে পদচারণা। কলকাতার বুকে পঞ্চম উৎসব। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানিয়েছেন তিনি। পাঁচে - পা অর্থাৎ পায়ে পায়ে হেঁটে পাঁচ বছরে পদার্পণ এই প্রতিষ্ঠানের। দেশের বাইরে অর্থাৎ বিদেশেও রয়েছে একাধিক শাখা। কলামন্দিরে প্রথম পর্যায়ে মমতাশঙ্কর ট্রুপ এর উদ্যোগে নৃত্যনাট্য - অমৃতস্যা পুত্রাঃ। সাংস্কৃতিক পর্বে ছিল চিত্রকর্ম। রবিবার রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনেও তাদের উদ্যোগেই এদিন সন্ধ্যায় কবিতাস্কোপের আয়োজন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে সিটং ও মংপু এলাকায় দুই স্কুলের শীতের কামড় উপেক্ষা করে থাকে যে সমস্ত পড়ুয়ারা তাদের শীতের পোশাক তুলে দেওয়া হবে। নতুন যাত্রা শুভ হোক।

তিলোত্তমা কি বিচার পাবে না? বালিতে এসে প্রশ্ন তুললেন বাম নেত্রী

বালি, ২২ ডিসেম্বরঃ তিলোত্তমা কি বিচার পাবে না ? এই প্রশ্ন তুললেন বাম নেত্রী দীপ্সিতা ধর। রবিবার বালিতে এক দলীয় রক্তদান অনুষ্ঠানে এসে একথা বলেন ডিওয়াইএফআইয়ের সর্বভারতীয় নেত্রী দীপ্সিতা। তিনি বলেন, সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ভুরিভুরি অভিযোগ বা টালা থানার ওসির বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ উঠেছে। তবুও কোন জাদুবলে সিবিআই তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারল না ? এই ঘটনার পর মানুষের কোনও এজেন্সির উপরেই আর ভরসা থাকবে না। তিনি বলেন, এই ঘটনা তৃণমূল ও বিজেপির সেটিং তত্বকেই মান্যতা দিচ্ছে। এই সিবিআই শিক্ষা দুর্নীতি থেকে কোনও কিছুতেই অভিযুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করাতে পারছে না। সাধারণ মানুষের আস্থা হারাচ্ছে সিবিআই। বাংলাদেশ ইস্যুতে তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের উপর যেকোনও দেশেই আক্রমণ একটা ঘৃণ্য ঘটনা। ভারতে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ কিংবা বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ দুটোই ঘৃণ্য অপরাধ। যেকোনও দেশেই তারা এখন নিরাপদ বোধ করছে না। এটা অত্যন্ত অন্যায়। তাঁরা সব দেশেই নিরাপদ নাগরিক হিসেবে থাকুক এটাই আমরা চাই।

সত্তর হাজারে খুন, হুগলির কানাগড়ে যুবক খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ ডিসেম্বরঃ সত্তর হাজারে খুন! টাকা দিয়ে ভাড়া করা হয়েছিল খুনিদের। হুগলির কানাগড়ে যুবক খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে। গত বৃহস্পতিবার রাতে দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাগড়ের ভাঙা মসজিদ এলাকায় খুন হন রমেশ মুদালিয়া নামে এক যুবক। পরদিন ভোরে প্রাতঃভ্রমণ করতে বেরিয়ে এক মহিলা দেখতে পান রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে একটি ফাঁকা জায়গায়। তারপর পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতের শরীরে একাধিক ক্ষতচিহ্ন ছিল। যুবকের সৎ মা নাগরানি মুদালিয়া চুঁচুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে চুঁচুড়া থানা ও চন্দননগর পুলিশের গোয়েন্দারা মৃত যুবকের স্ত্রী সারদা মুদালিয়া ওরফে ভারতী ও শাশুড়ি ইন্দ্রা স্বামীকে গ্রেফতার করে। চুঁচুড়া আদালতে পেশ করে দশ দিনে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, সারদার সঙ্গে ব্যান্ডেলের বিকাশ মেহালি নামে এক যুবকের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। যা নিয়ে রমেশ সারদার অশান্তি হয়। তাতে মদত ছিল যুবকের শাশুড়ির। তদন্তে পুলিশ আরও জানতে পারে, সারদা ও বিকাশ পরিকল্পনা করে রমেশকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার। সেইমতো তিন জনকে তাঁরা ভাড়া করে ৭০ হাজার টাকা দিয়ে। টাকা হাতে পাওয়ার পর প্ল্যান কার্যকর করার চেষ্টা চলে। একসঙ্গে বসে মদ্যপান করতে বসে দু'জন। নেশা হয়ে গেলে যুবককে চপার দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। চন্দননগর পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক মেনে নিতে পারছিলেন না রমেশ। তাই স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হত। প্রেমিকের সঙ্গে ছক করে স্বামীকেই শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন স্ত্রী। টাকা দিয়ে সুপারি কিলারও ভাড়া করেন। পুলিশ বিকাশ-সহ তিন ভাড়াটে খুনি পরীক্ষিত সোম ওরফে বাপি,অভিষেক রাজভর ওরফে আশিস, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ওরফে বাবুকে গ্রেফতার করে।

প্রাক্তন শিক্ষকদের সংবর্ধনা প্রদান জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২২ ডিসেম্বরঃ প্রাক্তন শিক্ষকদের সম্বর্ধনা প্রদান জয়নগরে। রবিবার জয়নগর রুপ অরুপ মঞ্চে জয়নগর ইনস্টিটিউশন স্কুল থেকে ১৯৭৪ সালে হায়ার সেকেন্ডারি ছাত্রদের পাসের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ওই ব্যাচের ছাত্রদের নিয়ে একটি পুনর্মিলন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এদিনের অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ওই সময়ে যাঁরা শিক্ষক ছিলেন তাঁদের সম্বর্ধনা প্রদান।

ওই সময়ের কেবলমাত্র ৮ জন শিক্ষক এখন জীবিত আছেন, তাঁরা হলেন - অজিত নস্কর, অজয় পাল, বিভুরঞ্জন মণ্ডল, দক্ষিণেশ্বর ভট্টাচার্য, কমল মিত্র, কমল বসু, মানিক দাস, সমর ব্যানার্জি। এঁরা প্রত্যেকেই এখন নবতিপর বা অশীতিপর। তাঁদের মধ্যে ৬ জন এদিন উপস্থিত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ২ জন আসতে পারেননি। এদিন এই সম্বর্ধনায় মানপত্র, স্মারক ও কিছু উপহার তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষকরা খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। নবতিপর কমল বসু এদিন বলেন, এতদিন পর এমন অনুষ্ঠান যে করা যায় তা আমাদের চিন্তাতীত। আবার তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমরা সবাই এই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক, তোমরা আয়োজকরাও প্রাক্তনী। এই অনুষ্ঠানটি স্কুলের কোন ও হলে করলে না কেন? তাহলে আমরা অবসরের এতদিন পরে এসে অন্তত স্কুলের একটু স্পর্শ নিয়ে যেতে পারতাম। এ ব্যাপারে এ দিনের অনুষ্ঠানের কনভেনার, অধ্যাপক তথা জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর ও এদিনের অনুষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ শংকর কুন্ডু বলেন,এই অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য নবগঠিত জয়নগর ইনস্টিটিউশন হায়ার সেকেন্ডারী ১৯৭৪র পক্ষ থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষকে স্কুলের একটি হল ব্যবহারের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের চিঠির কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি যা আমাদের বিস্মিত করেছে। তবু ও আমরা আমাদের মিলিত হওয়ার এই অনুষ্ঠানে সবাইকে একসাথে পেয়ে আপ্লুত। আগামী দিনে আরও বড় ধরনের অনুষ্ঠানের ইচ্ছে থাকলো। এ ব্যাপারে জয়নগর ইনস্টিটিউশনের স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে এদিন কোন মতামত পাওয়া যায়নি। এ দিনের অনুষ্ঠানে তিরিশ জন প্রাক্তন ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

যাঁদের মধ্যে কেউ অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, কেউ প্রভেসর,কেউ চিকিৎসক, কেউ আইনজীবি, কেউ ব্যবসায়ী সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ছিলেন।

এদিন এই উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়।

আজ খড়দহ শ্যামসুন্দর মন্দিরে রাজরাজেশ্বরী মায়ের আহ্বানে ধর্মসভা ও সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, শ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ সর্ব্বানন্দ অবধূত, স্বামী নির্গুণানন্দ জী, শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব জী সহ বিশিষ্ট সন্তগণ। উক্ত সভায় মা রাজরাজেশ্বরী সেবা সঙ্ঘ দ্বারা ওনাদের ধর্মরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়। মুরাল ভাই বলেন ধর্মসভার মাধ্যমে সর্ব ধর্মের সর্বভাবের একই মন্ত্র যেন সকলের মধ্যে প্রেরিত হয় এবং ভাতৃত্ব ভাব থাকে সেটাই আগামী দিনের উদ্দেশ্য।

ছবি-সুবল সাহা

১৮ লক্ষ টাকা সহ শালিমার থেকে ধৃত ১

শালিমার, ২২ ডিসেম্বরঃ প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা সহ শালিমার স্টেশন থেকে গ্রেফতার এক যাত্রী, টাকার উৎস জানতে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। হাওড়ার শালিমার স্টেশনে উদ্ধার হলো নগদ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। ঘটনায় ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায় ওই যাত্রীর ব্যাগ থেকে নগদ প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ধৃতের নাম বিনয় কুমার। বাড়ি বিহারে। রবিবার সকালে ডাউন পাটনা-শালিমার দুরন্ত এক্সপ্রেস শালিমার স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পর ওই যাত্রীকে দেখে রেল পুলিশের সন্দেহ হয়। তাঁর ব্যাগ পরীক্ষা করতেই দেখা যায় ব্যাগের ভিতরে থরে থরে সাজানো রয়েছে ৫০০ টাকার বান্ডিল। ব্যাগ থেকে উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ ১৭ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা বলে জানা গেছে।

দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো হাওড়ার ক্রিসমাস কার্নিভাল, আজ সোমবার কার্নিভালের সূচনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো হাওড়ার ক্রিসমাস কার্নিভাল। আজ সোমবার কার্নিভালের সূচনা। গত বছরের মতো এবারও হাওড়ার ডুমুরজলা ষষ্ঠী-নারায়ণ ইকো পার্কে হতে চলেছে ক্রিসমাস কার্নিভাল। তার আগে রবিবার বিকেলে কার্নিভালের চূড়ান্ত প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন হাওড়া ক্রিসমাস কার্নিভাল কমিটির চেয়ারম্যান সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ডা. সুজয় চক্রবর্তী। কমিটির তরফে এদিন একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তারা জানান, সোমবার বিকেল পাঁচটায় কার্নিভালের উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিধায়কেরা। ২৩ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই কার্নিভাল। গত বছরের তুলনায় এবার হাওড়া ক্রিসমাস কার্নিভালে স্টলের সংখ্যা বেশি থাকছে। এবার সোনাঝুড়ির হাট, সুন্দরবনের টেরাকোটা শিল্পীদের বিশেষ স্টল সহ মোট ৭৩ টি স্টল থাকছে কার্নিভালে। এছাড়া থাকছে ফুড কোর্ট, ম্যাজিক শো, শিশুদের খেলার জায়গা। প্রতিদিনই সন্ধ্যায় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে।

প্রতিদিনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সঙ্গীতে অংশ নেবেন বাংলার বিশিষ্ট শিল্পীরা। থাকবেন স্থানীয় শিল্পীরা এবং বিভিন্ন ব্যান্ড। সঙ্গীত পরিবেশন করবেন রাঘব চট্টোপাধ্যায়, মনোময় ভট্টাচার্য, সিধু, রূপঙ্কর বাগচী, লোপামুদ্রা মিত্রের মতো শিল্পীরা। প্রতিদিন বিকেল চারটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কার্নিভালে আসতে পারবেন সাধারণ মানুষ। প্রসঙ্গত, গতবছর এই ক্রিসমাস কার্নিভালের অনুষ্ঠানে গাড়ি পার্কিং ঘিরে বিস্তর অশান্তি হয়। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে হাওড়া ক্রিসমাস কার্নিভালের জন্য বিশেষ কমিটি তৈরি করা হয়। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার মেলায় প্রবেশ এবং গাড়ি পার্কিং পুরোপুরি বিনামূল্যে করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এবার পার্কিংয়ের দায়িত্ব সামলাবে পুলিশ প্রশাসন।

শ্রীশ্রীসারদা মায়ের ১৭২তম পুণ্য জন্মতিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো বেলুড় মঠে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বরঃ শ্রীশ্রীসারদা মায়ের ১৭২তম পুণ্য জন্মতিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো বেলুড় মঠে। এই উপলক্ষে রবিবার সকাল থেকেই মঠে প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটে। বেলুড় মঠের প্রথা অনুযায়ী মহাসমারোহে ভোর থেকেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি উৎসব পালন শুরু হয়। ভোরে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

এরপর বেদপাঠ, স্তবগান, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম ভজনের আয়োজন করা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে সকাল সাতটা থেকে বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সভামণ্ডপেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। বেলুড় মঠ সূত্রে জানা গেছে, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে এদিন শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে ভোর থেকে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, স্তবগান, ভজন, বিশেষ পূজা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সভামন্ডপে মাতৃসঙ্গীত, শ্রীশ্রীমায়ের কথাপাঠ, পদাবলী কীর্তন, গীতিনাট্য করুণাময়ী, বাউল গান, ভজন এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভার বিষয় ছিল শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী। এছাড়াও মা সারদা সদাব্রত ভবন থেকে এদিন উপস্থিত ভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও ভজনের আয়োজন করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৩ সংখ্যা, সোমবার ০৭ পৌষ, ১৪৩১

বিশ্ব পরিবেশ রক্ষায় মহাকাশ

পৃথিবীকে রক্ষা করার স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ব্যবসায়িক স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সারা পৃথিবীবাসীকে সতর্কতা সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে। কার্বনডাইঅক্সাইডের মাত্রা যাতে বেশি না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং ইউনেস্কো থেকে বলা হয়েছে তারা প্রতিটি রাষ্ট্রকে চলার নিয়ম বেঁধে দেবে। সেই নিয়ম ধরে চলতে হবে। নাহলে সেই দেশের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য দেশ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করবে। তার সঙ্গে কোনও সংযোগ রাখবে না অন্য রাষ্ট্রগুলো। আসলে এখানে ব্যক্তি রক্ষা পাওয়ার ব্যাপার নয়। সারা পৃথিবীটাকে রক্ষা করার ব্যাপার। ফলে সবাইকে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। কারণ হবে থেকে আগামি দিনে এই পৃথিবীটা কীভাবে রক্ষা পেতে পারে। তার ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এখন থেকে। না হলে একটি সময়ে দেখতে পাওয়া যাবে যে মহাকাশে এই পৃথিবীটা একেবারে ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর প্রলয় থেকে রক্ষা করতে হবে। মহাকাশে যে উপগ্রহ রয়েছে তারা কিন্তু বলতে শুরু করে দিয়েছে যে পৃথিবী পরিষ্কার করা শুরু হয়েছে। আগে মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীর যে ছবিগুলো ধরা পড়েছিল তাকে বেশ অস্পষ্টতার একটা ছাপ ছিল। কিন্তু আজকে পৃথিবীর ছবিগুলো বেশ স্পষ্ট হতে শুরু করে দিয়েছে। এইভাবে যদি পৃথিবীর পরিবেশটাকে পরিচ্ছন্ন করে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাহলে দূষণ অনেকখানি কমে যাবে এবং পৃথিবীর পরিবেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক হবে। এই মহাকাশ স্টেশনে যারা রয়েছেন তারা আগামী দিনে ফিরে পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় হয়েছে। মহাকাশ স্টেশনে তাদের গবেষণা শেষ হয়েছে। পরবর্তী গবেষণার কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বায়ু দূষণ যেখানে কম সেখানে এটা প্রবেশ করলেও তা কিন্তু বিস্তার লাভ করতে পারছে না। বায়ু দূষণ এখনই কমিয়ে ফেলতে হবে। আবহাওয়াকে পরিষ্কার করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কার্বন উৎপাদন কমানো। কলকারখানা বেশিক্ষণ চালু রাখা যাবে না। রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আকাশ পথে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ক্ষেপনাস্ত্র পরমাণু বোমা পরীক্ষা করা বন্ধ করতে হবে। সমতল ভূমিকে উর্বর করতে হবে। সবুজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সবুজ একেবারে ধ্বংস করা যাবে না। এর জন্য যত্রতত্র সভ্যতার বিস্তার করা চলবে না। সভ্যতা বিস্তারের ওপরে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানুষের কোনও কিছু লাভ করাটাকে কমাতে হবে। দূষণ তো কমছে না। বরং বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। চলছে রুশ ইউক্রেন। যুদ্ধ ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ এখনও থামেনি। ইসরায়েল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করেনি। ইউক্রেন রুশ আক্রমণ করাটা বন্ধ করেনি। ফলে বাতাস এবং পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ ক্ষেপনাস্ত্র প্রয়োগ হয়ে গিয়েছে। নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে বাতাস ভারি হতে শুরু করেছে। বাতাস ক্রমশ বিষাক্ত হওয়ার ফলে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে চিকিৎসক বিজ্ঞানীরা।

বিশ্ব কূটনীতিতে চিন মার্কিন

তাইওয়ান বলতে শুরু করেছে তারা চিনের অধীনে নয়। তারা একেবারে স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন দেশ। চিন বারবার তাদের ওপরে খবরদারি করতে চেষ্টা করছে। তাইওয়ান থেকে চিনা বিমানের ওপরে হামলা শুরু করে দিয়েছিল বেশ কয়েকটি বিমানকে আকাশ পথে ধ্বংস করে দিয়ে। তাতেও চিনের শিক্ষা হয়নি বলে তাইওয়ান মনে করছে। এদিকে চিন আমেরিকার সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সহযোগিতার রাস্তা একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু, মাদক দমন ও সামরিক ক্ষেত্রে আলোচনা। চিনকে বারবার ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। চিন আমেরিকার কোনও কথাকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করে চলেছিল। কিমও চিনের উস্কানিতে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করে চলেছে। রাশিয়াও এদিকে আমেরিকার নাকের ডগায় বসে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করছে। তারা ইউক্রেনের ওপরে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। মারিয়ুপোলের ওপরে রাশিয়া বারবার ক্ষেপনাস্ত্র আক্রমণ করেছে। এর ফলে শহরটি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এদিকে মার্কিন হুমকিকে উপেক্ষা করে তাইওয়ানের চারপাশে চিন সামরিক মহড়া করতে শুরু করেছে। চিন তাইওয়ানকে ভয় দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। তাইওয়ানকে তাক না করে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করছে চিন। এদিকে জাপান সম্পর্কে চিনের একটা অ্যালার্জি রয়েছে। চিন কোনও সময়ে জাপানকে একেবারে চটাতে চায় না সেটা পরিষ্কার। জাপান ভারতের বিরুদ্ধে চিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে জাপান ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জাপান এবং আমেরিকার শক্তি তার সঙ্গে রাশিয়ার শক্তি ভারতকে শক্তিশালী করে তুলেছে। সেই কারণে চিন ভারতের দিকে তাক করে কোনও ক্ষেপনাস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেনি। সীমান্তে চিন গুলি বর্ষণ করেনি। এদিকে পাকিস্তান আর ভারতের দিকে তাক করে কোনও গোলাগুলি বর্ষণ করতে সাহস পাচ্ছে না। জঙ্গি পাঠানো পাকিস্তান বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্তান নাক গলাতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস এখন নিজেকে বাঁচাতে পাকিস্তানের দিকে ঝুকে পড়েছে। পাকিস্তান তাদের আর্থিক ঋণ করার জন্য বাংলাদেশকে তাদের ব্যাপারে তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। চিন ভারত এখন সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে আগ্রহী হয়েছে সবাই। তার ফলে চিন সফর করছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। ভারত চিন মৈত্রির পথ খুলে গেলে সেটা হবে এশিয়ার সবচেয়ে নিরাপত্তার কারণ। এশিয়া দেশে অশান্তির বীজ বপন করে দেওয়ার চেষ্টা করছে যুদ্ধবাজরা। কিন্তু সেটা করতে পারছে ভারত চিন যুদ্ধ চাইছে না বলে। চিন এখন তাদের আগ্রাসন নীতি থেকে সরে আসতে শুরু করেছে। চিন সাগরে এখন প্রবেশাধিকার।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

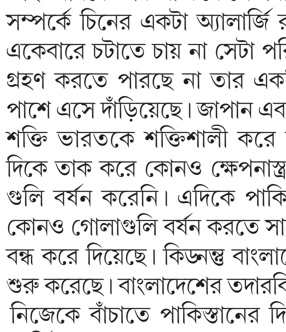

ঠাকুর বলতেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। সন্তানের সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি সন্তানদের রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করা সম্ভব। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে।

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মায়ের কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি প্রার্থনা করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেশের সেবা করতে হবে তবেই জীবন রক্ষা সম্ভব।

কলকাতার মেডিকেল কলেজের ছাত্র মহেন্দ্রলাল সরকার এলোপ্যাথী চিকিৎসক হয়ে রাজেন্দ্রলাল দত্তের হাত ধরে হলেন হোমিও চিকিৎসক

বিশেষ প্রতিবেদক

১৮৫৫ সালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের ফিফথ ইয়ারের ক্লাস নিচ্ছেন ডাক্তার আর্চার। পড়াতে পড়াতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন শিক্ষক আর্চার। ক্লাসের উপস্থিত ছাত্ররা কেউ উত্তর দিতে পারলো না। হঠাৎ একটি ছেলে তার উত্তর দিয়ে দিল ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়েই। ডাক্তার আর্চার অবাক হলেন। ছাত্রটিকে ডাকলেন ক্লাসে। জানতে পারা গেল ছেলেটি এই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। পাশের ডিসপেন্সারি থেকে ওষুধ নিতে এসেছেন আত্মীয়ের জন্য। ছেলেটিকি ক্লাসে বসিয়ে আরও বেশ কয়েকটি শক্ত শক্ত প্রশ্ন করতে শুরু করে দিলেন ডাক্তার আর্চার পরীক্ষা করার জন্য। অবাক কাণ্ড। ছাত্রটি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলেন। বিস্মিত হলেন ডাক্তার আর্চার এবং অন্যান্য অধাপকেরা। তাঁর খবর কলেজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। এরপর থেকে না। বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য তাঁর ডাক পড়তে শুরু করলো। তাঁর আসামান্য জ্ঞান এবং মেধার কথা ছড়িয়ে রড়তে শুরু করলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কী করে সে অতি অল্প সময়ে এতো জ্ঞান অর্জন করলেন? তার উত্তরে ছেলেটি বলেছিল তিনি নানা ধরনের উন্নতমানে ডাক্তারি বই পড়েন। সিলেবাসের বাইরেও তিনি ডাক্তারি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। গ্রীস, চিন, ইতালি, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থায় কী কী ব্যবহার করা হতো এবং রোগ নিরাময়ের জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো তা তিনি বই নিয়ে এসে রাতের বেলায় এক মনে পড়াশুনা করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি মানবদেহ নিয়ে চর্চাও করতেন। মানব দেহ নিয়ে যত বেশি চর্চা করা যাবে ততই রোগের জটিলতাকে দূর করা সম্ভব হবে। ১৮৩৩ সালে ২নভেম্বর হাওড়া জেলার পাইকপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এইবিস্ময়কর বালক যার নাম মহেন্দ্রলাল সরকার। পিতার নাম তারকনাথ সরকার এবং মাতার নাম অঘোরমণি। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি পিতাকে হারান। পিতাকে হারনোর মূল কারণ হচ্ছে রোগ। শিশু মহেন্দ্রলাল সরকার পিতাকে হারানোর দিন থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তিনি চিকিৎসক হবেন। সাধারণ মানুষের চিকিৎসক হবেন। এরপরে তিনি কলকাতায় মামার বাড়িতে চলে আসেন এবং ১৮৪০ সালে তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। কয়েক বছর তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং ১৮৫৪ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তখন মেডিকেল কলেজে শরীরবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পড়ানো হতো। সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি ছাত্রদের তিন ধরনের ডিগ্রি দেওয়া হতো। ১) মেডিসিন এবং সার্জারি লাইসেন্সিয়েট (এলএমএস), ২) মেডিসিন স্নাতক (এমডি) এবং ৩) মেডিসিনে ডক্টরেট (এমডি)। এলএমএস এবং এমবি-এর পাঠক্রম

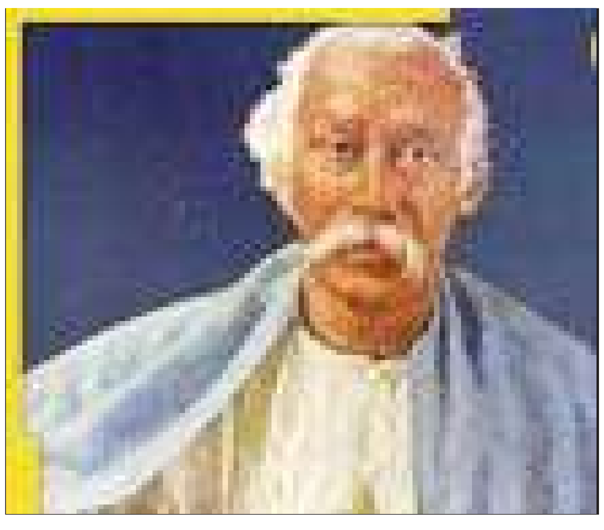

একই ছিল। যেসব ছাত্ররা এন্ট্রান্স পাশ করে ভর্তি হতো তারা এলএমএস ডিগ্রি লাভ করতেন। আর বিএ পাশ করে ভর্তি হলে তাদেরকে দেওয়া হতো এমবি ডিগ্রি। তারপরে বিশেষ পরীক্ষা করে এমডি ডিগ্রি দেওয়া হতো। মহেন্দ্রলাল সরকার দ্বিতীয় এমডি ছিলেন। প্রথম এমডি লাভ করেন চন্দ্রকুমার দে মহাশয়। কলকাতার বউবাজার অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার এবং চন্দ্র কুমার দে। প্র্যাকটিস শুরু করা কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সুনাম অর্জন করতে শুরু করেন। বিনা পয়সা রোগী দেখা শুরু করে দিয়েছিলেন চিকিৎসায় জীবিকা গ্রহণ করার সময়ে। গরিব রোগীদের কাছ থেকে তিনি টাকা নিতেন না। উল্টে তাদের ওষুধ কেনার পয়সা না থাকলে নিজের পকেট থেকে টাকা বের করে দিতেন ওষুধ কেনার জন্য। কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে তখন বহু ডাক্তাররা তাঁর কাছে রোগী পাঠাতেন। আবার বহু জটিল রোগ নিয়ে চিকিৎসকেরা তাঁর সঙ্গে আলোচনাও করতেন। শৈশব কালের দারিদ্রতা তাঁকে কঠিন করে তুলেছিল। যদিও তিনি ভিতরে ছিলেন একেবারে মাটির মানুষ। তাঁর পরবর্তী জীবন কালের দিকে তাকালে আমরা সবটা বুঝতে পারবো কেন তিনি কঠিনভাবে জীবনকে অতিবাহিত করতেন।

জীবনের প্রথম দিকে তিনি ইংরেজি শিক্ষাবিদের কাছ থেকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তিনি যুক্তিবাদী হয়ে উঠেন। সহজে তিনি কোনও ধর্মীয় নীতি বা সামাজিক রীতিনীতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতেন না যদি না তার মধ্যে সত্যের প্রকাশ না থাকে। ভারতীয় হওয়ার কারণে তিনি বারবার ইংরেজদের কাছ থেকে সহৃদয় ব্যবহার লাভ করেননি। যেন আচার্য জগদীশ বোস থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দকে লড়াই করতে হয়েছিল সাহেব শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে। দেখা গিয়েছে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গেলেও সাহেবদের তুলনায় ভারতীয়দের মাইনে খুবই কম ছিল। পদমর্যাদা ভারতীয়দের দেওয়া হতো না। চাকরি এবং পেশাগত দিক দিয়ে শুধু বঞ্চনা চলছিল তা নয়, অন্যান্য দিকের অবস্থা ছিল একই রকম। শিক্ষিত ভারতীয় ডাক্তারেরা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারছিল না। সম্ভবত এর প্রতিবাদে তিনি তাঁর ডাক্তারি ফি রেখেছিলেনঅন্যান্য ডাক্তারদের তুলনায় সর্বোচ্চ যা সাহেব ডাক্তারদের তুলনায় বেশি ছিল। ফলে সাহেব ডাক্তাররা তাঁর ওপরে কুপিত হয়েছিল। চিকিৎসা জীবন শুরু হওয়ার সময় থেকেই তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর অলক্ষ্যে হেসেছিলেন তখন। পরে দেখতে পাওয়া গেল তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার শুরু করে দিয়েছিলেন। এ্যালোপাথি চিকিৎসা ত্যাগ করেছেন। মরগ্যানের লেখা 'ফিলোজফি অব হোমিওপ্যাথি' বইটি রিভিউ করার জন্য পড়ে তার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। আরও ভালোভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বোঝার জন্য তিনি রাজেন্দ্রলাল দত্তের সঙ্গে দেখা করলেন। রাজেন্দ্রলাল দত্ত ছিলেন ভারতের 'ফাদার অব হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক'। ডাক্তার রাজেন্দ্রলা দত্তের হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি এবং নিজেও বেশ কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তৈরি করে বুঝতে পারলেন এই চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত। এরপরেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে এলোপ্যাথি ত্যাগ করবেন। নিজেকে একেবারে হোমিও চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করবেন। অ্যালোপাথি চিকিৎসক হিসাবে তিনি যখন খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান করছেন তখন স্বার্থ ত্যাগ করে হোমিও প্যাথিতে আত্মনিয়োগ করাটা খুবই কঠিন কাজ ছিল। ১৮৬৭ সালে তিনি ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনে চতুর্থ বছরের সভায় তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন। তার ফলে তাঁকে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসিয়েশন থেকে বহিস্কার করা হলো। ডাক্তার সরকার একে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েননি। তিনি ১৮৬৮ সালে নিজের সম্পাদনায় একটি মেডিকেল পত্রিকা প্রকাশ করলেন নাম ছিল 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন'। সেখানে তিনি হোমিওপ্যাথি প্রসারের কথা লিখলেন। অ্যালোপাথি চিকিৎসায় যেমন রকম সুনাম অর্জন করে ছিলেন দেখতে পাওয়া গেল কিছু দনের মধ্যে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রসার লাভ করতে শুরু করেছেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা ভোলার নয়। ডাক্তার সরকার যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত মনে তখনকার সময়ের সাধারণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও চিন্তাবিমুখতা খুবই পীড়া দিত। ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞান চর্চার ওপরে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা থাকলেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউরোপের বিজ্ঞান আয়ত্ত লাভ না করতে পারলে ভারতের মুক্তি নেই। সাধারণ মানুষের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি এবং যুক্তিবাদী মনকে তৈরি করা ব্যাপারে ব্রিটিশ রাজশক্তি ছিল উদাসীন। তারা নিজেদের স্বার্থে গুটি কয়েক সংস্থা স্থাপন করেছে। তার মধ্যে রয়েছে সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, জিওলজিক্যাল সার্ভে প্রভৃতি। সেখানে বিজ্ঞান চর্চার কাজ হতো অতি সামান্য। তাও আবার মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খুব কমই ভারতীয় সেখানে কাজ করার সুবিধা পেতো। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান গবেষণার করা কোনও সুযোগ তখন ছিল না। ১৮৬৯ সালে মহেন্দ্রলাল সরকার 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' একটি প্রবন্ধ রচনা করলেন। সেখানে তিনি লিখলেন-' লণ্ডনে রয়্যাল ইন্সটিটিউশন' ও ' ব্রিটিশ অ্যাসো সিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স' -এর উদ্দেশ্য ও নীতি অনুসরণ করে তৈরি করতে হবে এই সভা। যে প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুমোদন ছাড়া স্বদেশি মানুষ জনদের দানে গড়ে উঠবে'। ৩ জানুয়ারি ১৮৭০ সালে 'দি হিন্দু প্রেটিয়ট' পত্রিকায় ডাক্তার সরকার একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গড়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে সমর্থন করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭৩) পত্রিকায় লিখেছেন- অনেকে বলেন ইউরোপীয়ানরা কেবল বাহুলবেলেই এই ভারবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাটিকে অত্যুক্তিদাষে দূষিত কখনই বলা যাইতে পারে না যে ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞানবলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞানবলেই ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। আমরা দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। পুত্র-কন্যার বিবাহে যাঁহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, তাঁরা কেন নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবেন? একবার মুক্তহস্তে দান করিয়া বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়া উড্রসাহেব যা বিজ্ঞান গুণ-অস্বীকার দোষ বঙ্গ-সমাজ মস্তকে আরোপ করিয়াছেন তারা দূর করুন।' বঙ্কিমচন্দ্রের আবেদনে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন সাহায্য করতে। যেমন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডা. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, রজা দিগম্বর মিত্র, ফাদার লাফোঁ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীমোহন প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিক। অবশেষে সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হল। ১৮৭৬ সালে ২৯ জুলাই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' (আইএসিএস) এর প্রতিষ্ঠা হল ২১০ নম্বর বউবাজার স্ট্রিটে। এটি ছিল একটি ভাড়া বাড়ি। মহেন্দ্রলাল সরকার শুরু থেকে আজীবন এই সংস্থার সম্পাদক ছিলেন। বাংলার বহু বিখ্যাত মনীষীরা এই সংস্থায় বক্তা রূপে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ডাক্তার চুনীলাল বসু, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মহেন্দ্রলাল সরকার আন্তরিক প্রচেষটা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অর্থাভাব। বিজ্ঞান সভায় উপস্থিত সকলের কাছে তিনি আবেদন করতেন গবেষণার জন্য অর্থ দান করুন। দিনরাত গবেষণা নিয়ে মেতে না থাকলে মৌলিক গবেষণা হতে পারে না। ১৯০২ সালে মহেন্দ্রলাল আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে আমার জীবন ব্যর্থ হয়েছে। আমি সে কাজ সম্পন্ন করতে পারি নি- যার জন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা চেয়েছিলাম। আন্তরিক প্রচেষ্টা কোনদিন ব্যর্থ হয় না। মহেন্দ্রলাল সরকারের তিন বছর প্রয়াণের পর ভারত সরকারের অর্থবিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ কলকাতা অফিসে কাজ করার সময়ে 'আইএসিএস'তে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সিভি রমণকে 'পালিত প্রোফেসর' হিসাবে সায়েন্স কলেজে নিযুক্ত করেন। 'আইএসিএস'তে গবেষণার করার সুযোগ বেশি থাকায় অধ্যাপক রমণ সেখানেই গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। ১৯৩০ সালে আলো নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আলোকরশ্মির বিকিরণের নতুন তথ্য আবিস্কার করেন যা 'রমণ এফেক্ট' নামে পরিচিতি লাভ করে এবং নোবেল পুরস্কার লাভ করে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক ছিলেন। ঠাকুর আবার হোমিও চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং মহেন্দ্রলাল সরকারের বহু কথা লিখে গিয়েছেন। স্বদেশি বিজ্ঞান চর্চার ওপরে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যার চিকিৎসক ছিলেন তিনি। বৈদ্যনাথ ধামে গিয়ে সেখানে বহু কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা করেছেন এবং পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটি আশ্রম নির্মাণ করে দেন। তাঁর স্ত্রীর নামানুসারে এটির নাম দেওয়া হল ' রাজকুমারী লেপার অ্যাসাইলাম'। কলকাতার মেডিকেল কলেজের বহু ছাত্ররা এলোপ্যাথি টিকিৎসক হয়েও তাঁরা পরে হোমিপ্যাথি ওষুধের ওপরে নির্ভর করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় হোীমওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কলকাতায় বিদ্যাসাগর নামে খ্যাত হলেও কারমাটাঁড়ে তিনি ডাক্তারবাবু নামেই শাঁওতাল অঞ্চলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রাজেন্দ্রলা দত্ত ছিলেন ফারাদর অব হোমিওপ্যাথ। তিনি ভারতে প্রথম হোমিও চিকিৎসক। তাঁর হাত ধলে পড়ে এরও বহু এলোপ্যাথি চিকিৎসক হোমিও চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। ফলে এক সময়ে হোমিও চিৎিসার প্রভাব বিস্তার করে।

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রশ্ন ঃ দক্ষিণ কলকাতার মুখার্জি পরিবার অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। স্যার আশুতোষ মুখার্জি এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা করা যায় না।

ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সেই উত্তাধিকার আপনি একন কীভাবে বহন করছেন?

উত্তর ঃ আপনি তো অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বললেন। আমি নিশ্চয়ই তাঁদের উত্তর পুরুষ। পিতামহ স্যার আশুতোষ মুখার্জি আমার পিতা বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমার খুল্লতাত। আমার তৃতীয় খুল্লতাত ছিলেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিখ্যাত হিমালয় সম্বন্ধে লেখায় তাঁর নাম অনেকেই জানেন। এতো তো কোনও অধিকারের প্রশ্ন থাকে না। তাঁদের ঐতিহ্যের খানিকটা অংশ আমার ওপরে বর্তেছে এটা আমি বলতে পারি।

প্রশ্ন ঃ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রাজনীতিতে এসেছিলেন এবং তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বন্দী দশায় কাশ্মীরে কাটিয়েছিলেন। এ ব্যাপারটা আপনি কোন চোখে দেখছেন?

উত্তর ঃ আমাদের পরিবারের পক্ষে এটা খুব বেদনাদায়ক ঘটনা। তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতের জন্য জীবনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তবে মৃত্যুটা রহস্যাবৃত। কাশ্মীরে তাঁকে আটকে রাখাটা অন্যায় বলে আমি মনে করি। তবে সঠিক কারণ এতদিন বাদে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তাঁর মৃত্যুর কারণ নিশ্চয় অত্যন্ত দুঃখের ঘটনা আমাদের পরিবারের পক্ষে আর দেশের পক্ষেও প্রচন্ড ক্ষতি হয়েছিল বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ঃ বোম্বাই হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি হয়ে দায়িত্বের সঙ্গে এবং অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে কর্তব্য পালন করে গেছেন। ওই পদে থাকার সময় কী স্যার আশুতোষ মুখার্জির আদর্শ আপনাকে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করেছিলেন?

উত্তর ঃ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলাম ১৯৬৯ সালে। তখন আমার বয়স সবে ৪০ বৎসর হয়েছে। তারপরে দীর্ঘদিন বাদে ১৯৮৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হই। এক বছর বাদে আমি বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলাম। সেখানে আমি প্রায় আড়াই তিন বছর পদে ছিলাম। তবে স্বাভাবতই আমি পিতামহ আশুতোষের সমতূল্য বলে কখনই মনে করি না। তাঁর ঐতিহ্য, তাঁর আদর্শ, তাঁর প্রদর্শিত পথ সব সময়েই মাকে পথ দেখাতে সাহায্য করেছেন। আমি দেখেছি এবং তা মনে হয়েছে যখন কাজ করতে গিয়ে। এটা বলতে পারি। বোম্বাই হাইকোর্ট আমার সময়ে এক অদ্ভূত সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল। তখন পাঁচজন বিচারপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছিল এবং সেই সময়ে কোর্ট টালমাটাল অবস্থায় পোঁছেছিল। আমার পিতামহ এবং পিতার আর্শিবাদে এই সঙ্কট আমি কাটাতে পেরেছিলাম। দ্বিতীয়ত, যদিও আমি বহিরাগত বলব বোম্বাই হাইকোর্টে। তবে হাইকোর্টের বিচারপতিরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। তারা চেয়ে বড় কথা যারা আইনজীবী ছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টে তারাও আমাকে সমর্থন করেছিলেন। কীভাবে এই পাঁচজন বিচারপতিকে কাজ থেকে বিরত করেছিলাম। যদিও তাঁরা বিচারপতি ছিলেন। তবুও তাঁদের রোজকার কাজ দেখে তাঁদের বিরত করে আমি আদালতটাকে চালাতে সাহায্য করেছিলাম। আমি এর কৃতিত্ব দাবি করি না। আমার সঙ্গে বোম্বে হাইকার্টের আইনজীবীদের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল। তাঁরে সহযোগিতা এবং সাহায্যে আমি একাজ করতে পেরেছিলাম। আমি তো মনে করি, আমি যখন এই হাইকোর্টের প্রধা বিচারপতি ছিলাম, কাজ পরিচালনা করা আমার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি থাকার সময়ে এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় দানের কথা কী আপনার মনে আছে যা দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে?

উত্তর ঃ বিশেষ কোনও মামলাকে প্রাধান্য দিতে চাই না। আমি অবসর গ্রহণ করেছি আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে। এসব কথা স্মরণ আমার নেই আর আমি স্মরণ করতেও চাই না। **(ক্রমশ)**

কলকাতার গান্ধি ভবন

১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধি ব্রিটিশ শাসনের অবসানে আগস্ট মাসে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এটির প্রায় পাঁচ বছর পরে ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার আগে বহু মূল্যবান প্রাণ দিতে হয়েছিল। বিপ্লবী থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেমন প্রাণ দিয়েছিল পাশাপাশি হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার ফলে বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়। ১৯৪৬ সালের জাতি দাঙ্গারয় প্রায় ১৪ মিলিয়ন ব্যক্তিকে বলপূর্বক স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। প্রাণ গিয়েছিল বহু জনের। এই দাঙ্গা থামাতে গান্ধি কলকাতায় এসে হায়দরি মঞ্জিলে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এটি বেলিয়াঘাটার মিয়ানবাগানের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত। ১৩ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর উত্তাল সময়ে এখানে কাটান গান্ধিজি। তিনি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি অস্ত্রধারীদের অস্ত্র ত্যাগ করার কথা বলেছিলেন এবং ৭৩ ঘন্টা ধরে অনশন করেছিলেন। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করলো তখন দিল্লির অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি। তিনি তখন কলকাতায় ছিলেন। গান্ধিজি এই দিনটাকে দুঃখের দিন বলে গ্রহণ করেছিলেন। হায়দরি মঞ্জিলে গান্ধির নাম অনুসারে নাম রাখা হল গান্ধি ভবন। ১৯ শতকে নির্মিত এক হাজার বর্গ মিটার জুড়ে রয়েছে এই দায়দরি মঞ্জিল। সুরাটের দাউদি বোহরা সম্প্রদায় সদস্যরা বেলিয়াঘাটায় এই সম্পত্তি বেচে দিয়েছিল। ১৯২৩ সালে এই বাড়িটি কিনে ছিলেন শেখ আদম। পরে তার মেয়ে হুসাইনবাদী বাঙালির কাছে দিয়ে দেন। ১৯৫০ সালে গান্ধি স্মারক সমিতি এই বাড়িটির দেখভালের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

লেখকদের পকেটথেকে নেওয়া লেখার প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণী ঃ

দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিনী দেবীর পুজোও করা হয়ে থাকে একেবারে দেবী দুর্গা পুজোর মতো করে। সেখানে মহালয়ার দিন দেবীর বোধন শুরু হয়। তারপ থেকে যথারীতি আচার এবং শাস্ত্রবিধি মেনে দেবীর পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। মহালয়ার দিন বোধন শুরু হলে সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মা দুর্গা পুজার যে বিধান রয়েছে সেই রীতি মেনেই সেখানে পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। মায়ের বিসর্জন হয় না বটে। কিন্তু দেবী দেবীর ঘট বিসর্জন হয়ে থাকে। মা ভবতারিনীর ঘট সেই সময়ে আলাদা করে সরিয়ে নেওয়া হয়। নিত্যপুজোর ঘট সরিয়ে সেখানে মা ভবতারিনীকে দেবী দুর্গা রূপে পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই রীতিটা চলে আসছে রানি রাসমণির সময় থেকে। তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে মা ভবতারিনীকে দেবী দুর্গা রূপে পুজিত করতে হবে। আবার জগদ্ধাত্রীর পুজোর সময়ে মা ভবতারিনীকে জগদ্ধাত্রী রূপে পুজা করা হয়ে থাকে। দক্ষিণেশ্বরের মা বহু রূপ ধারনকারানী। তিনি কোনও সময়ে একটি রূপ ধারন করে এই ধরনীতে আসেন নি। তিনি এসেছেন বহু মধ্যে এক হয়ে লীন হয়ে যাওয়া রূপ নিয়ে। সেই কারণে তিনি ভবতারিনী রূপ নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি আসলে মায়ের বহু রূপ ধারী। তিনি সব পুজা গ্রহণ করে থাকেন। তিনি একদিকে মা ভবতারিনী, আবার তিনি অন্য রূপে মা দুর্গা। তিনি আবার মা মহাকালী পাশাপাশি তিনি আবার জগদ্ধাত্রী। তিনি সব রূপ ধারন করে ভক্তদের পুজো গ্রহণ করে থাকেন। তিনি সর্বরূপী মা হিসাবে বিরাজিত। কিন্তু মা এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ভিন্ন নন। তিনি ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে তাঁর সন্তানদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন মাত্র। যত মত তত পথ। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যে কথা বলে দিয়ে গিয়েছিলেন তার ওপরে ভিত্তি করে মা সব ধর্মের মতকে নিজেকে প্রকাশ করেন। কাউকে তিনি অবহেলা করেন না। সবাইকে তিনি গ্রহণ করেন। মা হচ্ছে সকলের মা। তিনি যেমন একদিকে জগৎকে ধরে রেখেছেন আবার তিনি শত্রু বিনাশকারানী তিনি আবার শান্তিকামনাকারী।

কলকাতার সকলস্তরের শৈব মন্দির

বৃন্দাবন ঘাট স্ট্রিটে বৃন্দাবন বিহারী মন্দির রয়েছে। সেখানে দুটো শিব মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। মাঝারি আকারে আটচালা শিব মন্দিরের কোনও প্রতিষ্ঠালিপি নেই। সুবুদ্ধি খাঁ পূর্ববঙ্গের ময়মনসিং জেলা থেকে নবাবি আমলে কর্মসূত্রে মুর্শিদাবাদ এসেছিলেন। পদবি দেখে মনে হয় সামরিক বিভাগের কোনও উচ্চপদস্থ কর্মচারি ছিলেন। পরবর্তী কালে তারা নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে এসে বসবাস করতে শুরু করে। উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী জোড়া শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতার কোথাও চালারীতির মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা জানা যায় না। জোড়া শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করার একটি কারণ জানতে পারা গিয়েছে। একটি শিবের স্তুতি করে যদি মন সন্তুষ্ট না হয় তাহলে ভক্তরা আর একটি শিবের উপাসনা করতে পারে। জোড়া শিবের উপাসনা করতে সংসার মঙ্গলময় হয়ে উঠে বলে বিশ্বাস করে ভক্তরা। জোড়া শিব মন্দির গরানহাটাতে দেখতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন পঞ্চানন দত্ত ১২০৭ সালে। একটি মন্দিরের লিপিপট্টে উৎকীর্ণ আছে ১৩৬৭ সালে কলেজ স্ট্রিটের বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী রামকানাই যামিনী রঞ্জন পাল মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন। মন্দির দুটিতেই প্রতিষ্ঠিত আছে পাথরের শিবলিঙ্গ।

পুলিশের মাদকমুক্ত অভিযানে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২২ ডিসেম্বরঃ মাদক মুক্ত করতে ফের অভিযান খড়িবাড়ি পুলিশের। পুলিশের অভিযানে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার হল দম্পতি! ধৃততা হল জয়লাল সিংহ (৫৭) ও চম্পা সিংহ (৪২), দুজনেই পূর্ব বদরা জোতের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গভীর খড়িবাড়ির বাতাসি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে হানা দেয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ১০১ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। পরে বাড়ির দম্পতি জয়লাল ও চম্পাকে গ্রেফতার করে খড়িবাড়ি থানার নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে গোটা ঘটনার তদন্তে নামবে পুলিশ।

মুর্শিদাবাদ থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার আশিকুল ও জয়নাল

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২২ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশ আবহে মুর্শিদাবাদ থেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছে দু'জন। সেই নিয়ে চলছে চর্চা। গোয়েন্দাদের কাছে একাধিক বিভিন্ন খবর আসছে। এরই মধ্যে এবার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হল মুর্শিদাবাদে। দু'জনকে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদে বোমা উদ্ধার কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র নতুন কোনও ঘটনা নয়। তবে বাংলাদেশে যখন সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চলছে, সেই আবহে অস্থির পরিস্থিতি এ রাজ্যেও। তারপর দোসর আবার জঙ্গি। তাও আবার ঠিক এই জেলায়। এই পরিস্থিতিতে

অস্ত্র উদ্ধারের এই ঘটনা নিতান্তই উল্লেখযোগ্য। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের নাম আশিকুল শেখ ও জয়নাল শেখ। তাদের বাড়ি মালদহ জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। জানা গিয়েছে, আশিকুল ও জয়নাল আগ্নেয়াস্ত্রগুলি মুর্শিদাবাদের শেখপাড়া নিয়ে যাওয়ার জন্য যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে আগেই খবর ছিল। সেই মতো রানিতলা থানার পুলিশ অভিযুক্তদের পাকড়াও করে। আগ্নেয়াস্ত্রগুলি উদ্ধার করে। আজ ধৃতদের লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। আশিকুল ও জয়নালের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র কারবারের সঙ্গে আর কে কে যুক্ত, আগ্নেয়াস্ত্র গুলো কী কাজে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই বিষয়ে তদন্ত করে দেখছে রানিতলা থানার পুলিশ।

৩ বছর পর মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটিতে ফিরল চেনা আতঙ্কের ছবি, তবে এবার আতঙ্গের নাম জিনাত

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২২ ডিসেম্বরঃ ২০১১ সালের আগে আতঙ্কের আরেক নাম ছিল বেলপাহাড়ির কাঁকড়াঝোড় ও ময়ুরঝর্ণার জঙ্গল। মাওবাদীদের সেই শক্তি ঘাঁটিতে লাগাতার সন্ত্রাসে ঘুম উড়েছিল সাধারণ মানুষের। যদিও রাজ্যে পালাবদলের পর ছবিটা অনেকটা বদলেছে। কিন্তু, দীর্ঘ ১৩ বছর পর ফের ওই জঙ্গলে ফিরল চেনা আতঙ্কের ছবি। তবে এবার মাওবাদী আতঙ্ক নয়, এবার আতঙ্কের নাম জিনাত। ২০১১ সালের আগের কথা। রাতে তো বটেই দিনের বেলাতেও শুনশান থাকত বেলপাহাড়ির চাকাডোবা থেকে ময়ুরঝর্ণা হয়ে ঘাটশিলা যাওয়ার জঙ্গলপথ। ভয়ে জঙ্গলের ধার মাড়াতেন না সাধারণ মানুষ। অন্ধকার নামলেই কখনও মাওবাদীদের গুলির শব্দ, আবার কখনও যৌথ বাহিনীর বুটের শব্দে ভারী হয়ে উঠত কাঁকড়াঝোড় আর ময়ুরঝর্ণা জঙ্গলের বাতাস। প্রকাশ্য দিবালোকেও ঘটে যেত রক্তারক্তি কাণ্ড। মাওবাদীদের ডাকা লাগাতার বনধ, অবরোধ আর সন্ত্রাসের আবহে পর্যটকদেরও সাহস ছিল না অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রামের ওই পথ মাড়ানোর। কিন্তু, ২০১১ সালের পর সেই ছবিই বদলে যায়। শান্তি ফেরে বেলপাহাড়ির জঙ্গলগুলিতে। ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার পাশাপাশি এলাকায় বাড়তে থাকে পর্যটকের সংখ্যা। কিন্তু, ১৩ বছর আগের সেই আতঙ্কের ছবি আবার ফিরে এসেছে কাঁকড়াঝোড় ও ময়ুরঝর্ণার জঙ্গলে। তবে এবার আর মাওবাদীদের আতঙ্ক নয়, এবার আতঙ্কের নাম জিনাত। ওড়িশার সিমলিপাল থেকে চলে আসা এই

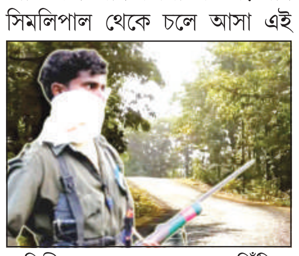

বাঘিনীর আতঙ্কে এখন ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে গোটা এলাকা। জঙ্গলপথ এড়ানোর জন্য পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষকে পরামর্শ দিয়ে মাইক প্রচার চালাচ্ছে বন দফতর। জঙ্গলের রাস্তাঘাট কার্যত শুনশান। পর্যটকেরাও জঙ্গলে বেড়ানোর পরিকল্পনা বাতিল করে ফিরে যাচ্ছেন নিজের নিজের ঠিকানায়। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কতক্ষণে বন্দী করা যায় জিনাতকে।

বিজ্ঞপ্তিপত্র

আমি, মহঃ হোসেন মিঞা, পিতা- মৃত সাহাবুদ্দিন মিঞা, সাং- আইলেরউপর, পোঃ ও থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীনস্থ ৯৫ নং বাসুদেবপুর মৌজাস্থিত দাগ নং- এল.আর. ১০৮০, খতিয়ান নং- ১২০৩, পরিমাণ ১২ শতক সম্পত্তি আমার পিতা নামীয় রেকর্ড ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর, রেজিস্ট্রিকরণ সংক্রান্ত কার্যাদির জন্য রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত আইলেরউপর গ্রামের মোস্তাকিম সেখ'র পুত্র মজিবুল সেখ, সাং- আইলেরউপর কে আমি ইং- ২০২০ সালে Jangipur A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-6195/2020 আমমোক্তারনামা দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি মজিবুল সেখ আমার পক্ষে বিক্রয় দান, হস্তান্তরকরণ করিলে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এই মর্মে অন্য ঘোষণাপত্র জনসাধারণপক্ষে দাখিল করিলাম।

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.-Freserganj Coastal, Dist-South 24 Pgs
Notice Inviting e-tender
Memo No.-394(1)/FGP/2024 Date: - 02/12/2024
NIeT NO.-15/(24-25), Date-02/12/24
As per Decision of Artho-O-Parikalpona Upo-samity vide Meting no.-09, dated on 13/11/24 on behalf of said upo-Samity the undersigned (hereinafter called "the Employer") hereby invites through electronic tendering (e- tendering) for the 01 (One) nos work. Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online) starting from **16/12/2024 at 10.30 am to 23/12/2024 at 01:30 PM**. Date of opening of Technical Proposals (Online) on **25/12/2024 at 02.00 PM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Memo No.-423(1)/FGP/2024 Date: - 20/12/2024
NIeT NO.-16/(24-25), Date-20/12/24
As per Decision of Artho-O-Parikalpona Upo-samity vide Meting no.-09, dated on 13/11/24 on behalf of said upo-Samity the undersigned (hereinafter called "the Employer") hereby invites through electronic tendering (e-tendering) for the total 05 (Five) Nos. work. Work Completion Period: 30 Days. Document download for participate in e-Tender start date (online) starting from **23/12/2024 at 10.30 am to 28/12/2024 at 01:30 PM**. Date of opening of technical Proposals (Online) on **30/12/2024 at 02.00 PM.** For details please visit **website https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Pradhan**
Freserganj Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Parganas

কাপড় তুলতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি মেয়ের, হতবাক পরিবার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ ডিসেম্বরঃ ছাদে কাপড় তুলতে গিয়ে অসাবধানতায় বহুতল থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু হল এক ছাত্রীর। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার প্রতাপবাগান এলাকার একটি বহুতলে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতার নাম আদৃজা দাস। সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতোই শনিবার বহুতলের ছাদে নিজেদের পরিবারের কাপ। শুকোতে দেওয়া ছিল। সন্ধ্যের আগে সেই কাপড় তুলতে যায় সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী। ছাদে গিয়ে দেখে একটা কাপ। হাওয়ায় উড়ে গিয়ে কার্নিশের নিচে ঝুলছে। ঝুঁকি আছে জেনেও সেই কাপড় তুলতে যায়। ঝুঁকে পড়ে সেই কাপড় তুলতে গিয়ে ঘটে যায় বিপত্তি। আচমকা ওই ছাত্রী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে পড়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার পর বিষয়টি নজরে আসে ওই আবাসনের আবাসিকদের। এরপর তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বাঁকুড়া শহরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ছাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন চিকিৎসকেরা। বাড়ির মেয়েকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

মন্দারমণিতে 'স্ত্রী' পরিচয়ে বান্ধবীকে নিয়ে যান মৃত আবুল, ছিলেন প্রতিবেশী, গ্রেফতার দু'জনেই

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২২ ডিসেম্বরঃ মন্দারমণি হোটেল পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘটনায় বান্ধবী ও এক প্রতিবেশী যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার তাঁদের কাঁথি আদালতে তোলা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আমডাঙার দুই অভিযুক্তের নাম তনুশ্রী মুখোপাধ্যায় ও আতাউর মণ্ডল। দুপুর সাড়ে তিনটায় ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কাঁথির মর্গ দেহ ময়নাতদন্তের করা হয়। এদিকে উপপ্রধানের স্বামী আবুল নাসের মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ রহস্য ঘনাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার আবুল নাসের ও আতাউর বান্ধবী তনুশ্রী ও আরও এক তরুণীকে নিয়ে মন্দারমণিতে বেড়াতে গেছিলেন। শুক্রবার দুই তরুণীর মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মন্দারমণিতে হোটেলে ছিলেন তনুশ্রী, আবুল ও আতাউর। শনিবার ভোররাতে তনুশ্রী বাথরুমে গেছিলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে তরুণী দেখেন,

ফ্যানে সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আবুল ঝুলছে। তারপর পুলিশকে খবর দেন আবুলের ওই তরুণী। আবুলের এমন অবস্থা দেখে তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করেছে। কিন্তু আবুলের কে এই তনুশ্রী মুখোপাধ্যায়? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আবুলের সঙ্গে প্রায় ছ'বছর ধরে সম্পর্ক রয়েছে ওই তরুণীর। তাঁর বাড়ি ব্যারাকপুরে। আবুল বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে গেলে ওই তরুণীকে নিয়ে যেতেন। ওই তরুণী বিবাহিত নন। হোটেলে ওঠার সময়ে ওই তরুণী স্ত্রীয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। খুনের অভিযোগ পেয়ে, শনিবার ওই তরুণী এবং আতাউরকে আটক করে জেরা করে পুলিশ। তাদের বয়ানে অসঙ্গতি থাকায় পুলিশ রবিবার সকালে তাদের গ্রেফতার করে। তৃণমূল নেতার স্ত্রী সুরাইয়া পারভিনের অভিযোগ, আতাউর নামে ওই প্রতিবেশী যুবকই স্বামীকে খুন করিয়েছে। ওই তনুশ্রী নামে তরুণীকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছে আতাউর। কারণ আতাউরের সঙ্গে ব্যবসায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আবুলের। দুজনের মধ্যে একটি দামি জমি কেনার চুক্তি হয়েছিল।

হরিজন সমাজ দখল করে রেখেছে কমিউনিটি হল, উদ্ধারে পুলিশের দুয়ারে শিলিগুড়ি পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বরঃ মেয়রের ওয়ার্ডে শিলিগুড়ি পুরনিগম তৈরি করেছিল কমিউনিটি হল। সাধারণ মানুষের উপকারে তা ব্যবহার হোক চেয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। কিন্তু সেই কমিউনিটি হল 'দখল' হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। আর ওই কমিউনিটি হল উদ্ধার করার জন্য শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারের দুয়ারে গিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্তারা। শিলিগুড়ির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের হরিজন বস্তিতে অবস্থিত ওই কমিউনিটি হল। একবছর ধরে তা 'দখল' হয়ে রইলেও সেটা উদ্ধার করতে পারেনি শিলিগুড়ি পুরসভা। এই অভিযোগ জমা পড়তেই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এখন স্থানীয় থানার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, কমিউনিটি হল নিয়ে রিপোর্ট তলব করতেই তা তৈরি করে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোন (১)-এর দফতরে পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট যাবে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের কাছে। তা দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ করবে শিলিগুড়ি কমিশনারেট। ওই কমিউনিটি হল দখলমুক্ত করতে প্রচুর পুলিশ প্রয়োজন বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। এটা জানতে পেরেই পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় হরিজন সমাজের প্রধানরা। হরিজন যুবক সঙ্ঘের সভাপতি রাজেন্দ্র বাঁশফোর বলেন, ''এই এলাকায় আমাদের আগে ক্লাব ছিল। পুরনিগম বলেছিল ক্লাবকে কমিউনিটি হল বানিয়ে তা আমাদের হস্তান্তর করবে। কিন্তু এখন ওরাই পরিচালনা করবে সবকিছু বলছে। সেটা আমরা এটা হতে দেব না। পুলিশ এলে বাধা দেব।'' এখন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হবে সেটা কেউ বুঝতে পারছেন না। পুলিশ গেলে যদি হরিজন সমাজের প্রধানদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে তাহলে তাতে রাজ্য-রাজনীতিতে প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ ওই কমিউনিটি হল উদ্ধার করতে পারেনি। এই অভিযোগ তুলে এনজেপি থানার প্রাক্তন ওসি নির্মল দাসের ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ মেয়র গৌতম দেব। ওই কমিউনিটি হল উদ্ধার করতে পুলিশের কোনও সহযোগিতা বহুদিন ধরেই মেলেনি বলে অভিযোগ। গৌতম দেব বলেন, ''ওখানে ওদের একটা ভাঙা ক্লাব ছিল। আমরা বলেছি সামনে কোন জায়গা দেখে দিতে। সেখানে ক্লাব বানিয়ে দেব। এরপর ওরা মানলে মানবে। না মানলে আমরা আমাদের মতো করে ব্যবস্থা নেব।'' মেয়রের এই মন্তব্য শুনে আরও তেতে উঠেছেন হরিজন সমাজের সদস্যরা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে রেলের জমিতে হরিজনদের ক্লাব ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড ক্ষমতায় আসতেই ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা মেয়র গৌতম দেব ক্লাবটিকে ভেঙে কমিউনিটি হল গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। সেই প্রস্তাবে রাজি হন হরিজন সমাজের সদস্যরা। হরিজন বস্তিতে থাকা বাসিন্দাদের দাবি, মেয়র বলেছিলেন কমিউনিটি হল পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে হরিজন যুবক সঙ্ঘ। আর ক্লাবের জায়গাও দেওয়া হবে। ওই কমিউনিটি হল তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে। সেখানে পুরসভার কর্মীরা কাজ করতে গেলে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সুনীল রাউথের কথায়, ''আমাদের ক্লাবের বিনিময়ে ওই কমিউনিটি হল গড়তে দিয়েছিলাম। তাই হলের দায়িত্ব আমাদেরই দিতে হবে। না হলে পুরনিগম এখানে কাজ করতে পারবে না।''

টিউশন পড়ে ফেরার সময় পথ আটকে ছাত্রীকে চুম্বন, মেমারি থেকে গ্রেফতার গৃহশিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, মেমারি, ২২ ডিসেম্বরঃ টিউশন পড়ে ফেরার সময় পথ আটকে ছাত্রীকে চুম্বনের অভিযোগ। গৃহশিক্ষককে গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মিঠুন শিকদার। মিঠুনের বাড়ি মেমারি থানার আমবাগান এলাকায়। শুক্রবার তাঁকে বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। ধৃতকে শনিবার বর্ধমানের পকসো আদালতে পেশ করা হয়। বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে ৩ জানুয়ারি তাঁকে ফের আদালতে পেশের নির্দেশ দিয়েছেন পকসো আদালতের বিচারক বর্ষা বনসল আগরওয়াল। তদন্তকারী অফিসার ধৃতের মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর আবেদন জানান। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ফরেন্সিক স্টেট মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধানকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তদন্তকারী অফিসারের আবেদন মঞ্জুর করে ছাত্রীর গোপন জবানবন্দি নথিভুক্ত করানোর জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন পকসো আদালতের বিচারক। পুলিশ সূত্রে খবর, দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী এক বান্ধবীর বাড়িতে অভিযুক্তের কাছে টিউশন পড়ে। বান্ধবীকে মারধর করায় তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে অভিযুক্ত গৃহশিক্ষকের কথা কাটাকাটি হয়। তারপর থেকে অন্য এক ছাত্রীর বাড়িতে পড়ানো শুরু করেন তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে টিউশন পড়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল ওই ছাত্রী। সেই সময় অভিযুক্ত মিঠুন তার পথ আটকে চুম্বন করেন বলে অভিযোগ। ভয় পেয়ে ছাত্রী দৌড়ে বাড়িতে চলে আসে। এরপর পরিবারের লোকজনকে ঘটনার কথা জানালে পরিবারের তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
নং. পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/করিজেন্ডাম/২৪/২৭ তারিখঃ ১৯.১২.২০২৪। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার/গুলি-র সংশোধনী ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মাণের সামগ্রী সরবরাহের জন্য। সম্ভাব্য/প্রত্যাশিত দরপ্রস্তাবদাতাদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত নির্দেশিকার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে বলা হচ্ছে। এগুলি ই-টেন্ডার তাই কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক দরপ্রস্তাবই গৃহীত হবে। ক্র. নংঃ [১]. টেন্ডার নোটিস নংঃ ক্র. নং. ৩০৪ অফ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৪/৫৭ তারিখঃ ০৪/১২/২০২৪। **টেন্ডার নংঃ ২১২৪২৭১৮এ; টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখটি বিদ্যমান প্রবেশের পরিবর্তে **"২৮/০১/২০২৫"** রূপে পড়তে হবে।
PR8/744 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া
আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways

২ কেন্দ্রে ভোটার তালিকায় নাম আনসারুল্লা বাংলা টিমের জঙ্গির! চোখ কপালে গোয়েন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২২ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন 'আনসারুল্লা বাংলা টিমের' জঙ্গি মহম্মদ শাদ রাডি ওরফে শাব শেখ সম্প্রতি ধরা পড়েছে কেরল থেকে। তবে এহেন জঙ্গির বিষয়ে খতিয়ে দেখতে গিয়ে চোখ কপালে উঠেছে গোয়েন্দাদের। শাদের যে শুধু পাসপোর্ট ছিল, তাই নয়, সে ভোটার কার্ডও করিয়েছিল ভারতে। এবং তার নাম আছে বাংলার দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায়। জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের কান্দি এবং হরিহরপাড়া, দুই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম আছে শাদের। মনে করা হচ্ছে, প্রথমে ভোটার কার্ড করানোর পরে একটি ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিল সাদ। পরে কেন্দ্র বদল কে সে। তবে দুই কেন্দ্রের তালিকাতেই তার নাম থেকে গিয়েছে। এই আবহে শাদের ভোটার কার্ড কবে তৈরি হয়েছিল এবং কবে ভোটার তালিকায় তার নাম তোলা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। এদিকে গোয়েন্দাদের অনুমান, এই রাজ্যে ভোটও দিয়ে থাকতে পারে শাদ। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হরিহরপাড়া থেকে শাদের ঘনিষ্ঠ মিনারুল শেখ এবং মহম্মদ আব্বাস আলিকে গ্রেফতার করে অসম পুলিশ। উল্লেখ্য, পাসপোর্ট চক্রের তদন্তে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানা এলাকা থেকে এসটিএফের হাতে ধরা পড়ে এই দু'জন। ধৃত আব্বাস আলি নিশ্চিন্তপুরের বাসিন্দা ও মিনারুল শেখ রুকুনপুরের। বারুইপাড়া এলাকায় মাদ্রাসা খুলেছিল আব্বাস আলি। এই আব্বাস আলি জেএমবির সদস্য বলে জানতে পেরেছে এসটিএফ। তার বাড়ি থেকে বেশ কিছু নথি ও মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। এদিকে রুকুনপুরের মিনারুল শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পেন ড্রাইভ, হিজবুলের বই, মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে অসম পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। এই আব্বাস আলির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল মিনারুল শেখের। এই আবহে মিনারুল শেখ এবং মহম্মদ আব্বাস আলির সূত্রেই ভোটার তালিকায় শাদের নাম উঠে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, মহম্মদ আব্বাস আলিকে ২০১৮ সালে পকসো মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই সময় দীর্ঘদিন জেলে ছিল সে। তখন তারই সঙ্গে জেলে বন্দি ছিল খাগড়াগড় বিস্ফোরণের কয়েক জন অভিযুক্ত। সেখান থেকেই আব্বাসের জিহাদি যোগ। এই আবহে জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে বেআইনি মাদ্রাসা খুলেছিল। তাতে ১৪ জন পড়ুয়া ছিল। মিনারুলের দুই ছেলে সেই মাদ্রাসাতেই পড়ত বলে জানা গিয়েছে। এদিকে গোয়েন্দাদের দাবি, আনসারুল্লা বাংলা টিমের একাধিক বাংলাদেশি সদস্যের আনাগোনা ছিল হরিহরপাড়ায়। অসম পুলিশের জালে জড়ানো নুর মণ্ডল এবং মজিবুর রহমান এই রাজ্যে এসে একাধিক বৈঠক করেছে বলে জানা গিয়েছে। এরা মূলত ভারতে সংগঠন বিস্তার ও রাজ্যের শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন্স নেকে নাশকতার ছক কষছিল বলে দাবি গোয়েন্দাদের।

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
ফোনঃ (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্সঃ (+৯১-৩৩) ২৬৪১-০৮৩০
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (জেডিজেবি), এইচএমসি ২ (দুই) কাজের জন্য এইচএমসি-এর অধীনে দরপত্র আহ্বান করেছে। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স এবং আপ টু ডেট জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং প্রমাণপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ **২০.১২.২০২৪ সন্ধ্যে ৬.০০টা থেকে**। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ **১১.০১.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত**। অনুগ্রহ করে দেখুনঃ https://wbtenders.gov.in।
১২৬(৩)/২৪-২৫ — সচিব
২১.১২.২৪ — হাওড়া পৌরনিগম

সংশোধনী
মেসার্স এএস ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেডের ফর্ম-জি প্রত্যাহার
মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' আপিল ট্রাইব্যুনাল, নিউ দিল্লি কর্তৃক গৃহীত ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের আদেশের সম্মতিতে, ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের ফর্ম-জি যা মেসার্স এসএস ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেডের রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা জারি করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার এবং বাতিল করা হয়েছে।
স্বা/-
অজিত গায়েনচন্দ জৈন
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং. আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি০০৩৬৮/২০১৭-১৮/১০৬২৫
আইবিবিআই রেজিস্টার্ড ঠিকানাঃ ২০৪, ওয়াল স্ট্রিট-১, গুজরাট কলেজের সামনে, ইল্লিস ব্রিজ, আমেদাবাদ-৩৮০০০৬
তারিখঃ ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪
স্থানঃ আমেদাবাদ
এএস ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
এএফএ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৈধ

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C)/Br-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:
NIT No. : KMC/EEC/VII/64/12/24-25/R (3rd call)
Name of work : **Improvement and renovation of bathing platform at Bright Street, Dilkhusha Street, Beckbagan Row and etc in Ward No. 64**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,74,913.88**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **03.01.2025** up to **2 p.m.** Tender will be opened on: **06.01.2025** at **2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024** at **6.55 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/XVI/143/045/24-25
Name of the work : **Construction of U.G sewer at Aurobinda Nagar-I Bye Lane Pre. No.-78 in Ward No. 143**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,95,593.84**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and submission of bid: **01.01.2025** at **12 noon** Tender will be opened on: **03.01.2025** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.12.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (C)/Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/IX/032/055/2024-2025/R
Name of work : **Repair/replacement of Catch Pit/IMP. Pit/SPL. INSP. Pit/Yard Gully Cover at 9B, 12,12/1, 17, 45, Chetla Road, 178, 166, 164, 156, 138 Peary Mohan Roy Road and adjacent area in Ward No. 82**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,99,228.56**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
2. NIT No. : KMC/IX/082/056/2024-2025/R
Name of work : **Development of I.P.Passage at 82, 90, 76 Rakhal Das Auddy Road in Ward No. 82**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 1,49,528.31**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
3. NIT No. : KMC/IX/077/072/2024-2025
Name of work : **Raising or lowering of pit covers, gully pit cover and also re laying of kerb channel stone along Ekbalpore Road from Crossing of D.H. Road to M M Ali Road in Ward No. 77**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,94,597.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
4. NIT No. : KMC/IX/074/046/2024-2025
Name of work : **Renovation of Chairperson Room etc and other allied works in Borough-IX Office at 11, Belvedere Road**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 2,98,419.04**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **02.01.2025** at **12 noon** (for sl.no. 1 to 4). Tender will be opened on: **04.01.2025** at **12 noon** (for sl.no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **21.12.2024** at **5 p.m.** (for sl.no. 1 to 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl.no. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EEC/XI/111/043/2024-2025/R/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of Rd. by laying cement concrete at diff. places in bustee area viz. Brahmapur More, Brahmapur Place etc. in WD No. 111, Br-XI**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 3,48,031.70**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Time of Completion: **45 Days**.
2. NIT No. : KMC/EEC/XI/114/064/24-25/R/BUSTEE
Name of work : **Desilting of drainage system at diff bustee places viz. Payara Bagan, Newtally Gange etc. in Ward No. 114**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 2,83,101.27**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/EEC/XI/114/065/24-25/R/BUSTEE
Name of work : **Providing & fixing M.H/G.P/C.P/I.P cover at diff. bustee places viz Babu Para, Hartokitala etc. in Ward No. 114**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 2,65,584.55**. Earnest Money: **Rs. 5,400.00**. Time of Completion: **45 Days**.
4. NIT No. : KMC/EEC/XI/114/066/24-25/R/BUSTEE
Name of work : **Maint. of drain with R.C.C. slab etc. at diff. bustee places viz Payara Bagan, New Tally Gunge etc in Ward No. 114**. Estimated Value (Including GST & CESS): **Rs. 2,65,598.48**. Earnest Money: **Rs. 5,400.00**. Time of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **06.01.2025** at **12 noon** (for sl.no. 1 to 4). Date and time of opening of bid: **08.01.2025** at **12 noon** (for sl.no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **27.12.2024** at **5 p.m.** (for sl.no. 1 to 4) from the website **https://etender.nic.in** (for sl.no. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:
1. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/056/2024-2025/R
Name of work : **Renovation of passage by cement concrete with allied works at Halder Para Lane near premises no. N46, N48, N54 etc in Ward No.-133, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,81,904.85**. Earnest Money: **Rs. 3,700.00**. Period of Completion: **60 Days**.
2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/137/029/2024-2025/R
Name of work : **Maintenance of drainage system with allied works near H/No-R-167, R-166 etc at Barik Molla Lane & at different places in Ward No.-137, Br-XV**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,76,296.96**. Earnest Money: **Rs. 5,600.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.01.2025** at **11 a.m.** (for sl.no. 1 & 2). Date of opening of tender: **06.01.2025** at **11 a.m.** (for sl.no. 1 & 2).
3. NIT No.: KMC/XV/134/072/2024-2025/R/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Renovation of surface drain with allied works at Mangrataleb, Meher Manzil, Fathepur Village Road area near premises no. G-256, G330, J38/3 etc in Ward No.-134, Br-XV under slum area**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,84,231.14**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Period of Completion: **60 Days**.
4. NIT No.: KMC/XV/139/051/2024-2025/R/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Construction of surface drain with allied C/C passage work near H/No. W-75 Heder Ara Lane, under slum area in Ward No.-139, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,95,508.03**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 Days**.
5. NIT No.: KMC/XV/140/049/2024-2025/R/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Repairing work of surface drain near premises no. Y-2/101/74, Y-116, Y-2/58/1, Satghara Ln/Bye Ln and Kanthal Beria Ln/Bye Ln in slum area in Ward No.-140, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,35,811.64**. Earnest Money: **Rs. 6,800.00**. Period of Completion: **60 Days**.
6. NIT No.: KMC/XV/140/053/2024-2025/R/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Renovation of drainage system with ancillary works near Pr. No. Z-3/237/10, Z-3/237/3/A Phoolbagan slum area in Ward No.-140, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,67,723.30**. Earnest Money: **Rs. 9,400.00**. Period of Completion: **60 Days**.
7. NIT No.: KMC/XV/140/060/2024-2025/R/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Renovation of passages near Pr. No. X-73, Y-2/46 at Khaldhari Rd slum area in Ward No.-140, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,34,001.67**. Earnest Money: **Rs. 4,700.00**. Period of Completion: **60 Days**.
8. NIT No.: KMC/XV/136/045/2024-2025/R/BUSTEE (1st call)
Name of work : **Renovation of surface drain with cover slab at Mudialy Road N/H/No.-Q-246, Q-217 etc. in Ward No.-136, Br-XV under slum area.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,96,602.12**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **90 Days**. Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **24.12.2024** at **12 noon** (for sl. no. 3 to 8). Documents download/sell start date (online): **24.12.2024** at **4 p.m.** (for sl. no. 3 to 8). Documents download/sell end date (online): **04.01.2025** at **4 p.m.** (for sl. no. 3 to 8). Bid submission start date (online): **24.12.2024** at **4 p.m.** (for sl. no. 3 to 8). Bid submission closing (online): **04.01.2025** at **4 p.m.** (for sl. no. 3 to 8). Bid opening date for technical proposals (online): **06.01.2025** at **4 p.m.** (for sl. no. 3 to 8). The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024** at **5 p.m.** (for sl.no. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl.no. 1 to 8).
1091/24-25

ফ্যাশন- রূপচর্চা

বিয়ের দিন যেহেতু লাল রঙের প্রাধান্য এখনো কনে সাজে

এখনও অনেক বাড়িতে অনুষ্ঠান হয় ঘরোয়াভাবেই। দুই পরিবারের হাতে গোনা কিছু মানুষের উপস্থিতিতেই হয়ে যায় পুরো আয়োজন। বিশেষ এই দিনে কনে সাজে থাকতে পারেন হালকা বা একটু ভারী সাজ। শাড়িকেই সাধারণত বেছে নেওয়া হয়। বিয়ের দিন যেহেতু লাল রঙের প্রাধান্য এখনো আছে কনে সাজে, শাড়ির রঙে থাকে ভিন্নতা। সাদা, সোনালি, ম্যাজেন্টা কিংবা গাঢ় বেগুনির মতো রঙেও সেজে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন কনেরা। মুক্তা, কাটা নকশা, কুন্দন কিংবা নবরত্নের গয়নায় সেজে ওঠেন নতুন বউয়েরা। ম্যাজেন্টা রঙের এই জামদানি আদর্শ। রঙে উজ্জ্বল কিন্তু ওজনে হালকা হওয়ায় কনে পরে আরাম পাবেন। হালকা সাজই বেছে নেওয়া হয়েছে এই শাড়ির সঙ্গে। দুল, মালা, সবুজ রঙের কাচের চুড়িতেই সাজে চলে এসেছে কনে ভাব। কপালে ছোট টিপ, চোখের নিচে সাদা কাজল, ওপরে আইলাইনারের টান, হালকা রঙের আইশ্যাডো, চুলের মাঝখানে সিঁথি করে পেছনে ক্লিপ দিয়ে

আটকানোবর্ণনা শুনতে যেমন ছিমছাম লাগছে, দেখতেও লাগছে গোছানো। সাদা রঙের শাড়িতেও কনে সাজতে পারেন। মসলিনের ওপর পেটানো কাজ করা। সঙ্গে এমারেল্ড আর জারকন পাথরের গয়না বেছে নেওয়া হয়েছে। সাদা আর সবুজ রং একসঙ্গে থাকলে সাজে চলে আসে স্নিগ্ধতা আর অভিজাত ভাব। ছিমছাম মেকআপ আর খোঁপায় সাজ সম্পূর্ণ। শাড়ির সঙ্গে কোটি পরতে পছন্দ করেন অনেকেই। চাইলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন কিছুটা। সোনালি রঙের সিল্কের শাড়িটির ওপর ভরাট কাঁথা স্টিচের কাজ করা। ভিন্নতা আনতে কালো আর ম্যাজেন্টা আছে। এখন আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা, চাদর বা সোয়েটারের বদলে কোটিতে বরং স্টাইলিশ লাগবে।

চুল এখানেও খোলা, কপালে আছে টিকলি আর টিপ। সাজের বেজ হালকাই রাখা হয়েছে। লিপস্টিক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে মেরুন রংকে। নাকের নথ, গলার চোকার এবং সীতাহার ধাঁচের মালায় ভারী সাজতে চান। এ ক্ষেত্রে মেকআপটা একদমই হালকা থাকতে পারে। লিপস্টিকের জন্য এখানে নুড রংকে বেছে নেওয়া হয়েছে। টান টান করে খোঁপা করা হয়েছে। ভিন্টেজ স্টাইল

সাজানো হয়েছে সারিকা সাবাহকে। ভারী মনে করলে গলায় দুইটার বদলে যেকোনো একটি গয়নায়ও সেজে ওঠা যায়। গাঢ় বেগুনি রঙের শাড়ির আভিজাত্য আলাদা। চোখ ফেরানো যায় না। অনেকেই একটু ভালোবাসেন অনেকেই। এ ধারার সাজেও সেজে উঠতে পারেন চাইলে। গয়না আর চুলের সাজের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে এ ক্ষেত্রে। মুক্তার গয়না আর কপালের কাছের চুলগুলোতে একটু ভাঁজ রাখতে

পারলে ভালো হয়। সাজে বাহুল্য নেই একেবারেই। মেরুন লিপস্টিক, চোখে আইলাইনার আর হালকা বেজেই সাজ সম্পূর্ণ। নিচু করে বাধা খোঁপায় লাল অর্কিড লাগানো। মসলিন শাড়ির ওপর হাতে আঁকা ফুল আর জরির কাজ করা পাড় সাজটিতে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে।

ছেলেদের মাথায় শীতে খুশকি, উপায় জানতে হলে পড়তে হবে

শীতের শুরুতেই বাতাসে আর্দ্রতা কমে যায়, ফলে আবহাওয়া হয়ে ওঠে শুষ্ক। পাশাপাশি বেড়ে যায় দূষণ ও ধুলাবালুর প্রকোপও। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে চুলে। চুল হয়ে পড়ে রুক্ষ ও নিষ্প্রাণ। ত্বকের পাশাপাশি এ কারণে চুলেরও বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। সঠিক যত্নে এই শীতেও চুল থাকবে সুন্দর ও সতেজ। জেনে নিন এ সময় চুলে কী কী সমস্যা হতে পারে।

ছেলেদের চুলের প্রধান শত্রু খুশকি। বলা হয়, মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা এ সমস্যায় বেশি ভোগেন। মেলাসিজিয়া ছত্রাক, সঠিক যত্নের অভাব, দূষণ, আবহাওয়া, সেবোরিক ডার্মাটাইটিস, অতিরিক্ত শুষ্ক বা তৈলাক্ত মাথার ত্বক খুশকির অন্যতম কারণ। যেকোনো সময়ের তুলনায় শীতে খুশকির প্রকোপ বেড়ে যায়। অধিকাংশ ছেলের ধারণা, শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করলেই খুশকি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। শ্যাম্পু ব্যবহার করলে মাথার ত্বকের মৃত কোষ দূর হয় অল্প পরিমাণে। ভালোভাবে মাথার ত্বক পরিষ্কার হয় না। বিশেষ করে যাঁদের মাথার ত্বক বেশি শুষ্ক বা তৈলাক্ত বা অনেক বেশি খুশকিযুক্ত, তাঁদের এক্সফোলিয়েশন অত্যন্ত জরুরি। অনেকের কাছে মাথার ত্বকের এই এক্সফোলিয়েট করাটা বেশ ঝামেলার মনে হতে পারে। কিন্তু এক্সফোলিয়েশন প্রতিদিন করার প্রয়োজন নেই। শুষ্ক ত্বকে সপ্তাহে এক দিন ও তৈলাক্ত ত্বকে দুই দিনই যথেষ্ট। ঘরে থাকা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে খুব সহজেই মাথার ত্বকের এক্সফোলিয়েটর বানিয়ে ফেলা যায়। এক টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে এক টেবিল চামচ অ্যাপল সিডার ভিনেগার ও আধা চামচ লবণ মেশালেই চলবে। মাথার ত্বকে মৃদু ঘষে লাগান। তবে এক্সফোলিয়েটের পর শ্যাম্পু করা উচিত নয়। কারণ, এক্সফোলিয়েট করার পর চুলের গোড়া নরম থাকে। চাইলে এক্সফোলিয়েট করার আগে শ্যাম্পু করা যেতে পারে। ছেলেদের চুল নিয়ে যে সমস্যা দেখা দেয়, সেটার অন্যতম কারণ তাঁদের অসচেতনতা ও জীবনযাপন। চুল পড়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করলেও, সঠিক কারণটি বের করতে চান না অনেকেই। অনেকে ওজন কমাতে খাওয়া কমিয়ে দেন। ফলে শরীর সুষম খাবার থেকে বঞ্চিত হয়, প্রভাব পড়ে চুলে। থাইরয়েড গ্রন্থির অসুখেও চুল পড়াসহ অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাক ব্রাশ করেন, তাঁদের কপালের ওপরের অংশের চুল কমে যেতে পারে। তাই মাঝেমধ্যে চুল আঁচড়ানোর ধরন পাল্টানো উচিত। এতে স্টাইলেও পরিবর্তন আসবে।

ভুলবশত লোহিত সাগরের ওপরে নিজেদের একটি যুদ্ধবিমানকে গুলি

মার্কিন সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা আজ রোববার ভোরে ভুলবশত লোহিত সাগরের ওপরে নিজেদের একটি যুদ্ধবিমানকে গুলি করে মাটিতে নামিয়েছে। যুদ্ধবিমানটিতে দুজন পাইলট ছিলেন। গুলিতে মাটিতে নামার সময় উভয় পাইলট যুদ্ধবিমানটি থেকে বেরিয়ে পড়েন।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড এক বিবৃতিতে বলেছে, স্পষ্টত প্রতীয়মান, নিজেদের ছোড়া গুলির (ফ্রেন্ডলি ফায়ার) ঘটনার পর দুজন পাইলটকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন সামান্য আহত হয়েছেন। সেন্ট্রাল কমান্ডের তথ্য অনুসারে, মাটিতে নামা এফএ-১৮ হর্নেট যুদ্ধবিমানটি মার্কিন নৌবাহিনীর। মার্কিন যুদ্ধবিমানবাহী রণতরি হ্যারি এস ট্রুম্যান থেকে যুদ্ধবিমানটি উড্ডয়ন করেছিল। সেন্ট্রাল কমান্ডের বিবৃতিতে বলা হয়, হ্যারি এস ট্রুম্যানের নিরাপত্তাবহরে থাকা ক্ষেপণাস্ত্র ক্রুজার গেটিসবার্গ ভুলবশত ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে, যা যুদ্ধবিমানটিকে আঘাত করে। এক বছরের বেশি সময় ধরে নানামুখী সামরিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে লোহিত সাগর। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এর প্রতিবাদে গাজাভিত্তিক ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের সমর্থনে লোহিত সাগর দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের ওপর হামলা চালিয়ে আসছেন ইয়েমেনের ইরানপন্থী হুতি বিদ্রোহীরা। হুতি বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় অঞ্চলটিতে তৎপর

রয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা গতকাল শনিবার লোহিত সাগরের ওপর হুতি ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছে। এ ছাড়া তারা ইয়েমেনের সানায় হুতিদের কমান্ড-অ্যান্ড-কন্ট্রোলে হামলা চালিয়েছে। হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্রের ভান্ডারেও হামলা চালানো হয়েছে।

ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পাল্টা জবাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ইসরায়েলের তেল আবিবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পাল্টা জবাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল শনিবার ইয়েমেনের রাজধানী সানাতে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তেল আবিবে হুতিদের হামলার কয়েক ঘণ্টা পরেই যুক্তরাষ্ট্র এ হামলা চালাল। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড এক বিবৃতিতে বলেছে, বিদ্রোহীদের ক্ষেপণাস্ত্রভান্ডার ও অভিযান পরিচালনা কেন্দ্র লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়। বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড আরও বলেছে, লোহিত সাগরের ওপরে বেশ কয়েকটি হুতি ড্রোন ও একটি জাহাজবিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে মার্কিন বাহিনী। এর কিছু পরেই হুতি বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত আল মাসিরাহ টিভি চ্যানেলের খবরে পশ্চিমা বাহিনীকে দায়ী করে সানার আত্তান শহরে হামলার খবর জানানো হয়। মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী এ বছর বিদ্রোহীদের লক্ষ্যবস্তুতে বারবার হামলা চালিয়েছে। বৈশ্বিক বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লোহিত সাগরে জাহাজে হুতিদের হামলার পাল্টা হিসেবে এসব হামলা চালানো হয়েছে। ইয়েমেনের হুতি গোষ্ঠীর ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলের তেল আবিব শহরের একটি পার্কে গতকাল শনিবার আঘাত হেনেছে। তেল আবিবের জাফা এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্রটির আঘাতে ২৩ জন সামান্য আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রটি ভূপাতিত করতে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে বলে স্বীকার করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। এটি একটি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ছিল বলে দাবি করেছে হুতিরা। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে ইয়েমেনের ‘সামরিক স্থাপনায়’ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরায়েল। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে ইয়েমেনের রাজধানী সানা ও বন্দরনগরী হোদেইদাহতে বিদ্যুৎকেন্দ্র ও জ্বালানি স্থাপনায় হামলা চালায় ইসরায়েল। ওই হামলায় কমপক্ষে ৯ জন নিহত হন। হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের পাল্টা জবাবে এ হামলা চালানো হয় বলে দাবি করে ইসরায়েল। গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল। এ হামলা বন্ধের দাবি এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইসরায়েল লক্ষ্য করে প্রায়ই ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে আসছে হুতিরা। জবাবে ইয়েমেনের বিদ্যুৎ, বন্দর ও জ্বালানি স্থাপনায় একাধিকবার হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত ধর্ষণ মামলা, স্বামী ও প্রধান আসামি ডোমিনিক পেলিকোতকে ২০ বছর কারাদণ্ড

ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত ধর্ষণ মামলা এটি। ভুক্তভোগীর পরিচয়, সামাজিক মর্যাদা এসব বিষয় বিবেচনা করে দেশটিতে সাধারণত এ ধরনের মামলার বিচারকাজ উন্মুক্ত থাকে না। কিন্তু ভুক্তভোগী গিস লের অনুরোধেই আলোচিত এই মামলার বিচারকাজ সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১৫ সপ্তাহের বিচারপ্রক্রিয়া শেষে গত বৃহস্পতিবার মামলার রায় হয়। মামলায় গিস লের প্রাক্তন স্বামী ও প্রধান আসামি ডোমিনিক পেলিকোতকে ২০ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন ফ্রান্সের অ্যাভিগনোন শহরের একটি আদালত। এ ছাড়া আরও ৫০ আসামিকে ৩ থেকে ১৫ বছর মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে তাঁদের মধ্যে দুজনের কারাদণ্ড স্থগিত করা হয়েছে। গিস লেকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করতেন ডোমিনিক। এরপর অন্য পুরুষ দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করাতেন তিনি। এভাবে চলেছিল প্রায় এক দশক। একবার-দুবার নয়, এমন ভয়ংকর ঘটনা ৯২ বার ঘটেছে গিস লের সঙ্গে। ডোমিনিক অনলাইনে এসব লোক ঠিক করতেন। গত সেপ্টেম্বরে আলোচিত এ মামলার বিচার শুরু হয়। ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্য ও কৌঁসুলিরা সব আসামির যেমন শাস্তি আশা করেছিলেন, তেমনটি না হওয়ায় তাঁরা কিছুটা হতাশ। রায় শেষে গিস লের পরিবারের এক সদস্য সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ডোমিনিককে লঘু শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ শাস্তিতে গিস লের সন্তানেরা হতাশ। রায় হয়ে গেলেও গিস লের মামলা, পরবর্তী সম্ভাব্য ঘটনাপ্রবাহসহ কিছু বিষয় নিয়ে এখনো কয়েকটি প্রশ্ন রয়ে গেছে। এমন কিছু প্রশ্ন সামনে এনেছে বিবিসি। গিস লে এখন কী করবেন গত সেপ্টেম্বরে অ্যাভিগনোনের আদালতে মামলাটির বিচার শুরু হওয়ার আগপর্যন্ত গিস লে ফ্রান্সে পরিচিত কেউ ছিলেন না। কিন্তু তিনি এখন ফ্রান্সজুড়ে পরিচিত একটি নাম। ইতিমধ্যে গিস লে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর প্রাক্তন স্বামীর পদবী ‘পেলিকোত’ আর ব্যবহার করবেন না। কিন্তু এতটা আলোচিত হওয়ার পর গিস লের পক্ষে কি আর সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করা সম্ভব হবে? তাঁর জন্য তা অসম্ভবই হবে। ডোমিনিকের অপরাধের বিষয়টি সামনে আসার কিছুদিন পর তাঁর মেয়ে ক্যারোলিন ডারিয়ানকে তলব করে পুলিশ। ক্যারোলিনকে পুলিশ স্টেশনে গেলে তাঁকে কিছু ছবি দেখানো হয়। ছবিতে এক নারীকে দৃশ্যত অজ্ঞান অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর পরনে ছিল অপরিচিত অন্তর্বাস। পরবর্তী সময়ে ক্যারোলিন বলেন, ছবিতে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করার পর তাঁর জীবন ‘থমকে’ গিয়েছিল। মেয়ে ক্যারোলিনকে স্পর্শ করার কথা ডোমিনিক বারবার অস্বীকার করে এসেছেন। তবে আদালতে শুনানি চলাকালে বিভিন্ন সময় ক্যারোলিনকে যন্ত্রণাকাতর ও বিধ্বস্ত মনে হয়েছে। ক্যারোলিন বলেন, তিনি কখনো তাঁর পিতাকে বিশ্বাস করবেন না। তাঁর দিকে ডোমিনিক ‘অভদ্র’ চোখে তাকিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন ক্যারোলিন।

কতজন আসামি আপিল করবেন, মামলায় ডোমিনিক ছাড়া বাকি আসামিরা বাদীপক্ষের কৌঁসুলিদের দাবির চেয়ে কম কারাদণ্ড পেয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, দণ্ড পাওয়া আসামিদের মধ্যে কতজন আপিল করবেন? মামলায় রায় ঘোষণার পর আসামিপক্ষের কিছু আইনজীবীকে সন্তুষ্ট মনে হয়েছে। এর অর্থ হলো, তাঁরা নিজেরা মক্কেলদের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য নিরুৎসাহিত করবেন। বিচারকাজ শুরুর আগে আসামিদের অনেকে আটক ছিলেন। এখন তাঁদের কারাদণ্ডের মেয়াদ থেকে বিচারের আগে আটক থাকার সময় বাদ যাবে। ফলে কেউ কেউ সাজাভোগ শেষে শিগগির কারাগার থেকে মুক্তি পেতে পারেন। রায়ের পর দুই ব্যক্তি ইতিমধ্যে আপিল করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকে পেয়েছেন আট বছরের কারাদণ্ড। ১২ বছর কারাদণ্ড পাওয়া আরেক ব্যক্তির আইনজীবী জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেল আপিল করবেন। আরও অনেকে নির্ধারিত ১০ দিনের মধ্যে আপিল করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ডোমিনিক কি অন্য মামলাতেও দোষী সাব্যস্ত হবেন

ডোমিনিক ১৯৯৯ সালে প্যারিসের উপকণ্ঠে ২৩ বছর বয়সী আবাসন খাত-সংশ্লিষ্ট এক নারীর ওপর হামলা ও ধর্ষণচেষ্টার কথা স্বীকার করেছেন। ইথার মিশ্রিত একটি কাপড় দিয়ে মারিনো (ছদ্মনাম) নামের এই নারীর মুখ চেপে ধরেছিলেন ডোমিনিক। কিন্তু মারিনোর প্রতিরোধের মুখে একপর্যায়ে ডোমিনিক পালিয়ে যান। গিস লের মামলায় ২০২১ সালে ডোমিনিক গ্রেপ্তার হন। এর আগপর্যন্ত মারিনোর সঙ্গে ঘটা ঘটনার বিষয়ে ডোমিনিকের সম্পৃক্ততা জানা যায়নি। গ্রেপ্তার হওয়ার পর মারিনোর জুতায় পাওয়া রক্তের ফোঁটার সঙ্গে ডোমিনিকের ডিএনএ মিলিয়ে দেখা হয়। এরপর ডোমিনিক তাঁর অপরাধ স্বীকার করেন। ডোমিনিকের বিরুদ্ধে আরেকটি ধর্ষণ ও হত্যাসংক্রান্ত মামলা আছে। সোফি নারমে নামের আবাসন খাতের এক তরুণীকে ১৯৯১ সালে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল। এই মামলায় কোনো ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তারা বলেন, দুই ঘটনার মধ্যে অনেক মিল আছে, যা কাকতালীয় হতে পারে। ডোমিনিক এই ঘটনায় যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে একই ধরনের আরও কিছু মামলা আছে। রায় কি অবস্থা বদলাবে প্যারিসের এক বাসিন্দা বলেন, ডোমিনিকের বিচারের ‘পূর্ব’ ও ‘পরবর্তী’ অবস্থা বলে একটি ব্যাপার ভবিষ্যতে দেখা যাবে। ডোমিনিকের বিচার ঘিরে গত কয়েক মাসে ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। ধর্ষণ, সম্মতি, নারীদের প্রতি সহিংসতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা হয়েছে। অনেকে ধর্ষণের শাস্তি কঠোর করা, তথা বাড়ানোর কথা বলেছেন। আবার ‘সম্মতি’ বিষয়ে ফরাসি আইনে পরিবর্তন আনার আহ্বানও জানিয়েছেন অনেকে।

গোঘাটে কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে গাছ অভিযোগ, তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির মদতে চলছে বৃক্ষ নিধন

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট হুগলি, ২২ ডিসেম্বরঃ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকেই কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে গাছ। অভিযোগ, তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির মদতে চলছে বৃক্ষ নিধন। যদিও তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির দাবি আইন মেনেই যাবতীয় কাজ হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরামবাগের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোরদার চাপানউতোর। বর্তমানে গোঘাটের পশ্চিমপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপুর গ্রামের কল্লাইপুকুরের পাড়ে কয়েক হাজার গাছ কাটা চলছে। পঞ্চায়েতে সদস্যদের অন্ধকারে রেখে গাছ বিক্রির টেন্ডার ডাকা হয়েছিল বলে অভিযোগ। চাপানউতোরের এখানেই শেষ নয়। শোনা যাচ্ছে আসলে যে টাকায় গাছগুলি বিক্রি করা সম্ভব হতো তার থেকে চারগুণ কম দামে গাছগুলি বিক্রি করা হচ্ছে। আর পুরো কাজটাই নাকি করছে অঞ্চল সভাপতির লোকজন। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে বলছেন পাঁচ লক্ষ টাকার কাজ হলে অনলাইন টেন্ডার করতে হবে সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান বলছেন পুকুর পাড়ে টেন্ডার হয়েছে। এখানেই উঠছে প্রশ্ন। টেন্ডারের নোটিশ পঞ্চায়েতের বোর্ডে ঝোলানো হল না কেন? প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা।

এদিকে ১টি গাছ কাটলে লাগাতে হবে তিনটি গাছ, বলছে বনের আইন। কিন্তু, সেই আইনও মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে এলাকায়।

গাছ কাটার আগে নতুন করে কেন লাগানো হল না গাছ? বন দফতর থেকে অনুমতি নেওয়া হলেও কতগুলি গাছ কাটার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। বন দফতরের কাছেও কি হিসাব আছে? এই সব প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছে বিরোধীরা। চলছে শাসক-বিরোধী তরজা। যদিও তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি ফরিদ খান সমস্ত অভিযোগই উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট দাবি, যা হয়েছে সবই নিয়ম মেনে।

গ্যাস ট্যাঙ্কার উল্টে গেলে তীব্র আতঙ্ক

হাওড়া, ২২ ডিসেম্বরঃ রবিবার হাওড়া বাগনান থানা এলাকার চন্দ্রপুরে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি গ্যাস ট্যাঙ্কার উল্টে গেলে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। হলদিয়া থেকে মৌড়ীগ্রাম যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল এবং বাগনান থানার পুলিশ পৌঁছে পুরো এলাকায় ঘিরে ফেলে। টাংকার থেকে গ্যাস বের হতে থাকায় এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়। টাংকারের লীক সারাতে খবর দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েলের কর্মীদের। এই ঘটনায় কলকাতা মুখী লেনে যানজটের সৃষ্টি হয়।

ডিমা হাসাওয়ে ৩,৪০৮ জনের হাতে নতুন রেশন কার্ড বিতরণ দেবোলাল, নন্দিতা ও মোহিতের

হাফলং, ২২ ডিসেম্বর ঃ রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (এনএফএসএ)-এর অধীনে দ্বিতীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন রেশন কার্ড বিতরণ করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। আজ রবিবার হাফলং লেকের পাশে অ্যাম্পি থিয়েটারে সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে নতুন রেশন কার্ড বিতরণ পর্ব। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ এবং খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের পক্ষ থেকে এই রেশন কার্ড বিতরণের আয়োজন করা হয়। এদিন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা উত্তর লখিমপুর থেকে সরাসরি ভার্চুয়াল সম্প্রচারের মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্যায়ে রেশন কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন। হাফলঙে রেশন কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক সীমান্তকুমার দাস প্রমুখ। এদিন মোট ৩,৪০৮ জন সুবিধাভোগীর হাতে নতুন রেশন কার্ড তুলে দিয়েছেন দেবোলাল গার্লোসা, মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা এবং মোহিত হোজাই। উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলায় এখন পর্যন্ত মোট ৩৭ হাজার ৯২ সুবিধাভোগীকে নতুন রেশন কার্ডের আওতায় আনা হয়েছে।

কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাংকে ভোট লুঠের অভিযোগে এগরায় শুভেন্দু অধিকারীর তীব্র আক্রমণ

এগরা, ২২ ডিসেম্বরঃ রবিবার বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নির্বাচনে ভোট লুঠের প্রতিবাদে এগরার দীঘা মোড়ে বিজেপির উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন যে কাঁথি কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নির্বাচন কেন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে এগরা থেকে জেড়থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাতে ভোট লুঠ করা যায়। তিনি দাবি করেন, তৃণমূল নেতা আয়ুব খানের নেতৃত্বে এই লুঠ সংঘটিত হয়েছে। আয়ুব খানকে সতর্ক করে শুভেন্দু বলেন, আয়ুব ব্যাটা, তুমি মুম্বাইতে ব্যবসা করো। ওখানে কোন সরকার আছে জানো তো! আয়ুবের ডিটেলস আমাকে দিবেন, কী করে উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করতে হয় সেটা আমার জানা আছে। আমার নাম শুভেন্দু অধিকারী। এগরার বিধায়ক তরুণ মাইতিকে আক্রমণ করে শুভেন্দু ঘোষণা করেন, জানুয়ারি মাসে বালিঘাইতে একটি বড় সভা করবো। শিক্ষক থেকে অধপতিত হওয়া এগরার বিধায়ক তরুণ মাইতিকে হারাবো। ২৬ সালের নির্বাচনে হারাধন তরুণ মাইতি এর উত্তর পাবে। আপনাকে লোকসভায় হারিয়েছি, বিধানসভায়ও হারাবো। বলে বলে হারাবো, আপনারা যা খুশি করুন সরাসরি চ্যালেঞ্জ এগরার বিধায়ককে। রাজ্যের ভোটার তালিকায় জঙ্গিদের নাম অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, শুধু ভোটার লিস্টে নয়, সৌকত মোল্লার বিখ্যাত ক্যানিং-এ জাভেদ মুন্সি ধরা পড়েছে। কাশ্মীরের পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে। কাশ্মীরের পুলিশ পাকিস্তানের জঙ্গিকে ধরেছে। এগরার জেড়থানের আরেক জঙ্গি আয়ুব খান। গোটা রাজ্যটাই জঙ্গিতে ভর্তি হয়ে গেছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তৃণমূল ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ভোট পেয়েছে, তার মধ্যে ২ কোটি মুসলমানের ভোট, বাকি ৪০ লক্ষ ছাপ্পা ভোট। ডায়মন্ড হারবারে হিন্দুদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি, পিংলার একটি মন্ডলে কোনো হিন্দু ভোট দিতে পারেনি, জেড়থানে বিজেপি একটাও ভোট দিতে পারেনি।

Name Change

I , Nur Alam Sekh @ SK Nur Alam S/O- Sekh Nur Mahammad @ Sekh Nurmahammad resident of Vill- Badagachi, P.O.- Sanko, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713141, have changed my name and shall henceforth be known as ‘SEKH NUR ALAM’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 18/12/2024. That Nur Alam Sekh , SK Nur Alam And Sekh Nur Alam all are same and one identical person.

Name Change

I , SK Firoj Mahammad @ SK Firoj Mohammad S/O- Sekh Nur Alam @ Nur Alam Sekh resident of Vill- Badagachi, P.O.- Sanko, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713141, have changed my name and shall henceforth be known as ‘FIROJ MOHAMMAD SEKH’ vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 18/12/2024. That SK Firoj Mahammad , SK Firoj Mohammad And Firoj Mohammad Sekh all are same and one identical person.

আবাস তো হল, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র ভবিষ্যৎ কী? অ্যালেন পার্কের দিকে তাকিয়ে অনেকেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার নবান্ন থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলার বাড়ি তথা রাজ্য আবাস প্রকল্পের বরাদ্দ রিলিজ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তা নয়, মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছেন, এ যাত্রায় যেমন ১২ লক্ষ পরিবার টাকা পাবে, তেমনই ২০২৫ সালে আরও ১৬ লক্ষ প্রান্তিক পরিবারকে বাড়ি বানাতে টাকা দেবে তাঁর সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারী মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে যে, তাঁদের মহার্ঘ ভাতার ভবিষ্য কী? এই কৌতূহল তৈরি হওয়ার আরও কারণ রয়েছে। গত বছর ২১ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্ক থেকে ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ছিল ফের সেই দিন। কাল অ্যালেন পার্কে বড়দিনের উৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তিনি বৃহস্পতিবার মহার্ঘ ভাতা নিয়ে তিনি কোনও ঘোষণা করেন কিনা সেই আগ্রহ তৈরি হয়েছিল রাজ্য সরকারি কর্মচারি মহলে। কেন্দ্রের সঙ্গে সমহারে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে এমনিতে ২২ ডিসেম্বর থেকে তিন দিন নবান্ন সভাঘরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করে রেখেছে কর্মচারিদের সংগ্রামি যৌথ মঞ্চ। এবারও সেই আন্দোলন ফের শুরু হতে চলেছে। এ ব্যাপারে বুধবার যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী গত বছর স্বেচ্ছায় ডিএ বাড়াননি। আমাদের আন্দোলনের জন্য সরকারের প্যানিক অ্যাটাক হয়েছিল। এবারও নবান্নের সামনে অবস্থান কর্মসূচির জন্য আদালতের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিরা ৫৩ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পান। অর্থাৎ কেন্দ্র-রাজ্য মহার্ঘ ভাতার ফারাক রয়েছে ৩৯ শতাংশ। তবে মুখ্যমন্ত্রী আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কেন্দ্রের হারে মহার্ঘ ভাতা কোনওভাবেই দেবে না রাজ্য সরকার। কারণ রাজ্যের সেই আর্থিক সঙ্গতি নেই। রাজ্যের এই বেতন কাঠামো কারও পছন্দ না হলে তিনি কেন্দ্রের চাকরি খুঁজতে পারেন। তাতে বাধা নেই।

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান মন্ত্রীর

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান মন্ত্রীর

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ২২ ডিসেম্বর ঃ হ্রিং উৎসব মানেই ত্রিপুরার জনজাতিদের নিজস্ব ক্যালেন্ডারে বর্ষবরণ উৎসব। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমাগুলির মত তেলিয়ামুড়া মহকুমা ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা হ্রিং উৎসব কমিটির উদ্যোগে মানিক বাজার এলাকায় ১৪৩৫ বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হয় শনিবার মধ্যরাতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য কমল কলই সহ অন্যান্যরা। শনিবার রাত ঠিক বারটায় বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর মধ্য দিয়ে ১৪৩৫ বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এই অনুষ্ঠানে দূর দুরান্ত থেকে আগত বিপুল সংখ্যক মানুষ মোমবাতি জ্বালিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনগণের সাথে আনন্দে মেতে উঠতে দেখা যায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, এডিসির ইএম কমল কলই সহ আমন্ত্রিত অতিথিদের। সারারাত চলে ত্রিপুরা রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক সংগীতানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা যুবকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেন, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা হলে সুস্থ সবল সমাজ গড়ে উঠবে। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

তিনসুকিয়ার কাকোপথারে সড়ক দুর্ঘটনা, হত এক মহিলা ও অরুণাচল পুলিশের কনস্টেবল সহ তিন

তিনসুকিয়া (অসম), ২২ ডিসেম্বর ঃ তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত কাকোপথারের নবজ্যোতি গ্রামে সংঘটিত ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় এক মহিলা ও অরুণাচল প্রদেশ পুলিশের কনস্টেবল সহ ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা পুলিশ কনস্টেবল নারায়ণ দুবে বলে শনাক্ত করা হলেও এ খবর লেখা পর্যন্ত বাকি দুজনের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। আজ বৃহস্পতিবারের পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। কাকোপথার থেকে কিছু দূরে এআর ১৭ ৫৩১৯ নম্বরের একটি ডাম্পার গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। এক সময় যাত্রীবাহী এএস ০১ এইচ ০৮১১ নম্বরের একটি হুন্ডাই আই-১০ সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে ডাম্পারে। সংঘর্ষ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, আই-১০-এর দুই যাত্রী এবং ডাম্পার-চালকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার পর অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা পুলিশ কনস্টেবল নারায়ণ দুবে, মহিলা সহ ডাম্পারের চালককে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের সকলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ, [illegible] ভুল পার্কিঙের দরুন মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাংলা প্লাস আবাসের সার্ভে শুরু হতেই ব্লক দপ্তরে অভিযোগ দায়ের, খোঁচা বিজেপির, সাফাই তৃণমূলের

তনুজ জৈন, মালদা, ২২ ডিসেম্বরঃ বাংলা প্লাস আবাসের সার্ভে শুরু হতেই বারবার সামনে আসছে আবাস কেলেঙ্কারি। এবার আবাসের ভুতুড়ে তালিকা। তালিকায় নাম মৃত ব্যক্তির। যিনি আবার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার ভাসুর। সাথে নাম রয়েছে ওই সদস্যার স্বামীরও। কিন্তু ওই এলাকার এক তৃণমূল কর্মী যার টাটির বাড়ি প্রথমে তালিকাতে নাম থাকলেও নাম বাদ গেছে। ব্লক প্রশাসনে অভিযোগ দায়ের করলেন ওই উপভোক্তা। সাথে তার আরো অভিযোগ ওই এলাকায় যাদের পাকা বাড়ি আছে তাদের নাম তালিকায় আছে। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলকে আক্রমণ করেছে বিজেপি। যদিও তৃণমূলের দাবি ওই সদস্যার স্বামী দিনমজুর। তার টিনের বাড়ি রয়েছে। তাই নাম রয়েছে তালিকায়। ব্লক প্রশাসন সূত্রের খবর তালিকায় যেসব মৃত ব্যক্তির নাম থাকছে। তাদের নাম নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাইরা গ্রামের ঘটনা। ওই এলাকার বাসিন্দা রাজিব মিয়া হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেছেন। তার অভিযোগ প্রথমে তালিকাতে নাম থাকলেও দুইবার সার্ভে হওয়ার পর চূড়ান্ত তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে। কিন্তু এলাকায় যাদের পাকা টাইলসের বাড়ি তাদের নাম আছে। অভিযোগকারী একজন তৃণমূল কর্মী। এদিকে তালিকা সামনে আসতেই চক্ষু চড়ক গাছ। তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা কোহিনুর বেগমের স্বামী আহমেদ হাসান এবং ভাসুর মেহেদী হাসানের নাম রয়েছে এই তালিকায়। যেখানে মেহেদী হাসান দুই বছর আগে মারা গেছেন। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে সার্ভে অফিসারদের ভূমিকা নিয়ে। কেন তাহলে সঠিক সার্ভে হচ্ছে সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান ধরমা মন্ডলের দাবি মৃত ব্যক্তির নাম ১৮ সালের তালিকাতে ছিল।

হয়তো এখানে কিছু ভুল হয়েছে। আর সদস্য হলেও কারোর নামে যদি পাকা বাড়ি না থাকে নাম থাকতেই পারে। পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী আহমেদ হাসান একই দাবী করেছেন। জেলা বিজেপি সম্পাদক রুপেশ আগরওয়ালের প্রশ্ন সার্ভের পর কি ভাবে মৃত ব্যক্তির নাম তালিকায় থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। সমগ্র ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। অভিযোগকারী উপভোক্তা রাজিব মিয়া বলেন, আমার কাঁচা বাড়ি। তালিকা তে প্রথম নাম ছিল। সার্ভে হওয়ার পর বাদ গেল। কিন্তু যাদের পাকা বাড়ি নাম আছে। তাই অভিযোগ দায়ের করেছি। পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী আহমেদ হাসান জানান, দেখুন আমি জমিতে কাজ করি। উপরে টিনের চাল। তাই নাম রয়েছে। আমার দাদা মারা গেছেন। সেটা জানি না কিভাবে নাম আছে। তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত প্রধান ধর্না মন্ডলের বক্তব্য, যে কোনো দলের সদস্য হতেই পারে।

জয়রামবাটিতে মহা সমারোহে পালিত সারদা দেবীর ১৭২তম জন্মতিথি

হুগলি, ২২ ডিসেম্বর ঃ বাঁকুড়ার জয়রামবাটির মাতৃমন্দিরে মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে মা সারদা দেবীর ১৭২তম জন্মতিথি। রবিবার সকাল থেকেই উসব উপলক্ষে জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরে ছিল সাজো সাজো রব। ভোরে বিশেষ পুজোর মাধ্যমে শুরু হয় এই উৎসব। এরপর চলে বিশেষ শোভাযাত্রা ও প্রভাতফেরি। মাতৃমন্দির থেকে শুরু হওয়া এই প্রভাতফেরি গোটা জয়রামবাটি গ্রাম পরিক্রমা করে ফের মাতৃমন্দিরেই শেষ হয়। এদিন দিনভর মাতৃমন্দিরে বিশেষ পুজো, পাঠ, নাম গান ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পবিত্র দিনে উৎসবে সামিল হতে শুধু এ রাজ্য নয়, ভিন রাজ্য থেকেও অসংখ্য পুণ্যার্থী মাতৃমন্দিরে এসে হাজির হন। একই ছবি মাত্র ৬ কিলোমিটার দূরের কামারপুকুরেও। সারদা দেবীর ১৭২তম জন্ম তিথি পালন করা হচ্ছে হুগলির পুণ্যভূমি কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে। এই উপলক্ষে সকাল থেকেই বিশেষ পুজোও শুরু হয়। সকাল থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা জয়রামবাটির পাশাপাশি কামারপুকুরেও আসছেন।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে টোটোর ভিড়ে আজ আরও ব্রাত্য রিক্সা

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২২ ডিসেম্বরঃ বেশ কয়েকবছর আগে রাস্তায় দেখা যেত সারিবদ্ধ হয়ে কয়েকশো রিকসা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আজ সেই রিক্সার সারি দেখা যায় না। সবটাই হাতে গোনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যে কয়েকটা রিক্সা রয়েছে তাঁর চালকদের সংসার চালানো ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এসব কিছুর পিছনে রয়েছে আধুনিক যান টোটো। বাজারে আসার পর থেকে হুহু করে প্রচুর টোটো বিক্রি হয়েছে। অধিক মুনাফা লাভের আশায় অধিকাংশ চালকরা তাঁদের রিক্সা বিক্রি করে টোটো কিনেছে। আর তাতে বাধ সেধেছে রিকসা চালকদের রুজি রোজগারে। উপযুক্ত রোজগার না হওয়ায় তাঁদের দিন আনা দিন খাওয়া সংসারের লক্ষীর ভাঁড়ে টান পড়েছে। প্রতিদিন সকাল হতেই রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েন চালকরা ভাড়ার আশায়। তারপর ভাগ্যক্রমে কোনও ভাড়া জুটলে কিছু কামাই হয়। কপাল ভালো যায় সেদিন, যেদিন গলদঘর্ম হয়ে ছায়াতে বসে বি।তে সুখের টান দিয়ে ঠান্ডা মিঠেল হাওয়ায় একটু জিরিয়ে নেন ওঁরা। তারপর সংসারের সমস্যা নিয়ে নানা চিন্তা রোমন্থন করতে থাকে। ভাবে যদি আমারও বেশ কিছু টাকা থাকলে টোটো কিনে সংসারের অভাব অনটন মেটাতাম। কিন্তু হায় ভাগ্যের পরিহাস। এক রিক্সা চালক রতন

সরকার বলেন, কী আর করব টোটো হয়ে যাওয়াতে আমাদের ব্যাবসা কমেছে ঠিকই তেমনি ভাড়া পেলে আনন্দের সীমা থাকে না। মাঝে মাঝে ভাবি ঋণ নিয়ে আমিও টোটো কিনবো কিন্তু ভয় পাই যদি ঋণ শোধ করতে না পারি। এই আছি বেশ আছি যতদিন চলে চলুক না। টোটো নিয়ে বিশ্বপ্রীয় সাহা নামে এক সমাজসেবী ও লেখক বলেন, যদি বিচার করে দেখা যায় টোটোতে পরিবেশ দূষন হয় না এবং অনেক যাত্রী একসঙ্গে নেওয়া যায়। সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমও হয় না। আবার মানবিকতার বিচার করলে সত্যি রিকসা চালকরা আজ ব্রাত্য হয়েছে। যখন তারা ভাড়া পায় না তখন তাদের করুণ মুখগুলি মনকে ভীষন নাড়া দেয়। আমার মতে সরকার যদি এদের জন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করে তা হলে হয়তো এরা বেঁচে যাবে। তবে বলাই বাহুল্য আধুনিক সময়ে টোটোর ভিড়ে রিক্সা ব্রাত্য হয়েছে।

আম্বেদকর ইস্যুতে প্রতিবাদ ডিম্পলের

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা ডঃ বি আর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ ডিম্পল যাদব বলেছেন, পার্লামেন্টে করা মন্তব্যের জন্য বিজেপির ক্ষমা চাওয়া উচিত... এটি প্রমাণ করে যে বিজেপি ডঃ বি আর আম্বেদকরের নীতির বিরুদ্ধে। ডিম্পল আরও বলেন, আমি বিশ্বাস করি যে বিজেপির উদ্দেশ্য এবং নীতি পরিষ্কার থাকলে আজ আমাদের দেশে সংরক্ষণ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা যেত। উল্লেখ্য, ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার । সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তাপ ছড়ায়। তাঁর এই মন্তব্যের পরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ । বিরোধিতায় সরব হয় বিরোধীরা। আম্বেদকরকে অসম্মান করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিরোধীরা। এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই অমিত শাহকে কোণঠাসা করতে চেয়ে সরব হয়েছেন বিরোধী সাংসদরা। বৃহস্পতিবারও তার রেশ রয়েছে সংসদ চত্বরে।

ফুলবাড়ি গজলডোবা ক্যানাল রোডে আগুনে পুড়লো দোকান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর ঃ আগুনে পুড়ে গেল ১০টি দোকান। রবিবার দুপুর নাগাদ অগ্নিকাণ্ড ঘটে ফুলবাড়ি গজলডোবা ক্যানাল রোডে পারমুন্ডা মোড়ে। রোডের এক পাশে সারিবদ্ধ থাকা দোকানগুলি পুড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভোরের আলো থানার পুলিশ ও ফুলবাড়ি এবং শিলিগুড়ি দমকল কেন্দ্রে থেকে দুইটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পুড়ে যাওয়া দোকান গুলির মধ্যে মুদিখানা, স্টেশনারি, চায়ের দোকান, বাইকের গ্যারেজ, সোনার দোকান সহ বিভিন্ন দোকান রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ প্রথমে একটি মুরগির মাংসের দোকানে আগুন লাগে। এরপর দোকানগুলিতে একে একে আগুন ধরে যায়। তবে কি কারনে আগুন লাগে তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারছেন না। স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। পরে দমকলের দুটি ইঞ্জিনের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা রায় বলেন, আগুনে বেশ কয়েকটি দোকান পুড়ে গিয়েছে। তবে কিভাবে আগুন লেগেছে তা প্রশাসন খতিয়ে দেখবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের সাধ্যমত সাহায্য করা হবে।

ত্রিপুরায় ৬টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ৭টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ

আমবাসা (ত্রিপুরা), ২২ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার ধলাই জেলার কুলাই আর এফ ভিলেজ ময়দানে ৬৬৮.৩৯ কোটি টাকার ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। রবিবার বেলা দশটা নাগাদ আমবাসা ডলুবাড়ি হেলিপেডে অবতরণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর হেলিকপ্টার। সেখান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ চলে যান হাদুক্লুক ব্রহ্মা পাড়াতে। সেখানে বসবাসকারী রিয়াং জনজাতিদের সাথে মতবিনিময় করেন অমিত শাহ। মতবিনিময় শেষে চলে আসেন আমবাসা মহকুমাধীন মাসুরাই পাড়ায়।এখানে সভাস্থলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৬৬৮.৩৯ কোটি টাকার ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে ৬টি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন সেগুলি হল- ধলাই জেলার ব্রহ্মাপাড়াতে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এস বি স্কুল, ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হেলথ এবং ওয়েলনেস সেন্টার, ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাজার শেড, ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ধলাই জেলার বিরাশি মাইল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন ভবন, ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত উল্টাছড়াতে হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার, এবং আগরতলা আখাউড়া রোডে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে ২৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট (এস টি পি)। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে ৭টি নতুন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন সেগুলি হল আগরতলায় ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেন্ট্রাল ডিটেকটিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমবাসায় মহকুমা শাসকের নতুন অফিস বিল্ডিং, ১৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গন্ডাতুইসায় মহকুমা হাসপাতাল।

এডিসির অফিসে ডেপুটেশন জিএমপির

তেলিয়ামুড়া, ২২ ডিসেম্বর ঃ ত্রিপুরায় জোট সরকার গঠন হওয়ার পর থেকেই সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যা করা হচ্ছে। মানুষ এখন কথা বলতে চাইছে, মানুষের অধিকারকে বুঝে নিতে চায়। কিন্তু সেই রকম পরিস্থিতি নেই তাই আজ মানুষকে রক্ষা করতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুনরুদ্ধার করতে জিএমপি রাজ্য কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন জোনাল এবং সাব-জোনালকে নিয়ে কনভেনশন করা হয়। এই কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মানুষের অধিকারকে রক্ষা করতে বিভিন্ন সাব জোনালগুলিতে মানুষের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

কিমের দেশে দূতাবাস খুলছে ভারত, তুঙ্গে তৎপরতা

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ ভারত সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, উত্তর কোরিয়ায় একটি নতুন দূতাবাস খুলতে যাচ্ছে ভারত। গত তিন বছরে করোনা মহামারির কারণে বন্ধ থাকার পর, ভারত আবার পিয়ং ইয়ং-এ তার দূতাবাস চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই উদ্যোগে একটি বিশেষ টেকনিক্যাল টিমও উত্তর কোরিয়ায় পাঠানো হয়েছে, যার কাজ হবে দূতাবাসে কোনো ধরনের গোপন নজরদারি ডিভাইসের উপস্থিতি খুঁজে বের করা এবং তা সরিয়ে ফেলা। ভারতের এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভারত ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে, বিশেষ করে ওই অঞ্চলে ভারতের কূটনৈতিক উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হতে পারে। পাশাপাশি, ভারতের এই পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে, কারণ আমেরিকা উত্তর কোরিযার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কিংবা সেখানে কোনো আন্তর্জাতিক দূতাবাস খোলার বিরোধী। তবে, ভারত স্বাধীনভাবে তার কূটনৈতিক নীতি অনুসরণ করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। প্রধানত, ভারতের বিশেষ টেকনিক্যাল টিমের কাজ হবে দূতাবাসে এমন কোনো ধরনের ডিভাইস খুঁজে বের করা যা গোপনে নজরদারি চালাতে পারে। এই ধরনের নজরদারি ডিভাইসগুলো সাধারণত দূতাবাসের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে এবং আন্তর্জাতিক আইনও এর বিরুদ্ধে। টেকনিক্যাল টিমের সদস্যরা বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যেমন ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ও সেন্সর, দূতাবাসের সমস্ত স্থান পরিদর্শন করবেন এবং কোনো গোপন নজরদারি ডিভাইস থাকলে সেগুলি উদ্ধার করবেন। ভারতের এই সিদ্ধান্তের পেছনে একাধিক কূটনৈতিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, ভারতের লক্ষ্য হল উত্তর কোরিয়া-ভিত্তিক কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রসার ঘটানো। যদিও উত্তর কোরিয়া আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপকভাবে অবরুদ্ধ এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন অনেক দেশই ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে, ভারত দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ব মঞ্চে স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণ করে এসেছে। ভারত নিজের কূটনৈতিক সম্পর্কের বিস্তারের জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারতের এই পদক্ষেপ উত্তর কোরিয়ার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠাচ্ছে। ভারতের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত। তবে, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে, কারণ আমেরিকা উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কিংবা তার সঙ্গে কোনো ধরণের কূটনৈতিক বিনিময়ে বিরোধী। কিন্তু ভারতের কূটনৈতিক মিশন হল বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করা, যা দেশের স্বার্থে উপকারী হতে পারে। ২০২১ সালে করোনা মহামারির পর, ভারতীয় দূতাবাস পিয়ং ইয়ং এ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে, দীর্ঘ তিন বছর পর আবারও এই দূতাবাস চালু হওয়ার ফলে ভারত উত্তর কোরিয়ায় তার কূটনৈতিক উপস্থিতি পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া, এটি ভারতের একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যাতে তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও সমৃদ্ধ হয়।

গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী সোনাপুরে স্থানীয়দের হাতে ধৃত দুই বাংলাদেশি

গুয়াহাটি, ২২ ডিসেম্বর ঃ গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী সোনাপুরে স্থানীয় জনতা দুই বাংলাদেশি নাগরিককে পাকড়াও করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছেন। ধৃত বাংলাদেশিরা সিলেট জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। আজ রবিবার সোনাপুর থানার ওসি জানিয়েছেন, গতকাল (শনিবার) রাতে বারঘরিয়া থেকে কচুতলি (কচুতলিতে গত সেপ্টম্বরের আট তারিখ থেকে টানা প্রায় এক সপ্তাহজুড়ে জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলেছিল) যাচ্ছিল তারা। তখন সন্দেহবশত দুই ব্যক্তিকে স্থানীয়রা আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বাংলাদেশের সিলেটের স্থায়ী বাসিন্দা বলে স্বীকার করেছে। এখনই আটক বাংলাদেশিদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছেন ওসি। ধৃতদের স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, গত চার মাস আগে তাঁরা ভারতীয় মুদ্রায় নগদ ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে অবৈধভাবে অসমে (ভারত) প্রবেশ করেছিল। অসমে এসে তারা কচুতলিতে কিছুদিন ধরে ' কাজ করছিল। অসমে তাদের আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী, তা এখনও অস্পষ্ট। অবৈধ কার্যকলাপ কিংবা কোনও মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে এদের কোনও যোগসাজস আছে কিনা, এ সব ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন সোনাপুর থানার ওসি। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার রাতে অসমের শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত আন্তর্জাতিক সীমান্ত টপকে ভারতে প্রবেশ করলে মাহাবুল হক এবং সাহিনা আখতার নামের দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছিল অসম পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ তাদের স্বভূমি বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল কর্মসূচিতে যোগ ক্রীড়ামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২২ ডিসেম্বর ঃ রবিবার ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল কর্মসূচিতে যোগ দিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিআরপিএফ ও ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ বাহিনীর জওয়ানরাও। জওয়ানদের সঙ্গেই নিজে সাইকেল চালিয়ে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। প্রায় ৫০০ জনেরও বেশি সাইকেল আরোহী উপস্থিত ছিলেন এদিন। ভারতের ১ হাজার ১০০-রও বেশি জায়গায় একযোগে এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U., KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/RS/39/24-25/123
Name of the work: **Repairing works of street lighting system at Loha Goli, Vikoo Lane and others in Ward No.-137, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **3,94,998.80.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/RS/40/24-25/124
Name of the work: **Improvement of street lighting system at and near Satghara Mandirtala, Satghara Lal Masjid, and other adjacent places in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **2,98,809.51.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/AA/26/24-25/118
Name of the work: **Improvement of street lighting arrangement at Panchpara, Majher Para Lane and adjacent areas in Ward No.-138 under the KMC, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **4,99,684.37.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/AA/27/24-25/119
Name of the work: **Replacement of LED fittings and other electrical works at different areas in Ward No.-141.** Estimated amount: ₹ **4,48,511.72.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/AA/28/24-25/120
Name of the work: **Repairing of street lighting system at Khanpara Lane and Hospital Goli and others in Ward No.-141.** Estimated amount: ₹ **2,99,464.94.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/AA/29/24-25/121
Name of the work: **Repairing of street lighting system at surrounding area of Bagdi Para Lane and Jelia Para Lane and Bye Lane in Ward No.-141.** Estimated amount: ₹ **3,99,570.72.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/AA/30/24-25/122
Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings at different areas of Rail Line, Jugi Para and others in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated amount: ₹ **2,95,716.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **03.01.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **26.12.2024 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-IV, KMC invites e-tender online two part bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/250/24-25/PD
Name of the work: **Development of Bustee lighting arrangement at Kamdahari Purbapara Basana Kali Bari etc. slum areas in Ward No.-111, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **2,98,993.07.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **02.01.2025 up to 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **24.12.2024 from 12 Noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-III, KMC invites open e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/618
Name of the work: **Installation of pathway lighting at South Park Street Cemetery in Ward No.-63.** Estimated amount: ₹ **3,24,566.53.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-25/630
Name of the work: **Providing 63 KVA D.G. set on hire basis for the mortuary "Peace World" at 1, Topsia Road (South), Kolkata-700046 including Fuel & Operator.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: ₹ **10,000.00 (LS).** Period of completion: **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/620
Name of the work: **Repairing of street lighting system at Ballygunge Station Road & surroundings in Ward No.-68, under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **1,98,528.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/621
Name of the work: **Repairing of glow sign board at different sites in Ward No.-68, under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **1,98,016.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/623
Name of the work: **Repairing of lighting system at Fern Road, Ballygunge Place & surrounding areas in Ward No.-68, under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **1,96,787.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/622
Name of the work: **Supply & delivery of LED lights for Fern Place, Mani Mukherjee Road & surroundings in Ward No.-68, under BR-VIII.** Estimated amount: ₹ **4,81,306.00.** Earnest money: ₹ **9,700.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **31.12.2024-4 P.M. (For Sl. No. 1 & 2)** and **03.01.2025 at 12 Noon (For Sl. No. 3 to 6).** Bid opening date for technical proposals (online): **02.01.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2)** and **03.01.2025 - 5 P.M. (For Sl. No. 3 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **20.12.2024 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

(1089/24-25)

ইডেনেই সামির আন্তর্জাতিক কামব্যাক? ভারত সফরের স্কোয়াডে জো রুট!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মহম্মদ সামির আন্তর্জাতিক কামব্যাক কি ইডেন গার্ডেন্সেই? ভারতীয় দল এখন অস্ট্রেলিয়ায়। চলছে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। এরপরই ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজ। যা শুরু হবে ইডেন গার্ডেন্সে। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের প্রত্যাশা দ্রুতই জাতীয় দলে কামব্যাক হোক মহম্মদ সামির। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিৎসকদের ছাড়পত্রের অপেক্ষা। বিজয় হাজারে ট্রফিতেও রয়েছেন সামি। এখানে ফিটনেস এবং পারফরম্যান্স দেখাতে পারলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই কামব্যাক হতে পারে সামির। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ট্রফির

মহড়াও হয়ে যাবে। ভারতের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি এবং তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। এই সফরের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিরও স্কোয়াড ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। তাদের দলে বিরাট চমক। ক্রমশ টেস্ট স্পেশালিস্ট হয়ে ওঠা জো রুটকে ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। শেষ বার এই ফরম্যাতে ভারতের মাটিতে গত ওয়ান ডে বিশ্বকাপেই খেলেছিলেন জো রুট। এত দিন শুধুমাত্র ইংল্যান্ড টেস্ট দলেরই কোচ ছিলেন ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। তাঁকে তিন ফরম্যাটেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজ দিয়ে ইংল্যান্ড হোয়াইট বল কোচ হিসেবে অভিষেক হবে ম্যাকালামের। সফর শুরু হচ্ছে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি দিয়ে। ২২ জানুয়ারি ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম টি-টোয়েন্টি। শেষ ম্যাচ ২ ফেব্রুয়ারি মুম্বইতে। ৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে ওয়ান ডে সিরিজ। তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শেষ ১২ ফেব্রুয়ারি। এরপর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। যদিও সরকারি ভাবে এর সূচি ঘোষণা হয়নি।

ভারত সফরে ওয়ান ডে ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড- জস বাটলার (ক্যাপ্টেন), জোফ্রা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, জেকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, বেন ডাকেট, জেমি ওভারটন, জেমি স্মিথ, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, জো রুট, সাকিব মাহমুদ, ফিল সল্ট, মার্ক উড।

ঘোষিত টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড- জস বাটলার (ক্যাপ্টেন), রেহান আহমেদ, জোফ্রা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, জেকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, বেন ডাকেট, জেমি ওভারটন, জেমি স্মিথ, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদ, সাকিব মাহমুদ, ফিল সল্ট, মার্ক উড।

অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের এশিয়া কাপ

বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়া সেরা ভারত

কুয়ালালামপুর, ২২ ডিসেম্বরঃ বাইশ গজের অন্যতম ভাইভোল্টেজ ম্যাচ ভারত-পাকিস্তান। যে কোনও টুর্নামেন্টেই এই দুটো টিমের লড়াই হলে পরিবেশ হয় উত্তপ্ত। তেমনই ক্রীড়া জগতে ভারত-বাংলাদেশের লড়াই নিয়ে উত্তোরত্তর ক্রীড়াপ্রেমীদের আগ্রহ বেড়েছে। এ বছর ছেলেদের যুব এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারত ও বাংলাদেশ মুখোমুখি হয়েছিল। সেখানে ভারতের ছেলেদের হারিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশের যুবরা। মেয়েদের এশিয়া কাপের ফাইনালেও সেই একই প্রতিপক্ষ নেমেছিল। এশিয়া সেরার লড়াইয়ে কুয়ালালামপুরে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও বাংলাদেশ। এখানে অবশ্য ফলাফল আলাদা। এই প্রথম বার অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হল। সেখানে বাংলাদেশকে হারিয়ে প্রথম বার চ্যাম্পিয়ন খেতাব এল ভারতে। মাত্র ১৩ দিনের ব্যবধানে বাংলাদেশকে হারের স্বাদ দিল ভারত। ৮ ডিসেম্বর ছিল অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের এশিয়া কাপের ফাইনাল। সেখানে ৫৯ রানের ব্যবধানে ভারতকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। আর আজ ২২ ডিসেম্বর হল মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনাল। বাংলাদেশকে ৪১ রানের ব্যবধানে হারিয়ে এশিয়া সেরা হলেন নিকি প্রসাদের ভারত। টস জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠান বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ভারত তোলে ১১৭ রান। নেপথ্যে ওপেনার গোঙ্গাডি তৃষার ৫২ রান। ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান ১৭ মিথিলা বিনোদের। বাংলাদেশের হয়ে ৪ উইকেট নেন ফরজানা। অল্প রানের পুঁজি হলেও বাংলাদেশকে শুরু থেকেই চাপে রাখে ভারত। বাংলাদেশের ওপেনার ফাহমিদা (১৮) ও জুয়েরিয়া ফিরদোস (২২) শুধু মাত্র দুই অঙ্কের রান করেন। বাকি ক্রিকেটাররা শুধু যেন এলেন আর গেলেন! ০ ফিরেছেন ২ জন। ১ করে ফিরেছেন ২ জন। ৫ রান করেছেন ২ জন। মাত্র ৭৬ রানে অলআউট বাংলাদেশ। ভারতের বোলাররা অতিরিক্ত দিয়েছেন ৯ রান। তা না হলে বাংলাদেশের মোট রান ৭৬-ও হত না। গত বছরের ডিসেম্বরে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেছিলেন সবনম ইসমাইল, সোনম যাদব, গোঙ্গাডি তৃষারা। এই তিন বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার এ বার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জয়ের স্বাদ পেলেন।

আইস প্যাক বেঁধে বসে রোহিত

বক্সিং ডে টেস্টের আগে ভারতীয় শিবিরে চোট আতঙ্ক

মেলবোর্ন, ২২ ডিসেম্বরঃ ক্যালেন্ডার বলছে আজ ২২ ডিসেম্বর। ঠিক ৩ দিন পর অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর শুরু হতে চলেছে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার বক্সিং ডে টেস্ট। তার আগে ভারতীয় শিবিরে চোট আতঙ্ক। মেলবোর্ন টেস্টের আগে অনুশীলনের সময় চোট পেলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। রবিবার নেটে ব্যাটিং প্র্যাক্টিসের সময় বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট লেগেছে হিটম্যানের। যার ফলে বেশ কিছুক্ষণ তাঁকে হাঁটুতে বরফ বেঁধে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর হাঁটুতে আইস প্যাক লাগিয়ে বসে থাকার ছবি ভাইরাল হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ব্যাটিং করতে করতে হঠাৎ হাঁটুতে চোট পাওয়ার পর গ্লাভস ছেড়ে চেয়ারে বসে পড়েন রোহিত শর্মা। সেখানে দ্রুত তাঁকে ভারতীয় টিমের ফিজিয়োথেরাপিস্ট চেক করেন। যে ছবি রোহিতের ভাইরাল হয়েছে, সেখানে দেখা গিয়েছে তাঁর চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ। এরপর ফিজিয়ো রোহিতের বাঁ পায়ের হাঁটুতে আইস প্যাক বেঁধে দেন। রোহিতের চোট কতটা গুরুতর? তিনি কি ছিটকে যাবেন মেলবোর্ন টেস্ট থেকে? ইতিমধ্যেই ক্রিকেট মহলে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। রোহিত শর্মার চোট কতটা গুরুতর? বাংলার তারকা আকাশ দীপ জানিয়েছেন, ক্যাপ্টেনের চোটের অবস্থা। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সিরিজের চতুর্থ টেস্ট খেলতে রোহিতের হয়তো সমস্যা হবে না। আকাশ দীপ প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন, ''ক্রিকেটে এইরকম চোট খুবই স্বাভাবিক। আমার মনে হচ্ছে, এই যে অনুশীলনের পিচটা, সেটা

সাদা বলের ক্রিকেটের জন্য তৈরি। ফলে বল খুব একটা উঠছেও না। তাই হয়তো লেগেছে। তবে এই চোট গুরুতর কিছু নয়।'' উল্লেখ্য, আইস প্যাক নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে থাকার পর রোহিতকে স্বাভাবিকভাবেই হাঁটাচলা করতে দেখা গিয়েছে। সেই ছবিও দেখা গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। উল্লেখ্য, ব্রিসবেনে আকাশ দীপ শেষ ব্যাটার হিসেবে নামেন। সে সময় টিমের স্কোর ২১৩-৯। ফলো-অন এড়াতে তখনও বাকি ৩৩ রান। জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে আকাশ দীপ রুখে না দাঁড়ালে চাপে পড়ত ভারতীয় দল। তবে ফলো অন বাঁচানোই যে একমাত্র লক্ষ্য ছিল না সেটাই পরিষ্কার করেন আকাশ দীপ। সিরিজের চতুর্থ টেস্ট ২৬ ডিসেম্বর থেকে। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের প্রস্তুতি সারছে ভারত। এর মাঝেই সাংবাদিকদের সঙ্গে এ দিন কথা বলেন আকাশ দীপ। মেলবোর্ন টেস্টের প্রস্তুতির মাঝে আকাশ দীপ বলেন, ''আমরা নীচের দিকে ব্যাট করতে নামি। ফলে টিমের জন্য ২০-২৫-৩০ রানের অবদান রাখতে পারলেও সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি সেই মাইন্ডসেট নিয়েই নেমেছিলাম। আমি শুধুমাত্র ফলো-অন এড়ানোর কথা ভাবছিলাম না। আমার লক্ষ্য ছিল, আউট হব না। ভগবানের ইচ্ছায় আমরা ফলো-অনটাও এড়াতে পেরেছি। এরকম পরিস্থিতি থেকে হার বাঁচাতে পারলে পুরো টিমই আত্মবিশ্বাস পায়। সকলেই আমার ব্যাটিংয়ে আনন্দ পেয়েছে।''

জাদেজা ইংরাজি না বলায় বিতর্ক, ভেস্তে গেল ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রীতি ম্যাচ!

মেলবোর্ন, ২২ ডিসেম্বরঃ সাংবাদিকদের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা বলতে চাননি রবীন্দ্র জাদেজা। সেই নিয়ে এবার তুমুল বিতর্ক শুরু হল মেলবোর্নে। সূত্রের খবর, রবিবার ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার সাংবাদিকদের মধ্যে একটি ক্রিকেট ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিতর্কের আবহে সেই ম্যাচ বয়কট করা হয়েছে ভারতের তরফে। বিতর্কের সূত্রপাত শনিবারের মেলবোর্নে। সেদিন ভারতের সাংবাদিকদের জন্য একটি সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সেখানে উত্তর দেওয়ার জন্য পাঠানো হয় জাদেজাকে। তিনি হিন্দিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন। শেষের দিকে উপস্থিত হয় অজি মিডিয়া। যদিও তাদের এদিন থাকার কথা ছিল না। জাদেজা অনুশীলনে ফিরে যাওয়ার পর তারা রীতিমতো

ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাদের বক্তব্য, কেন ইংরেজি প্রশ্নের উত্তর দিলেন না তিনি? জাদেজা কি ইচ্ছাকৃত অজি মিডিয়াকে অবজ্ঞা করলেন? সেখানেই বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকে অজি মিডিয়া। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিপাকে প।নে টিম ইন্ডিয়ার মিডিয়া ম্যানেজারও। তিনি জানান, এই সাংবাদিক সম্মেলনটি শুধুমাত্র ভারতীয় মিডিয়ার জন্যই রাখা হয়েছিল। সেই হিসেবে জাদেজা হিন্দিতে উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু সেসবে কর্ণপাত করেনি অজি মিডিয়া। একাধিক সংবাদমাধ্যমে আক্রমণ করা হয় জাদেজার আচরণকে। ভারতের ব্যবস্থাপনাকেও কটূক্তি করা হয়। এমন অপ্রীতিকর আচরণের পালটা দিতেই ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নেন ভারতের সাংবাদিকরা। অজি সংবাদপত্র 'দ্য এজ' সূত্রে খবর, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার যেসমস্ত সাংবাদিকরা মেলবোর্নে ম্যাচ কভার করতে গিয়েছেন তাঁদের জন্য রবিবার দুপুরে একটি খেলার আয়োজন করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু জাদেজার সঙ্গে অজি মিডিয়া যে আচরণ করেছে তারপর আর তাদের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে চাননি ভারতীয় সাংবাদিকরা। জানা গিয়েছে, ভারতীয় দলের মিডিয়া ম্যানেজার প্রথমে সরে দাঁড়ান ম্যাচ থেকে। তারপরে আরও বেশ কয়েকজন ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত পর্যাপ্ত ক্রিকেটার না পেয়ে ম্যাচ বাতিল করতে হয়।

নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে পাকিস্তানে প্রতিনিধি দল পাঠাল নিউজিল্যান্ড!

ইসলামাবাদ, ২২ ডিসেম্বরঃ বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, ২০২৫ সালে পাকিস্তানে আয়োজিত হতে যাচ্ছে। তবে, পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে নিউজিল্যান্ডের। এর জন্য তারা পাকিস্তানে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে ভেন্যুর নিরাপত্তা পর্যালোচনা করতে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে, তখন তাদের নিরাপত্তা অগ্রাধিকার হয়ে থাকে। বিশেষত এমন দেশে যেখানে রাজনৈতিক বা নিরাপত্তাজনিত সমস্যা রয়েছে। এই উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজনে কিছু নতুন পরিবর্তন আনা হয়েছে। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে হাইব্রিড মডেলে, যার মানে হচ্ছে পাকিস্তান এবং ভারত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ একে অপরের সঙ্গে নিজের দেশের মাটিতে খেলতে পারবে না। এই কারণে টুর্নামেন্টের জন্য নিরপেক্ষ ভেন্যু নির্বাচিত করা হয়েছে। ভারতের নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হলেও, ভারত পাকিস্তানে খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছে। আইসিসি অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত এই দুই দেশ আইসিসি ইভেন্টে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। নিউজিল্যান্ডের উদ্বেগের কারণে, তাদের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পাকিস্তানে দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ রেগ ডিকাসন এবং নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ব্র্যাড রডেন ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের তিনটি স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেছেন। এই স্টেডিয়ামগুলো হল করাচি, রাওয়ালপিণ্ডি এবং লাহোর। তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন, যাতে টুর্নামেন্টের আয়োজন নিরাপদ হয়। এছাড়া, আইসিসিরও একটি প্রতিনিধি দল

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

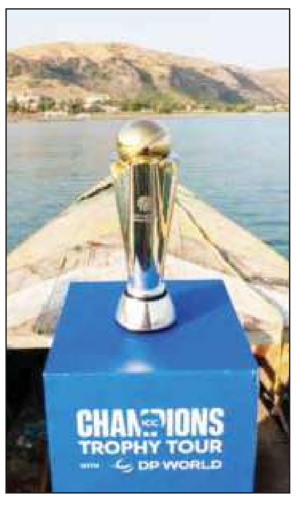

পাকিস্তানে পৌঁছে গিয়েছে ভেন্যুগুলির নিরাপত্তা পর্যালোচনা করতে। তারা করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়াম এবং রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামের ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেছে। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে তারা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে যে, কোনো ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকবে না এবং আন্তর্জাতিক দলগুলোকে নিরাপদ পরিবেশে খেলার সুযোগ দেয়া যাবে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেছেন যে, সময়মতো স্টেডিয়ামগুলোর সংস্কার কাজ শেষ হবে এবং সব দলকে স্টেট-লেভেল সিকিওরিটি প্রদান করা হবে। তাদের কথায়, পাকিস্তানে যে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচের আয়োজন করতে গেলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা একটি প্রধান লক্ষ্য। ইতিমধ্যে, পাকিস্তানে নিউজিল্যান্ডের ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলার কথা রয়েছে, যেখানে তৃতীয় দল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা অংশগ্রহণ করবে। এই পরিস্থিতিতে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজন এবং নিরাপত্তার দিকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরো বিশ্ব আশা করছে যে, আইসিসি এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলো যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এবং ক্রিকেটপ্রেমীরা নিরাপদে এবং শান্তিপূর্ণভাবে এই প্রতিযোগিতাটি উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়া, কূটনৈতিক কারণে ভারত পাকিস্তানে খেলতে অনীহা প্রকাশ করেছে, কিন্তু পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করতে চেয়েছে। আইসিসি এই বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে এবং তা কার্যকর করার জন্য সব দিকেই কাজ চলছে। প্রসঙ্গত, সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে ভারতের গ্রুপে পড়ছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড। মেগা টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। ফাইনাল হবে ৯ মার্চ। ফাইনালের জন্য রিজার্ভ ডে-আছে। প্রথম সেমিফাইনাল হতে পারে ৪ মার্চ। ৫ মার্চ হতে পারে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। দুটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনালই হবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। অর্থাৎ ভারত না উঠলেও সেমিফাইনাল বা ফাইনাল পাকিস্তান পাচ্ছে না।

শেষ মুহূর্তের গোলে বার্সেলোনাকে হারিয়ে শীর্ষে আতলেতিকো

নির্ধারিত ৯০ মিনিট পেরিয়ে যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটের খেলা চলছিল। স্কোরলাইনে তখন সমতা, ড্রয়ের পথে ম্যাচ। আচমকাই বার্সেলোনার জালে বল পাঠাল আতলেতিকো মাদ্রিদ। অবিশ্বাস্য, নাটকীয় এক জয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠল দিয়েগো সিমেওনের দল।

বার্সেলোনা, ২২ ডিসেম্বরঃ বার্সেলোনার অলিম্পিক স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে আতলেতিকো। ২০০৬ সালের পর এই প্রথম বার্সেলোনার মাঠে লিগ ম্যাচ জিতল মাদ্রিদের দলটি। মাঝে জয়হীন ছিল তারা ১৮ ম্যাচে (৫ ড্র, ১৩ হার)। প্রথমার্ধে একচেটিয়া দাপট দেখায় বার্সেলোনা। পেদ্রির গোলে এগিয়েও যায় তারা। বিরতির পর সমতা টানেন রদ্রিগো দে পল। ৯৬তম মিনিটে ব্যবধান গড়ে দেন দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা আলেকজান্ডার সরলথ। গত মাসের শুরুতেও লিগ টেবিলে বার্সেলোনার চেয়ে ১০ পয়েন্টে পিছিয়ে ছিল আতলেতিকো। সেই তারাই বছর শেষ করল কাতালান দলটির চেয়ে ৩ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে! ১৮ ম্যাচে ১২ জয় ও ৫ ড্রয়ে আতলেতিকোর পয়েন্ট হলো ৪১। ১৯ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে গেল বার্সেলোনা। লিগে হান্সি ফ্লিকের দলের বাজে সময়ও দীর্ঘায়িত হলো। আসরে প্রথম ১২ ম্যাচের ১১টিই জেতা দলটি তাদের পরের ৭ ম্যাচের ৬টিতেই হারাল পয়েন্ট। এর মধ্যে তাদের হার চারটি, ড্র দুটি, জয় একটি। ঘরের মাঠে টানা তিন ম্যাচ হারল তারা। আর আতলেতিকো লিগে টানা সাত ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১২ ম্যাচ জিতে বছর শেষ করল। লামিনে ইয়ামালকে ছাড়া আত্মবিশ্বাসী শুরু করা বার্সেলোনা প্রথম ভালো সুযোগ পায় চতুর্থ

মিনিটে। বক্সের ভেতর থেকে রাফিনিয়ার শট ঠেকিয়ে দেন আতলেতিকোর এক ডিফেন্ডার। একটু পর ফের্মিন লোপেসের ক্রসে রবের্ত লেভানডফস্কির হেড উড়ে যায় ক্রসবারের ওপর দিয়ে। প্রথম ১৫ মিনিটে ৭০ শতাংশ পজেশন ধরে রেখে প্রতিপক্ষের বক্সে ১৩ বার বল স্পর্শ করে বার্সেলোনা। এই সময়ে বল নিয়ে আয়োজকদের বক্সে ঢুকতেই পারেনি আতলেতিকো। ২১তম মিনিটে আতলেতিকোর বক্সে গিলানো সিমেওনের হাতে বল লাগলে পেনাল্টির আবেদন করে বার্সেলোনা। তবে রেফারির সাড়া মেলেনি। ভিএআরেও বদলায়নি সিদ্ধান্ত। পরের মিনিটে ইনিগো মার্তিনেসের শট ঠেকান আতলেতিকোর গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক। ২৬তম মিনিটে রাফিনিয়ার ক্রসে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি গাভি। আক্রমণে আধিপত্য ধরে রেখে ৩০তম মিনিটে গোলের দেখা পায় বার্সেলোনা। গাভিকে পাস দিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন পেদ্রি। ফিরতি বল পেয়ে ডান পায়ের শটে জালে পাঠান ২২ বছর বয়সী স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। এবারের লিগে পেদ্রির গোল হলো ৪টি। প্রথম আধা ঘণ্টায় গোলের জন্য পাঁচটি শট নিয়ে দুটি লক্ষ্যে রাখে বার্সেলোনা। আতলেতিকো গোটা প্রথমার্ধে গোলের জন্য একটি শটও নিতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ পায় বার্সেলোনা। আলগা বল পেয়ে পেদ্রি বক্সে খুঁজে নেন ফের্মিনকে। ওয়ান-অন-ওয়ানে এই মিডফিল্ডারের শট পা দিয়ে ঠেকান ওবলাক। ৫৭তম মিনিটে অল্পের জন্য দ্বিতীয় গোল পায়নি বার্সেলোনা। ওবলাকের ওপর দিয়ে রাফিনিয়ার চিপ শট ক্রসবারে লাগে। উল্টো দুই মিনিট পরই পাল্টা আক্রমণে সমতা ফেরায় আতলেতিকো। বক্সে হুলিয়ান আলভারেসের পাস ব্যাক-হিল ফ্লিকে ক্লিয়ারের চেষ্টায় পারেননি বার্সেলোনার মার্ক কাসাদো। বক্সের বাইরে থেকে শটে জালে পাঠান আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার দে পল। ৭৬তম মিনিটে দারুণ সুযোগ হারান লেভানডফস্কি। সতীর্থের ক্রস দূরের পোস্টে পেয়ে ফেররান তরেস বল দেন ছয় গজ বক্সে, কিন্তু ঠিকমতো শট নিতে পারেননি পোলিশ স্ট্রাইকার। পরের মিনিটে সুযোগ পেয়ে যায় আতলেতিকো। কাছ থেকে পাবলোর শট পা দিয়ে ফিরিয়ে বার্সেলোনাকে রক্ষা করেন গোলরক্ষক ইনিয়াকি পেনিয়া। ৮৬তম মিনিটে দুরূহ কোণ থেকে রাফিনিয়ার শট ব্যর্থ করে দেন ওবলাক। যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে বার্সেলোনার সমর্থকদের স্তব্ধ করে দেন সরলথ। ডান দিক থেকে নাহুয়েল মোলিনার পাস ফাঁকি দেয় বার্সেলোনার দুই খেলোয়াড়কে। প্রথম স্পর্শে বল জালে পাঠান ৭৩তম মিনিটে বদলি নামা সরলথ। বাঁধভাঙা উল্লাসে মেতে ওঠে সফরকারীরা।

एफएसएसएआई fssai भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण Food Safety and Standards Authority of India

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

খাদ্য ব্যবসা শুরু করছেন?

এখন আপনি পেতে পারেন

তৎক্ষণাত এফএসএসএআই লাইসেন্স / রেজিস্ট্রেশন

যারা যোগ্য

- পাইকারী বিক্রেতা
- পরিবেশক
- খুচরা বিক্রেতা
- পরিবহনকারীরা
- ছাড়া স্টোরেজ
- বায়ুমণ্ডলীয়
- নিয়ন্ত্রণ
- খাদ্য বিক্রেতা
- সংস্থাগুলি
- সরাসরি বিক্রেতা
- আমদানিকারক
- বণিক-রপ্তানিকারক
- ক্ষুদ্র খুচরা বিক্রেতা
- হকাররা

ডিজিটাল ভেরিফিকেশন এর মাধ্যমে জিএসটি, আধার এবং প্যান

তাৎক্ষণিক লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশনের জন্য? কিভাবে আবেদন করতে হবে

- ভিজিট করুন FoSCoS পার্টালে যান [https://foscos.fssai.gov.in]
- 'তৎকাল লাইসেন্স / রেজিট্রেশনের জন্য' ট্যাবে ক্লিক করুন এবং ধাপগুলি অনুসরণ করুন হোমপেজে।

ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখতে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

আরও তথ্যের জন্য ১১-০৯-২০২৪ তারিখের FSSAI আদেশ দেখুন

আরও তথ্যের জন্য ১৮০০১১২১০০, helpdesk-foscos@fssai.gov.in

অপেক্ষা করবেন না - এখনই আপনার খাদ্য ব্যবসা শুরু করুন

fssaiindia fssai fssai_safefood fssaiindia fssai_india

cbc 17163/13/0012/2425

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166 E-mail: dailydurantabarta@gmail.com